Registerd under act XXV of 1867

কাসেম-বধ-কাব্য

বা

শাহাদতে ইমাম কাসেম। (আঃ)

১৫২৯৭৪
৩০।৭।১৪

(ভূতপূর্ব্ব নোয়াখালী ও কুমিল্লা জিলা স্কুলের)
ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের সহকারী শিক্ষক,
জয়নালোদ্ধার কাব্য, সোহ্‌রাব-বধ-কাব্য, কবিতাকুঞ্জ,
ভ্রাতৃবিলাপ কাব্য প্রভৃতি প্রণেতা,
আবুল্‌-মা-আলী মহাম্মদ হামিদ আলী-প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।
(পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)

প্রকাশক
শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড সনস্‌,
কটন-লাইব্রেরী, ঢাকা।

ঢাকা, বাঙ্গলাবাজার কাশীপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে
শ্রীরাইমোহন সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩২১

All rights reserved.

[মূল্য ॥৶৹ দশ আনা মাত্র।



উৎসর্গ-পত্র

সুকীর্ত্তি-মুকুট-বিভূষিত, স্বনাম-খ্যাত, মহাত্মা মৌলবী

আবদুল করিম বি, এ,

চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর

মহোদয়ের শ্রীচরণ কমলেষু—

বঙ্গীয় শিক্ষক-শ্রেণী, শিক্ষাপ্রণালীর
উৎকর্ষ-সাধন তরে যেই পরিশ্রম
করে'ছেন অবিরত অক্লান্ত শরীরে,
তার প্রতিদান কি হে আছে মহাত্মন্‌ !
তবে এই শোকোচ্ছ্বাস নবী-বংশ-বধে,
(প্রকাশ করেছি যাহে সন্তপ্ত হৃদয়ে)
ভক্তি-উপহার রূপে শোভিল চরণে।
দিবসে প্রদীপ যদি কোন মূঢ় জন
জ্বালায় গগনস্থিত প্রদীপ্ত ভাস্কর
তার প্রতি নাহি হাসে। পূর্ব্ব উপহার
সতত সজীব যথা স্নেহ-দৃষ্টি-লাভে ;
সেইরূপ এ মলিন কাব্য-রত্ন-হার
শোভুক প্রদীপ্ত হ'য়ে ও কর পরশে।

স্নেহপ্রার্থী—

এ, এম্, এম্ হামিদ আলী,

ভূমিকা।

১৩১০ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণের "মিহির ও সুধাকরে" বাবু দীনেশ চন্দ্র সেনের "মাতৃভাষা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন ;—মুসলমান, হিন্দু-সাহিত্য–পাঠে,—হিন্দু-আচার-ব্যবহার-শিক্ষায় ক্রমেই হিন্দু-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে ; তাই বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকা মুসলমানদের উচিত নহে।

১৩১০ সালের 'ভারতী'তে মাননীয় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরি মহোদয়ের "মুসলমান ছাত্রের বাঙ্গালা শিক্ষা" নামক প্রবন্ধের সমালোচনায় কবিবর রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন ঃ—"মুসলমান-গ্লানি-পূর্ণ ব'লে আমরা আপন সাহিত্য বর্জ্জন করিতে পারিনা.........পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন-সময়ে মুসলমান ছাত্রের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখার;—মুসলমান গ্রন্থকার দিগকে উৎসাহ দেওয়ার সময় আসিয়াছে।—তাই মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়িয়া লওয়া উচিত।"

প্রকৃত পক্ষে মহানুভব হিন্দু ভ্রাতৃবর্গের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, মুসলমান পাঠক—মুসলমান বালক, চিরকাল তাহাদের গ্লানিপূর্ণ পুস্তক পাঠে ব্যথিত হউক, আর মনে মনে গ্রন্থকারদিগের আত্মার প্রতি অভিসম্পাত করুক। তাই তাঁহারা আমাদিগকে স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়িতে পরামর্শ দিতেছেন।

আমার এই কাব্য প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য, মুসলমান (graduate) দিগকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে আহ্বান—পুস্তক প্রণয়নের দিকে পথ প্রদর্শন, ও সে বিষয়ে তাঁহাদের ঔদাসীন্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ। নতুবা আমার

মত দীনের কাব্য প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র। কেননা মৎকৃত "ভ্রাতৃ-বিলাপের" সমালোচনায় কোন মহাত্মা শুধু দোষের অংশটুকু দেখিতে পাইয়াছেন। 'মেঘনাদ-বধে'র কয়েক স্থলের মাধুর্য্যের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহা অনুকরণ করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহা যে দোষের, সে অভিজ্ঞতা আমার ছিলনা, কারণ, ইতি পূর্ব্বে আমি বাঙ্গালা ভাষায় কোন পুস্তক লিখি নাই—কোন পত্রিকায় কোন কবিতাও প্রকাশ নাই (আমার বাঙ্গালা শিক্ষার ইতিহাস শ্রবণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়) কোন সম্বাদপত্রে একটি প্রবন্ধ পাঠে জানিতে পারিয়াছি যে, কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে মনে বিষম আঘাত প্রাপ্তে বা হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্ত্তনে কোন কোন অতীত কবিবৃন্দের কবিত্ব-শক্তি বিকাশ পাইয়াছিল। ভ্রাতৃবিয়োগে আমার ও কাব্যোচ্ছ্বাস। তাই, মাতৃভাষার সেবা আমার দ্বারা কিছু হইতে পারে কিনা, তাহার পরীক্ষার্থে ভ্রাতৃবিলাপ প্রকাশ। পুস্তকের শব্দপ্রয়োগ বা বর্ণনা প্রণালী দর্শনে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোন কারণ আছে কি যে, লেখক মুসলমান; বা উর্দ্দু, পারসী, আরবি এবং ইংরাজিতে তাহার কিছু মাত্র জ্ঞান আছে; অথবা তিনি চট্টগ্রামবাসী (যেখানে বাঙ্গালা ভাষা বিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে) হিন্দু লেখকগণের প্রভাবে বাঙ্গালা ভাষায় কত বিজাতীয় শব্দ বিকৃত ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্বাঃ কে করিবে? (Educaion Gazette এ প্রকাশিত শব্দসমালোচন নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য) সেরূপ কোন ভাষা ভ্রাতৃবিলাপে আছে কি? মাইকেলের ঐ এক স্থলের অনুকরণ কেন দূষণীয় মনে করি নাই, তাহার কারণ দেখুন ঃ—

* * যাও ফিরে শূন্য ঘরে তুমি,—
রণ-ক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে

বিলাপের কাল দেবি! চিরকাল পাবে।
বৃথা রাজ্য সুখে সতি! জলাঞ্জলি দিয়া
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাঁহারে
অহরহঃ, যাও ফিরি'। কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রু-নীরে, রাণী মন্দোদরি!"

(মাইকেল)

বিলাপের বহুদিন পাইবে পশ্চাৎ;
আক্ষেপের এ নহে সময়। আগে ঘাতি
পুত্রঘাতী ইন্দ্রের হৃদয় এ ত্রিশূলে
পরে বিলাপিব দোঁহে। হের যুদ্ধ সাজে
সুসজ্জ সুরথিবৃন্দ—সমর প্রস্থানে
গমন উদ্যত আমি, বিলাপি' এখন,
চিত্তের উৎসাহ-বেগ না হর মহিষি!"

(হেমচন্দ্র)

সমালোচক মহোদয় "কোলর" প্রভৃতি ক্রিয়া প্রয়োগদর্শনে সুখী হইতে পারেন নাই। মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির কাব্যে এরূপ ক্রিয়াপ্রয়োগ রাশি রাশি দৃষ্ট হয়, তবে আমার এ পথ অবলম্বন কেন তাঁহার অসুখের কারণ হইল, বুঝিতে পারিনা। যদি বলেন, মাইকেলের সেরূপ ক্রিয়াপ্রয়োগ দ্বারা ভাষার প্রতি অত্যাচার করা হয়; এবং তাহা দোষের ভাগে পরিগণিত। সুতরাং দূষিত পথ অললম্বন করা দূষণীয়। তাহা হইলে, তদুত্তরে মাইকেলের পক্ষ হইতে ইহা বলা যাইতে পারে যে, বিকৃত ভাবে বিজাতীয় শব্দপ্রবেশে বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ অত্যাচার সহ্য করিয়াছে; এ অত্যাচার তাহার সহিত তুলনীয় নহে। এরূপ

অবস্থায় আমি সমালোচকের সহানুভূতি লাভের যোগ্য নহি কি? ভ্রাতৃ-বিলাপ নির্দ্দোষ, তাহা বলিতেছি না। তবে, তাঁহাতে original thought যে ছিল না; তাহাও নহে। নির্দ্দোষ কাব্য কোথায়? আদি কবিই দোষ মুক্ত। 'বান্ধব'-সম্পাদকের মতে সকলেই অনুকরণ-দোষে সমদোষী।

রাম-রাবণের যুদ্ধের অনেকগুলি ঘটনা হইতেই একটি প্রধান ঘটনা অবলম্বনে যেমন 'মেঘনাদবধ' লিখিত, সেইরূপ এজিদ ও ইমাম দিগের মধ্যে যে সকল যুদ্ধাদি হয়, তাহার অনেক গুলি ঘটনা হইতে একটি প্রধান ঘটনা অবলম্বনে এই কাব্য লিখিত। 'মেঘনাদ-বধ' ও 'বৃত্র-সংহারের' মত এই কাব্যের উপকরণ পূর্ব্ব হইতে সংগৃহীত ছিল না। মহরম-ঘটনা আরও অনেকে লিখিয়াছেন; কিন্তু আমি স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিয়াছি। কাব্য-রসাস্বাদী সুধী মণ্ডলী ইহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন। ইতি-হাসের কোন ব্যতিক্রম হইয়াছে কিনা, বলিতে পারিনা;—কাব্যের পথ নিষ্কণ্টক।

সমাজের কোন মহাত্মার সহানুভূতি পাইলে * "জয়নলোদ্ধার" কাব্য প্রকাশের বাসনা রহিল। কুসুমে কীট;—কবিত্বে দারিদ্র্য – বিধির বিধান!

যদি কোন হৃদয়বান ব্যক্তি ইহা পাঠে সন্তুষ্ট হন, তবে তিনি লেখককে আশীর্ব্বাদের সহিত স্মরণ করিলে তাহার শ্রম সার্থক হইবে। ইতি—

কুষ্টিয়া ১৫ই পৌষ ১৩১১ সাল।

---

* বিধাতার অনুগ্রহে ১৩১৪ সালে এই কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

দয়াময়ের অপার অনুকম্পায়, শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের-অনুগ্রহে (যেহেতু তাঁহারা কাসেম-বধ-কাব্য প্রাইজ ও লাইব্রেরীর পুস্তক সমূহের লিষ্টভুক্ত করতঃ পূর্ব্ববঙ্গ-আসাম ও পশ্চিম বঙ্গস্থ জিলা-স্কুলসমূহের লাইব্রেরীর জন্য উক্ত পুস্তকের কতিপয় সংখ্যা ক্রয় করিয়া সাহিত্য সেবায় আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন) ও পাঠকগণের স্নেহে অনেক পূর্ব্বেই কাসেম-বধের সমুদয় সংখ্যা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। অর্থ সম্বন্ধে আমার অবস্থা অনুকূল থাকিলে এবং কতিপয় পুস্তক বিক্রেতা ও সংবাদপত্র-সম্পাদক * আমার প্রাপ্য অর্থরাশি আত্মসাৎ না করিলে বহুদিন পূর্ব্বে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইতাম।

কোন মুসলমান গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে এই বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন যে, মোসলমান-লিখিত পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না; সুতরাং তাঁহার পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ জনসমাজে উহার আদর লাভের পরিচায়ক; তাই এ সম্বন্ধে তাঁহার আসন মুসলমান গ্রন্থকারদিগের আসনের বহু উচ্চে। কিন্তু এ বিষয়ে আমার এরূপ উক্তির কোনই কারণ নাই। কেননা, আমি মনে করি, বিধাতার অনুগ্রহই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ-প্রকাশে আমার একমাত্র সহায় ও সম্বল।

পুস্তকের ভাবের ও ভাষার উৎকর্ষ সাধানার্থে স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। পাঠকগণের মনোরঞ্জনার্থে পাইকা অক্ষরে এন্‌টিক কাগজে ছাপিয়া ইহা সুন্দর বাণ্ডিংএ মণ্ডিত করা হইল। ভরসা করি, তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় ইহাকে স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিবেন। ইতি, ঢাকা, ২৮শে ফাল্গুন ১৩২০ সাল।

—গ্রন্থকার।

---

* (ভূতপূর্ব্ব সুধাকর) মোস্লেম-হিতৈষী সম্পাদক মুন্‌শী সেখ আবদুর রহিম ও (ভূতপূর্ব্ব মোস্লেম-সুহৃদ) ইস্লাম-রবি-সম্পাদক মুন্‌শী নজিরদ্দিন।

প্রস্তাবনা।

দমস্কের রাজপুত্র, এজিদ স্বভাবতঃ বাল্যকাল হইতেই নবীবংশের প্রতি বিদ্বেষভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিলে পর ঘটনাক্রমে জয়নবনাম্নী কোন রূপবতী ললনার রূপলাবণ্য তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এজিদ্ তাহাকে সযত্নে হৃদয়-মন্দিরে আসন দান করেন। রাজপুত্র রাজপুত্রীর পাণি-গ্রহণ করিবে, এই নীতির অনুসরণ করিয়া দমস্কপতি স্বীয় পুত্রের বাসনা পূর্ণ করিতে অসম্মত হন। ইত্যবসরে আবদুল জব্বার নামক এক ব্যক্তি জয়নবকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া পরম সুখে সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে থাকে। এজিদ, বিচ্ছেদে অধীর হইয়া আহার, বিহার, আমোদ, প্রমোদ সমস্তই পরিত্যাগ করেন। ইহাতে তাঁহার দেহ-মন ভগ্ন হয়। পুত্রের পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তি দর্শনে জনক-জননীর হৃদয় ব্যথিত হয়। মহিষীর অনুরোধে মর্ওয়ান (ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যের দ্বারা) ইহার প্রতীকারের জন্য রাজাদেশ প্রাপ্ত হন। তিনি আবদুল জব্বারকে রাজপুরীতে আনয়ন পূর্ব্বক ছলে, বলে, কৌশলে জয়নবের সহিত তাহার বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে কৃতকার্য্য হন। নিরীহ আবদুল জব্বার পরে সমস্ত চক্র বুঝিতে পারিয়া সংসার ত্যাগ করেন। কোমল-প্রাণা জয়নব স্বীয় দুর্ভাগ্য-বিষয় অবগত হইয়া হতবুদ্ধি হন।

কিছুদিন পরে এজিদের বিবাহ-প্রস্তাবসহ জয়নবসমীপে রাজদূত প্রেরিত হয়। সেই রাজদূত মদিনার পথ অতিক্রম করিয়া যাওয়ার সময় ইমাম হাসনও উক্ত দূতের দ্বারা স্বীয় বিবাহ-প্রস্তাব সেই আদর্শ সুন্দরীর

নিকট পাঠাইলে, বুদ্ধিমতী জয়নব সাংসারিক ঐশ্বর্য্যে বিমুগ্ধা না হইয়া ভারত-রমণী-রত্ন নুরজাহানের ন্যায় (প্রথমতঃ) প্রণয়-তরুমূল-কুঠারাঘাতকারীকে পতিত্বে বরণ করিতে অসম্মত হইলেন। তিনি রাজরাণীত্বে ঘৃণা প্রদর্শন করতঃ ইমাম হাসনের অঙ্ক-লক্ষ্মী হইলেন। ইহাতে এজিদের পূর্ব্ব ক্রোধ-বহ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বাল্যকালের সেই চিরবিদ্বেষ দ্বিগুণে— চতুর্গুণে বৰ্দ্ধিত হইল। তিনি প্রতিহিংসা লইতে কৃত সংকল্প হইলেন। ঘটনা ক্রমে সুযোগও উপস্থিত হইল। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনারূঢ় হইয়া মদিনা-রাজ, হাসনকে স্বীয় অধীনতা স্বীকারে আহ্বান করিয়া উপেক্ষিত ও অবমানিত হওয়ায় তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া মহালজ্জিত হইলেন,—দমস্কসৈন্য মদিনার ত্রিসীমায় পঁহুছিতে পারিল না—ধ্বংসোন্মুখ হইয়া বিতাড়িত হইল।

এজিদ জয়নব-লাভে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়া মর্ওয়ানের কূটবুদ্ধির শরণাপন্ন হইলেন। মর্ওয়ান ছদ্মবেশে মদিনায় প্রবেশ করিয়া ময়মুনা-নাম্নী এক খলস্বভাবা স্ত্রীলোকের সাহায্যে ইমামের অন্যতমা পত্নী জয়দার দ্বারা বিষদানে হাসনবধে কৃতকার্য্য হয়। অতঃপর বিনা বাধাবিঘ্নে জয়নব-লাভাশায়, কুফাধিপ আবদুল্লা জেয়াদকে নানা ছলে, কৌশলে ও প্রচুর অর্থপ্রদানে হস্তগত করেন। জেয়াদ আজীবন ইমাম-ভক্ত। ইমাম হোসেনকে মদিনার বাহিরে আনয়ন মানসে (সেই পবিত্র স্থানে নবীবংশের প্রতি অত্যাচার অসম্ভব) কুফাপতি দ্বারা তাঁহার নিকট মর্ওয়ান এই মৰ্ম্মে পত্র প্রেরণ করেন যে,—"সংসারের প্রতি আমার বিরাগ জন্মিয়াছে। কুফারাজ্য আপনার পিতৃ প্রদত্ত; সুতরাং আপনি অবিলম্বে এইস্থানে শুভাগমন পূর্ব্বক রাজসিংহাসন গ্রহণ করুন।" পত্রের মৰ্ম্ম অবগত হইয়া

কুফায় যাওয়া সঙ্গত কিনা, এ সম্বন্ধে মদিনাবাসীর মধ্যে অনেক তর্ক-

বিতর্কের পর, ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে জেয়াদের মনোভাব অবগত হওয়ার জন্য মহাবীর মোস্‌লেমকে কতিপয় সৈন্যসহ কুফায় প্রেরণ করা হউক। তদনুযায়ী মোস্‌লেম তথায় প্রেরিত হইল। কিন্তু, শেঠশ্রেষ্ঠ জেয়াদ এমন চতুরতা সহকারে সমাদরের সহিত মদিনা-দূত, মোস্‌লমকে গ্রহণ করিল যে, তাঁহার মত চতুর ব্যক্তি ও জেয়াদের সদ্‌ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া কপটতা-জালভেদে অক্ষম হইলেন। ইমাম হোসেনকে নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে কুফায় প্রেরণের জন্য তিনি মদিনাবাসীর নিকট পত্র লিখিলেন। পত্র-প্রাপ্তে মহামতি ইমাম ভ্রাতৃ-বিয়োগ-জ্বালা নিবারণ-মানসে কিছুদিনের জন্য স্বস্থান পরিবর্ত্তনার্থে সপরিবারে কুফায় যাইতে উদ্যত হইলেন। ষষ্টি সহস্র ভক্তসৈন্য (কেহ কেহ সপরিবারে) জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়া ইমামের অনুসরণ করেন। দৈবাদেশে ইমাম-বাহিনী কুফার পথ ভুলিয়া করবালার নিকটবর্ত্তী হন। ও দিকে দমস্ক-রাজপুরে এজিদ বিরহ-বেদনায় অস্থির। (এইখান হইতে উপাখ্যান আরম্ভ)।

কাসেম-বধ-কাব্য সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবী ও বিখ্যাত সংবাদ-পত্রাদির মতামত ;—

Noakhali,

8th June, 1907.

Dear Moulvi Hamid Ali,

I have read with interest your poem "*Kasem Badha*" in Bengali. It is highly creditable for an Arabic scholar like yourself to write such good Bengali. Your style is sweet and language forcible. I read your work with great pleasure and hope you will continue to persevere in the same field.

Yours sincerely

(Sd) NABIN CHANDRA DAS (M.A.B.L.)

Author of রঘুবংশ, শিশুপালবধ&c.

In a letter (dated 17-8.07) to his brother, Rai Sarat Chandar Das Bahadur C. I. E. the above poet thus speaks of the book ;—

My friend, Moulvi Hamid Ali of Raozan, who is a good Bengali scholar, presents you with a copy of his poetical work "কাসেমবধ-কাব্য" the style and pathos of which remind the reader of Michaels মেঘনাদবধ and I

hope the book will deserve your favourable consideration; especially as one emanating from the pen of a Mahommadan. Trusting you are in good health and doing cheerfully the work of encouraging deserving authors, for improving the literature of Bengal. * *

(Sd) NABIN CHANDRA DAS.

১৬ই সেপ্টেম্বরের মোস্লেম ক্রনিকলে প্রকাশিত সমালোচনা দেখুন :—

We beg to acknowledge with thanks the receipt of a copy of *Kasim Badha Kabya*, or a poem on the Murder of Kasim or the Martyrdom of Emam Kasim, by Moulvi Abul-Ma-ali Mohammad Hamid Ali, assistant teacher, Noakhali Zilla School. The little book is dedicated to Moulvi Abdul Karim B. A. Inspector of Schools Chittagong Division. It is written in blank verse, and from what we have seen of it, we think we shall be justified in congratulating the author for the spirited w'ik that he has given to the public. It is, we note, both remarkable and gratifying that there should grow up a class of Mohamedan writers of Bengali such as evidenced by the author under notice, who, for richness of diction and elegance of style and idiom, would deserve honour and recognition even among the Hindu community. The author had chosen a religious theme, well-suited to the passionate out-flow of the genius and conception of

poesy. One cannot but feel in wading through its little pages, that there is a touch of Michael Dutt, the founder of blank verse, and a sustained interest both as to enthusiasm and coherence." মোস্লেম ক্রনিকল, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ ইং।

কাসেম-বধ-কাব্য * * * কাব্যখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত; গ্রন্থকার ভূমিকায় আভাস দিয়াছেন যে, মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়া আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই তিনি এই গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। এই জন্য গ্রন্থকারের চেষ্টা প্রশংসনীয়। জ্যোতিঃ ২৪শে ফাল্গুন ১৩১২ সাল।

কাসেমবধ-কাব্য * * * কবির বর্ণনা প্রণালী মোটের উপর বেশ হইয়াছে। এই কাব্যে তিনি যেরূপে উচ্ছ্বাস ও করুণ এবং বীর-রসের অবতারণা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন * * * তাঁহার কাব্যখানা বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে একখানি শ্রেষ্ঠতম কাব্য নামে বাচ্য। তাঁহার যেরূপ কল্পনা ও শক্তির আভাস পাওয়া যাইতেছে, তদ্দ্বারা আশা করা যায়, কবি কালক্রমে একজন সাহিত্য-সমাজের বিশেষ সম্মানিত মেম্বর মধ্যে গণ্য হইবেন। আমরা অবসর মত কাব্যের রচনা প্রণালী, ভাষাচাতুর্য্য, ভাবের গতি প্রভৃতির বিষয় সমালোচনা করিবার চেষ্টা পাইব। আম্মাদের প্রত্যেক সহৃদয় পাঠকের একান্ত কর্ত্তব্য যে এক একখণ্ড বই ক্রয় করিয়া নবীন কবিকে উৎসাহিত করেন।

(সোলতান, এপ্রিল ১৯০৬ ইং।)

---

* * * কাসেম-বধ-কাব্য একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। এই ঐতিহাসিক কাব্যখানি আমরা অতি মনোযোগের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। সুবিখ্যাত কবি মহোদয় এই পুস্তকখানি অতি যত্নের সহিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিপি বদ্ধ করিয়া কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। করুণ ও বীররস এই কাব্যের কলেবর অলঙ্কৃত করিয়াছে। স্বর্গীয়া পবিত্রা সাধ্বী সখিনা (র) খাতুনের স্বামীর চিরবিরহজনিত বিলাপ এই পুস্তকে যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, উহা পাঠ করিলে অতি পাষণ্ডেরও হৃদয় শোকে ও দুঃখে বিগলিত হইবে, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। * * * কাগজ ও ছাপা ভাল। এই পুস্তকখানি স্কুলের পাঠ্যভুক্ত রূপে মনোনীত হইলে আমরা অতীব সুখী হইব। এইরূপ গ্রন্থের মুসলমান সমাজে অধিক প্রচলন বাঞ্ছনীয়।

(এসলাম ১৪ই শ্রাবণ ১৩১৩।)

---

* কাসেম-বধ-কাব্য * * * * * * * * * আমরা মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিতে পারি যে, যেখানে যেখানে তিনি সংযত ভাবে ও স্বাধীন পথে বিচরণ করিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার সহজ বর্ণনা ও সুন্দর কবিত্বশক্তির বিকাশ পরিদৃষ্ট হইয়াছে। * * * *কাব্যখানি বেশ সুন্দর হইয়াছে * * * ইহা পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। * * * এই কবি উৎসাহ লাভের সম্পূর্ণ যোগ্য এবং তাঁহার এই কাব্যের ও বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। (নবনূর, অগ্রহায়ণ, ১৩১২, ৮ম সংখ্যা।)

---

* হিংসা ও বিদ্বেষ-প্রসূত প্রতিকূল সমালোচনা বাদ দিয়া তাহাতে যে দু-একটী কথা অনুকূলে বলা হইয়াছিল, তাহাই এস্থলে প্রদত্ত হইল। প্রতিকূল সমালোচনার প্রতিবাদ পর পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন।

নবনূরে "কাসেম-বধ-কাব্য।"

গত অগ্রহায়ণ মাসের "নবনূরে" কাসেম-বধ-কাব্যের যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে, তাহা পাঠে অনুমিত হয় যে, নবনূরের সুযোগ্য সম্পাদক মৌলবী সৈয়দ এমদাদ আলি কর্ত্তৃক এই সমালোচনা লিখিত হয় নাই। সমালোচক যিনিই হউন না কেন, সমালোচনা পাঠে বোধ হয় যে, গ্রন্থকারের উপর তাহার কোনরূপ জাতক্রোধ আছে; অথবা স্বাধীন ভাবে কাব্য রচনা দ্বারা তাঁহার কোন স্বজাতীয় ভাই যশোপার্জ্জন করে, ইহা দেখিতে তিনি অনিচ্ছুক। তাই যেন গ্রন্থখানির আদ্যশ্রাদ্ধ দ্বারা গ্রন্থকারের যশোপহরণ-মানসে সমালোচক এই মাত্র নূতন সমালোচনা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

সমালোচক মহাশয় প্রথমই আরম্ভ করিয়াছেন, "করবলা যুদ্ধের একটী ক্ষুদ্র ঘটনা লইয়া এই কাব্যখানি বিরচিত।" এখন জিজ্ঞাসা করি, করবালা যুদ্ধের ইতিহাসে সমালোচকের কিছু অধিকার আছে কি? না কেবল একটা কিছু লিখিতে হইবে, তাই যা'ইচ্ছে তাই লিখিয়া দেওয়া? সমালোচনা লিখিবার পূর্ব্বে কি মহরমের ইতিহাসখানা একবার পাঠ করা উচিত ছিল না? যদি তিনি কখনও মহরমের ইতিহাস পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভীষণ প্রকৃতি রণভূমির মধ্যে সখিনা-কাসেমের বিবাহ, যুদ্ধ-যাত্রা কালীন সখিনার নিকট কাসেমের বিদায়গ্রহণ ও রণক্ষেত্র হইতে আহত হইয়া ফিরিয়া আসার পর রক্তাক্ত কলেবরে কাসেমের সহিত সখিনার মিলন ও মৃত্যু, এই সমস্ত দৃশ্য যে অতীব করুণোদ্দীপক; এবং এমন কি, পাষাণময় হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তাহা হইতেও করুণগীতি নিষ্ক্রমণে সক্ষম; তাহা বোধ হয় অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কাসেমবধ কেমন করিয়া "একটী ক্ষুদ্র ঘটনা" হইতে পারে? সমালোচকের মত বঙ্গ-সাহিত্য-মহারথীর নিকট এই

করুণোদ্দীপক দৃশ্য ক্ষুদ্র বলিয়া পরিগণিত হইলেও, যাহার আমার মত ক্ষুদ্র বুদ্ধির লোক, গ্রন্থকারের প্রতি যাহাদের কোনরূপ বিদ্বেষ-ভাব নাই, অন্ততঃ তাহাদের নিকট সখিনা-কাসেম বিবর্জ্জিত মহরমের ইতিহাস জীবনশূন্য মানুষের মত বোধ হইবে।

ফলতঃ করবলার যুদ্ধে সখিনা-কাসেম সম্বলিত ঘটনা সংঘটিত না হইলে, দুর্বৃত্ত এজিদের উপর আমাদের এতদূর বিদ্বেষ-ভাবের সঞ্চার হইত কিনা, সন্দেহ। সমালোচক মহাশয় যদি নিঃস্বার্থভাবে সমালোচনা করিতে বসিতেন তাহা হইলে, সম্ভবতঃ তিনি সখিনা-কাসেমোপাখ্যানকে সামান্য ঘটনা বলিয়া উপেক্ষা করিতেন না।

কিন্তু যখন গ্রন্থকারকে অপদস্থ করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন তিনি ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতে বিমুখ হইবেন কেন?

সমালোচক মহাশয় পুনঃ বলিতেছেন; "কবি কবিত্বের রসোচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া স্বীয় প্রতিপাদ্য বিস্মৃত হইয়া কতকটা বিপথে চলিয়া গিয়াছেন।" দৃষ্টান্ত স্থলে কাসেমবধে হোসেন-বধের অবতারণা করিয়া তাহাতে হোসেন-বধ, সখিনা-কাসেম ও অন্যান্য 'সহিদানের' স্বর্গারোহণ-দৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে যে কিছু দোষ হইতে পারে, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। যদি কবি হোসেন-বধ অবতারণা করায় সমালোচকের নিকট দোষী সাব্যস্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অনেক বড় বড় কবিই এই দোষে দোষী। তিনি দেখিতেছি, সাহিত্য-জগতে এক অভিনব যুগের অভ্যুদয় করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই যুগের আইনানুসারে ইংলণ্ডের কবি-গুরু সেক্সপিয়র জুলিয়াস্ সিজার নামক বিয়োগান্ত নাটকে সিজার-হত্যার পর দুই অঙ্কের, ও বঙ্গ-কবিকুল-শিরোমণি মধুসূদন মেঘনাদবধ-কাব্যে, মেঘনাদবধ নামধেয় সর্গের পর 'শক্তিনির্ভেদা' 'প্রেতপুরী' ও 'সংক্রিয়া' নামধেয় সর্গত্রয়ের অবতারণা

করিয়া ভয়ানক অপরাধে অপরাধী। যদি তাঁহারা এখন জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, সমালোচক আইন লঙ্ঘন করা অপরাধে তাঁহাদিগকে কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করিতেন।

বোধ করি, সমালোচক বলিতে পারেন যে, মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন-মানসে মধুসূদন শেষ সর্গত্রয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা হইলে, বর্ত্তমান কবিও সখিনা-কাসেমের স্বর্গারোহণ-দৃশ্য প্রদর্শন করিবার জন্য শেষ সর্গে হোসেন-বধের অবতারণা দ্বারা আপন পথ পরিষ্কার করিয়াছেন। আর বিশেষতঃ, যদি কাসেমবধ শেষ করিয়াই কবি কাব্যের পারসমাপ্তি করিতেন, তাহা হইলে কাসেমবধ-কাব্য স্বরূপা সুন্দরীকে উলঙ্গ অবস্থায় সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা হইত। এইরূপ করিলে গ্রন্থকারও পাঠকবর্গের (অবশ্য সমালোচকের মত বিজ্ঞ পাঠকবর্গের নহে) অভিসম্পাত হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিতে পারিতেন না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও সচরাচর এইরূপ সংঘটিত হইতে দেখা গিয়া থাকে যে, যখন কেহ কোন গল্পের অবতারণা করতঃ আপন নায়ক-নায়িকাকে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আনয়ন পূর্ব্বক গল্পের অবশিষ্টাংশ বর্ণনে বিরত হইয়া যান, তখন তাঁহার শ্রোতৃবর্গ তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিতে কখনও বিমুখ হয় না। কিন্তু সমালোচক ঈর্ষা বশতঃ এই সাধারণ নিয়মের লঙ্ঘন করতঃ সমালোচকের পথ হইতে অপসৃত হইয়া যূথভ্রষ্ট মেষের মত মাত্র এদিকে ওদিকে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছেন।

"এতদ্ভিন্ন গ্রন্থের রচনাংশে লেখক অনেক স্থানে অন্য কবির ভাবাদি অপহরণ বা অনুকরণ (যাই বলুন) করিয়াছেন।" এই বাক্যদ্বারা সমালোচক কি প্রতিপন্ন করিতে বাসনা করেন? তিনি কি মনে করেন যে, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তিগণ করিয়া গিয়াছেন, আমাদের তাহার অনুসরণ করিতে নাই? যদি তাহাই সমালোচকের মনোভাব হইয়া থাকে, তাহা

হইলে তিনি বড়ই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কারণ, তাহা হইলে, পূর্ব্ববর্ত্তিগণ শরীর রক্ষার জন্য অন্ন গ্রহণ, লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র পরিধান করিতেন। সুতরাং আমাদিগকে তাহা করিতে নাই; যদি করি, তাহা হইলে, সমালোচকের আইনানুসারে আমাদিগকে ফৌজদারী কোর্টে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। কেবল খাওয়া-পরা কেন, আমরা যে কোন কাজই করি না কেন, তাহাতেই তাহার বিকৃত মস্তিষ্কপ্রসূত আইনানুসারে আমরা চুরির অপরাধে অপরাধী। এখন জিজ্ঞাসা করি, সমালোচক মহাশয় পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের ভাবাদি বিবর্জ্জিত দুই একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন কি? না কেবল অন্যের পুস্তকের সমালোচনা বা দোষ ধরা বিদ্যাটুকু মাত্র শিখিয়াছেন।

বলি, মহাশয়ের বিদ্যার ভাণ্ডার কি একজন গ্রন্থকারের গ্রন্থভাণ্ডারেই নিহিত? খুব সম্ভব তাহাই হইবে। তাহা না হইলে অন্যের ভাবাদির অনুকরণকে অপহরণ বলিবেন কেন? পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারদিগের ভাবাদি অনুকরণ পরবর্ত্তী গ্রন্থকারদিগকে করিতে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের সেক্সপিয়র হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গের মধুসূদন, হেমচন্দ্র পর্য্যন্ত সমস্তকবিকুলই পূর্ববর্ত্তী গ্রন্থকারদিগের লেখা হইতে কিছু না কিছু ভাবের অনুকরণ (অথবা সমালোচকের মতে অপহরণ) করিয়াছেন; কিন্তু তজ্জন্য আজ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহাদিগকে 'সাহিত্যাপহারক' বলিয়া আখ্যাত করেন নাই। কিন্তু আজ কিনা সমালোচক নির্লজ্জের মত এই কবি শিরোমণিদিগকেও এই গরিব কবির সহিত সাহিত্য-চোরের দলভুক্ত করিয়া দিলেন! ধন্য সাহস! ধন্য বিদ্যা! বাহবা বলিহারি যাই! সত্য বটে, এই গ্রন্থ রচনাকালে কবি কোন কোন মহাকবির কাব্যোদ্যান হইতে দুই একটী পুষ্প চয়ন করিয়াছেন; কিন্তু ইহাতেও তাঁহার বাহাদুরী আছে, সেই সমস্ত চয়িত পুষ্পরাজি যেরূপ সৌসাদৃশ্যের

সহিত আপন উদ্যানজাত পুষ্পের মালায় গ্রথিত করিয়াছেন, খুব কম লোক দ্বারাই তাহা সম্ভবে। 'হেমাঙ্গিনী সঙ্গিনীর' মধুপূর্ণ ভাব লইয়া বিদ্রূপ করিবার পূর্ব্বে যদি একটু কষ্টস্বীকার করতঃ মেঘনাদবধ-কাব্যের প্রথম পৃষ্ঠাটী দেখিয়া লইতেন, তাহা হইলে সমালোচক দেখিতে পাইতেন যে. কেবলমাত্র বর্ত্তমান কবিই 'হেমাঙ্গিনী সঙ্গিনী সহ' চিত্ত-ফুলবন মধু ল'য়ে মধুচক্র রচনা করিতে প্রয়াস পান নাই; তাঁহার পূর্ব্বেও অন্যান্য কবি এরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

ব্যাকরণ ও idiom এর প্রতি গ্রন্থকারের 'বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনে' স্তম্ভিত ও ভীত হওতঃ সমালোচক সর্ব্বশেষে পাড়াগেয়ে স্কুলের গুরু * মহাশয়ের

---

* আনওয়ারা এম্, ই স্কুলের তৎকালীন শিক্ষক মুন্সী আবদুল করিমই এই সমালোচক। তিনি প্রতিকূল সমালোচনা প্রকাশ করিয়া বৃক্ষের মূল কাটিয়া আগায় জল ঢালন-মানসে গ্রন্থকারের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ এস্থানে উদ্ধৃত হইল। ইহা পাঠে নিরপেক্ষ সমালোচক মাত্রেই দেখিতে পাইবেন যে, তিনি নিজেই অবগত ছিলেন যে, তিনি ইচ্ছা করিয়া অন্যায় পূর্ব্বক গ্রন্থকারের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন; এবং পরিণামে সেজন্য তাহার বিবেক তাঁহাকে বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতেছিল। "আমার বুঝিবার দোষও হইতে পারে না, এমন নহে, আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধির লোক" উত্যাদি উপরোক্ত উক্তির অনুমোদক।

* * * * *

"আপনি সমালোচনা দেখিয়া আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন কিনা বলা যায় না। আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধির লোক; আমার বুঝিবার দোষও হইতে পারে না, এমন নহে, * * * আপনি নবনূরে লেখেন না কেন? আপনার লেখা সাদরে পরিগৃহীত হইবে। আমাকে প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন।" * * * শ্রীআবদুল করিম।

মত গ্রন্থকারকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে যাইয়া আপনিই যে গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত, তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত ছাড়া ব্যাকরণে এতভক্তি আর কাহারই হইতে পারে না। যাঁহারা গুরুগিরির সীমানা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের অন্ততঃ এই জ্ঞানটুকু আছে যে, ব্যাকরণের গণ্ডুষের ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিলে কখনই ভাষার উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। তাঁহারা জানেন যে, উন্নতির সহিত কতক অনিয়ম সর্ব্বদাই শৃঙ্খলিত আছে। এই অনিয়মকে উন্নতি হইতে পৃথক করিতে গেলেই উন্নতি টুকুও পশ্চাদ্‌গামী হইয়া থাকে। তাই যাঁহারা প্রকৃত শিক্ষিত তাঁহারা ব্যাকরণের দুই একটা ভুল দেখিতে পাইলে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করেন না। আর বিশেষতঃ প্রথম সাহিত্যের সৃষ্টি ; তাহার পর ব্যাকরণ। ব্যাকরণের অনুরোধে সাহিত্যকে সংযত করিয়া রাখা, আর পরিধেয় কাপড়ের অনুরোধে সন্তানের শারীরিক উন্নতি কামনা না করা, একই বরাবর।

এমন নির্ব্বোধ পিতা বোধ হয় খুব কমই আছেন, যিনি বৎসর বৎসর কাপড় তৈয়ার করিয়া দিতে হইবে বলিয়া সন্তানের শারীরিক বৃদ্ধির কামনা না করেন।

উপসংহারে এই বলিয়া পরিসমাপ্তি করিতেছি যে, যদি সমালোচনা-ক্ষেত্রে বর্ত্তমান সমালোচকের ন্যায় আরও দুই চারি জনের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের সময় গ্রন্থকারদের কালি-কলমের অপব্যবহার না হওয়ার দরুণ দেশের অনেকটা পয়সা দেশে থাকিয়া শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইতে পারে।

মিহির ও সুধাকরে (২০শে মাঘ ১৩১২)

(মৌং) মহাম্মদ মিল্লত আলী।

——:০:——

কাসেমবধ-কাব্য -- নোয়াখালী জিলাস্কুলের শিক্ষক শ্রীআবুল্-মা-আলী মহাম্মদ হামিদ আলী-প্রণীত।

* * কিন্তু বারি বিনা শিবিরে সকলেই কষ্ট পাইতেছেন, মনে এই কথা হওয়া মাত্র জলগণ্ডুষ মুখের নিকট তুলিয়াও তাহা পান করিলেন না। ফেলিয়া দিলেন! ফলতঃ মহাপুরুষের দৌহিত্র ও মহাবীর আলীর দুই পুত্রে উচ্চ বীরত্বের ও উচ্চ ভাবের কোনই অভাব ছিল না। প্রাচীন কর্ব্বলার সেই বীরত্বের করুণরসপূর্ণ কাহিনী বঙ্গীয় মুসলমান কবি আজ বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষরছন্দে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি বাঙ্গালা ভাষার অলঙ্কার স্বরূপ হইল একথা দৃঢ় ভাবেই বলা যায়।

উপসংহারে নমুনাস্বরূপ দু একটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। উপরি উক্ত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি কোন্ কোন্ ঘটনা লক্ষ্য করিয়া লিখিত, বা কাহার উক্তি, তাহা পাঠকবর্গ এখন সহজেই বুঝিতে পারেন।

(১) দেখ সখে! এই কথা থাকে যেন মনে,
জয়নব বিহনে আমি সদা ম্রিয়মান।
রাজপুরী, রাজভোগ রাজার সম্মান,
রাজসভা, রাজসজ্জা, রাজ্যের সৌন্দর্য্য,
সকলি আমার কাছে সে রত্ন-অভাবে
আভাশূন্য শোভাশূন্য, যথা বনস্থলী
কুসুম-রতন বিনে শীত ঋতু কালে।
পাঠাও দ্বিগুণ সৈন্য কর্ব্বলা-প্রান্তরে,
দেখাইয়ে দমস্কের অতুল গৌরব,
বিরহ-রাহুরে নাশি' উদ্ধার করিতে
রাহুগ্রস্ত দমস্কের নবীন অরুণে"।

যে আজ্ঞা বলিয়ে বুধ নমিয়ে রাজনে
(নব পল্লবিত শাখা বন্দয় যেমতি
নোয়াইয়া স্বীয় শির মন্দ সমীরণে)
বাহিরিলা ধীরে ধীরে সে কক্ষ হইতে।

(২) বীরপদ-ভরে ত্রাসে কাঁপিল কর্ব্বলা।
আঁধারিল ধুলিপুঞ্জ অম্বর প্রদেশ
বাথানিল শত্রুপক্ষ নবীন যোদ্ধার
রণশিক্ষা, রণদীক্ষা, সাহস অসীম।
—বর্জ্জথের ছিন্নশির দ্বিখণ্ড হইয়ে
পড়িল ভূতলে। যথা জাঙাল ভাঙ্গিলে
বাধা-বিঘ্ন অতিক্রমি' মহা কোলাহলে
ছুটে জল মহা বেগে; কিম্বা বনবাসী
ঊর্দ্ধশ্বাসে মহাতঙ্কে পলায় চৌদিকে
ভীমাকৃতি মদকল করি-রাজে হেরে,
তেমতি দমস্কসৈন্য ছুটিল মুহূর্ত্তে
বাঁচা'তে অমূল্য প্রাণ; ভীত চিত্ত সবে
যমাকৃতি বীরর্ষভ কাসেমের ভয়ে।

(৩) অতঃপর হাহাকারি' মহা শোকাবেগে
প্রবেশিলা সে শিবিরে ইমাম হোসেন,
সহর্‌বানু, হাসনবানু পুরাঙ্গনা যত।
বিহঙ্গমদল যথা আহত শাবকে
হে'রে শোকে আর্ত্তনাদ করয় অধীর,
মহাশোকে শোকাকুল নবী-পরিজন
কাঁদিলা তেমতি সবে—করুণ বিলাপ
হইয়ে উত্থিত শূন্যে ভেদিল আকাশ।

ভাষা সম্বন্ধে বিচার করিয়া পাঠকবর্গ দেখিবেন যে বঙ্গীয় মুসলমান কবি প্রকৃতই বাঙ্গালার সুসন্তান।

এডুকেশন গেজেট (৯ই ভাদ্র ১৩১২ শাল)

কাসেমবধ-কাব্য বা সাহাদতে ইমাম কাসেম…নোয়াখালী জিলা স্কুলের সহকারী শিক্ষক, ভ্রাতৃবিলাপ-কাব্য প্রভৃতি প্রণেতা আবুল্-মা-আলী মহাম্মদ হামিদ্ আলী-প্রণীত। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত, মেটকাফপ্রেসে মুদ্রিত, ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ১০০ শত পৃষ্ঠায় ছয় সর্গে পরিসমাপ্ত। ছাপা ও কাগজ অত্যুৎকৃষ্ট, মূল্য আট আনা। এই কাব্যের বিষয় করবালার সেই ভীষণ যুদ্ধ, নবিপরিজনের সেই শোচনীয় বিষাদকাহিনী।

গ্রন্থকার ভূমিকায় বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মোসল্মানদের জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়া আবশ্যক; এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই তিনি এই কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, তিনি এই দুরূহ বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন; এইজন্য গ্রন্থকার মোসল্মান সমাজের ধন্যবাদের পাত্র। আমরা আশা করি, তিনি মোসল্মান সম্প্রদায় ও শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ হইতে সাহিত্য-সেবায় বিশেষ উৎসাহ প্রাপ্ত হইবেন। মোসল্মান পরিচালিত বিদ্যালয়-সমূহে ছাত্রদিগকে উক্ত পুস্তক প্রাইজ্ দেওয়া উচিত।

"রাঘব-বিজয়" কাব্যের সমালোচনায় "সিরাজ্-উদ্দৌলা"-প্রণেতা বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিয়াছেন;—অমর কবি মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচলিত করিয়া গেলেও বঙ্গভাষায় এই ছন্দে বিরচিত পুস্তকের প্রাচুর্য্য এখনও পরিদৃষ্ট হইতেছে না। ইহার কারণ এই যে, মাইকেলের

এই ছন্দ অনুকরণে অনেকেই সম্পূর্ণরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সেই ছন্দ-বোধ-ব্যাপার অতীব দুরূহ ও সূক্ষ্ম।" ন্যায়তঃ বলিতে গেলে, আলোচ্য গ্রন্থপ্রণেতা উপরোক্ত ছন্দ সম্বন্ধে উহার জন্মদাতার ঠিক অনুকরণই করিয়াছেন; তাঁহার ছন্দ মাইকেলের ছন্দের সহিত যথাযথ খাপ খাইয়াছে, যেন এক চুল-পরিমাণ ও বেশ-কম নাই। নমুনা দেখুন, আলী আস্‌গর বলিতেছেন ;——

... ..., মৃত্যু অনিবার্য্য
জলাভাবে—কেঁদে কেঁদে অবলার মত
শিবিরে মরিব কেন? বীরব্রতে হত
এ-তব পুত্রের তরে নাহি কর খেদ
হে পিতঃ! চরণে তব এই ভিক্ষা মম।

রাবণ বলিতেছে ;—

কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে?

পুস্তকখানাকে (আদ্যোপান্ত) বীররস ও করুণরসের উৎস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইমাম হোসেনের বিবিধ সময়ের করুণ প্রার্থনা, বিবি জয়নব ও বিবি সখিনার মর্ম্মভেদী বিলাপ, কাসেম-সখিনার বিদায় কালীন ও মৃত্যু-সময়ের আলাপ পা'ঠে এমন পাষাণ হৃদয় কে আছে, যে অশ্রু সম্বরণে সক্ষম হয়?

মহাত্মা হোসেন বলিতেছেন ;———

(ক) বিধাতঃ! এ বিশ্ব-সৃষ্টি তব মায়াজাল
তুমি মতি, তুমি গতি, তুমি রক্ষাকর্ত্তা।
তুমি গড়, তুমি ভাঙ্গ—তরাও সকলে
বিপদে। কে আছে বিভো, বিপদ-নাশন?

*   *   *   *   *

ব্যাধ-শরাহত শিশু লইয়ে যেমতি
কুরঙ্গ-কুরঙ্গী কাঁদে, তেমতি মোদেরে
কাঁদাইলে ;— *   *   *
সমূলে নির্ব্বংশ করা নবি-বংশ ভবে
যদি অভিপ্রায় তব,—ছিল না উপায়
অন্য কোন,—সাধিবারে এ হেন উদ্দেশ্য ?
দুর্ব্বল মানব পারে সহ্য করিবারে,
হেন কষ্ট, হেন শোক, দৃশ্য ভয়ঙ্কর ?

(খ) দয়াময় ! কৃপা-চক্ষে নিরখ বারেক
মম পরিজন প্রতি ; হইল পূরণ
নির্ব্বন্ধ তোমার বিভো ! অলঙ্ঘ্য সতত ;
সম্মান-সম্ভ্রম-রক্ষা-ভার সমর্পণ
তোমারে করিয়ে আজ চলিছি সমরে।
দয়ার উদ্রেক হয় পাষাণ হৃদয়ে
তোমার ইচ্ছায়. তাই শত্রুর অন্তরে
করুণা সঞ্চার হ'বে তব আনুকুল্যে,
—প্রদর্শিবে যথোচিত সম্মান-সম্ভ্রম,
মম পরিজন প্রতি, নহে অসম্ভব।
কে মারে রক্ষিলে তুমি, বিশ্বের রক্ষণ !

ফলতঃ ইন্দ্রজিত রুদ্রপীড়, অভিমন্যু প্রভৃতির চিত্রে যাহা উৎকৃষ্ট ও উজ্জ্বল ; কাসেম-চিত্রে তাহার সমষ্টি পরিস্ফুট। আবার প্রমীলা, ইন্দুবালা, উত্তরা প্রভৃতির চিত্রে যাহা নাই, তাহা সখিনা-চিত্রে প্রকাশিত।

পাঠক বিচার করিয়া দেখুন, সম অবস্থায় ও সম Occassion এ ইহাদের কে কি বলিতেছে ;—

(ক) * * *,—কোথা, প্রাণসখে !
রাখি' এ-দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি ?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী ? হায়, নাথ, গহন কাননে
* * * * * *
* * তবে কেন গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করী আজি ? * *

মাইকেলের প্রমীলা।

যাবে নাথ ? যাবে, কি হে, ছিঁড়িয়া এ-লতা ?
* * * * *
যাবে যদি, নাশ অগ্রে এই লতাকুল
নাশ পরে এ দাসীরে, জীবন নাশিতে
নাহিত তোমার মায়া, বীর তুমি নাথ !
পাতিয়া দিলাম বক্ষ, হান এ হৃদয়ে
সে রক্তপিপাসু অসি ; রণে যাও বীর !

হেমচন্দ্রের ইন্দুবালা।

না, না, নাথ ! আজি রণে যাইতে কখন
দিবে না উত্তরা তার থাকিতে জীবন

যাবে যদি, ওই বর্ষা
হান উত্তরার বক্ষে।

পড়িবে উত্তরা তব চুম্বিয়া চরণ
লঙ্ঘি' মৃত দেহ তার করিও গমন।

নবীন চন্দ্রের উত্তরা।

এ হেন সময়ে যদি হই পরাজিত
পবিত্র প্রণয় কাছে ;—না হই সক্ষম
আত্মসংযমনে ওহে বীরকুলর্ষভ,
অযোগ্যা বণিতা তব বলিবে জগত
সখিনায়।—চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-উপগ্রহ
দেখুক অপূর্ব্ব ভাব মুখে সখিনার ;
শুনুক অপূর্ব্ব কথা অপূর্ব্ব সময়ে।
—যাওহে বীরেন্দ্র শীঘ্র ; আক্রম শৃগালে
উদ্ধার ফোরাতকূল, কর শীতলিত
পিপাসা-বিদগ্ধ প্রাণে প্রাণি-সমূহের।
স্বীয় স্বার্থ উৎসর্গিয়ে পরের কল্যাণে
বিদায়িল ফুল্ল চিত্তে সখিনা কাসেমে।

হামিদ আলির সখিনা।

(খ) প্রমীলা তোমার দাসী নগেন্দ্র নন্দিনি !
সাধে তোমা, কৃপাদৃষ্টি কর লঙ্কা পানে,
* * * *
অভেদ্য কবচরূপে আবর শূরেরে।

মাইকেলের প্রমীলা।

জীবন-যৌবন, মান-সম্ভ্রম রক্ষার
ভার সমর্পিলা যাঁরে আজ দয়াময়,
দেখিও অকালে যেন সর্ব্বহন্তা কাল
তাঁহারে না করে গ্রাস * *
* * * *
জীবন-সর্ব্বস্ব ধন তোমার চরণে

করিলাম সমর্পণ এ ঘোর বিপদে,

হে ত্রিদিব অধিপতে ?—হইনু নিশ্চিন্ত।

হামিদ আলীর সখিনা।

পাঠক! দেখিলেন, জগত-পূজ্য ইমাম-দুহিতা সখিনার মানসম্ভ্রমের দিকে কতদূর লক্ষ্য। বিপদে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া তিনি তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়ধন, ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া—তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিত হইলেন। ভগবানে তাঁহার কি প্রগাঢ় ভক্তি ও অটল বিশ্বাস! কবি সখিনা-চিত্র কি তুলিকা দ্বারা চিত্রিত করিয়াছেন আরও একটু দেখুন ;—

শান্তিবায়ু বহিবে এ কাল সমরের

হ'বে অবসান ; আহা কামিনীকুলের

শুনিব না সকরুণ ক্রন্দন, বিলাপ।

(মানুষ মানুষ প্রতি এ হেন নির্দ্দয়!

—কুণ্ঠিত স্বার্থান্ধ হ'য়ে জলবিন্দু দানে!

অস্ত্রাঘাতে বধিতেছে তৃষ্ণাতুর জীবে।)

সংসার-কুটিলতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা বালিকা পর-দুঃখে কি প্রকার বিগলিত হইয়াছেন! পাঠক সখিনার মর্ম্মভেদী বিলাপ হইতে কয়েকটী লাইন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, তিনি কি বলিয়া অন্তিমে ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিলেন, যাহার কল্যাণে সতী-সাধ্বী মুহূর্ত্তে অনন্তধামে প্রাণপতির সহিত মিলিত হইলেন ;—

—নাথ, প্রাণেশ্বর! ফাঁকি দিলে কি সত্যই

অধীনীরে চির-তরে ? কিন্তু না পারিবে—

*   *   *   *   *   *

তুমি যথা দাসী তথা স্বরগে, নরকে,

আকাশে, পাতালে কিম্বা অতল সাগরে
চন্দ্রসূর্য্য, গ্রহ, তারা জীব-প্রাণী যত
"সখিনা-কাসেমময়," দেখিবে, ঘোষিবে
অনন্ত কালের তরে সন্তপ্ত হৃদয়ে।
* * * * *
কায়মনে যদি দাসী বেসে থাকে ভাল
কাসেমে বিশুদ্ধ চিত্তে, সতীত্ব-মাহাত্ম্য
থাকে যদি এ জগতে, সুপবিত্রকুলে
যদি জনমিয়া থাকি, সে মহাকুলের
সতীকুল-মান রক্ষা যদি অভিপ্রেত,
ক'রে থাকি ভক্তিপূর্ণ হৃদে উপাসনা,
জীবনে সঞ্চিয়া থাকি যদি পুণ্য কিছু
তবে ওহে লীলাময়! আত্মায় দাসীর
লয়ে যাও যেই স্থানে প্রাণকান্ত মম
লভিছে স্বর্গের সুখ, জুড়াইছে জ্বালা
হিংসা-দ্বেষ, ভালবাসা, প্রণয়, প্রেমের
সাঙ্গ কর এ মুহূর্ত্তে ভবলীলা মম।

পিপাসা-কাতর বীরকেশরী মহাত্মা হোসেন ফোরাতকূল শত্রু শূন্য করিয়া তৃষ্ণা নিবারণার্থে নদীতে নামিয়া হস্তে জল লইলে পর তাঁহার স্মরণ হইল, সৈন্যগণ জলের জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে এবং শিবিরস্থিত পরিজনেরা জলাভাবে হাহাকার করিতেছে;—অমনি তিনি তাহা নিক্ষেপ করিলেন। ইহা হইতে উচ্চভাব, স্বার্থত্যাগ ও উচ্চ আদর্শের চিত্র আর কি হইতে পারে? নমুনা দেখুন;—

হস্তস্থিত স্বচ্ছ জল-দর্পণে এ সব
হেরিলা স্পষ্ট ভাবে, কহিলা কাঁদিয়া;—

আহা এই জল তরে কি যন্ত্রণা ভোগ
*   *   *   *   *
ধিক মোরে, এই জলে, ধিক্ পিপাসায়
করিব তাদের অগ্রে আমি জলপান?

মহাত্মা হোসেন কি প্রকার সহিষ্ণুতা ও গাম্ভীর্য্য সহকারে নব-দম্পতিকে অমূল্য উপদেশ প্রদানে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, তাহা দেখুন ;—

কিন্তু, শুন, এ কারণে হ'বে না তোমরা
মনঃক্ষুণ্ণ ! জগদীশ সকল সময়ে
পাইবারে মানবের যোগ্য ধন্যবাদ
—শিক্ষিত তোমরা, বৎসে ! অতীব সুবোধ
প্রয়োজন উপদেশ ? ভবিষ্যে বিধাতা
মঙ্গল করুণ এই আশীর্ব্বাদ মম।

কাব্যের কোন অংশ বাদ দিয়া কোন অংশ দেখাইব ? স্থূলকথা এই যে, বর্ণিত বিষয়ের পবিত্রতায় ও উৎকৃষ্টতায় কবিত্বের উচ্ছ্বাসে, ছন্দের পারিপাট্যে ও ভাষার লালিত্বে, বর্ণনার মাধুর্য্যে উপমার উৎকর্ষে, উক্তির কোমলতায় বঙ্গভাষায় ইহা একখানা অদ্বিতীয় কাব্য ; এই কথা দৃঢ়তা সহকারেই বলা যাইতে পারে। বঙ্গভাষা-সুন্দরী-কণ্ঠে গ্রন্থকাব একখানা অমূল্য অলঙ্কার পরাইয়া দিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছেন ; মুসলমান কবির কোন কাব্যই ইহার সমকক্ষতায় সক্ষম নহে ; বরং আলোচ্য কাব্যের কবি উচ্চদরের হিন্দু কবিদের সহিত সাহিত্য-মন্দিরে আসন পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য।

Proof সংশোধন-ত্রুটীতে যে সকল খুটিনাটী পরিলক্ষিত হইতেছে, আমরা আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা বিদূরিত হইবে।

মোস্লেম সুহৃদ, ২য় বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৪ সাল।

কবিকুল চূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু * নবীনচন্দ্র সেন মহোদয়ের মন্তব্য :—

Chittagong, 20.11.08.

My dear moulvi,

*   *   *   *   *

আপনার রচিত কবিতাকুঞ্জ ও কাসেমবধ-কাব্য আমি রোগ-শয্যায় পড়িয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম, এবং আমাকে গৌরবান্বিত মনে করিলাম। বঙ্গদেশ উভয় হিন্দু-মুসলমানের দেশ এবং বঙ্গ ভাষা উভয়ের মাতৃভাষা। অতএব কতিপয় মুসলমান ভ্রাতারা বঙ্গভাষার অনুশীলন করিয়া বঙ্গসাহিত্যেরও বঙ্গদেশের অশেষ উপকার করিতেছেন। সমস্ত দেশ তাঁহাদের কাছে ঋণী। তাঁহাদের এই নিস্বার্থ মাতৃভক্তি আমি অন্ধকার আকাশে শশাঙ্ক রেখার মত মনে করি। আমার পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা এই যে, তাঁহাদের দুইজন আমার মত চট্টগ্রামবাসী, এবং এক জন গদ্য রচনায়,অন্য জন (আপনি) কবিতা রচনায় এতাদৃশ প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেছেন। চট্টগ্রাম বহুপ্রাচীন মুসলমান কবির লীলাকুঞ্জ, আপনি তাঁহাদের অযোগ্য উত্তরাধিকারী নহেন। আপনার রচনা প্রাঞ্জল ও প্রাণস্পর্শী। তাহার মাধুর্য্য 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে।' নূতন লেখকের যেমন হইয়া থাকে, যদিও স্থানে স্থানে ছন্দপতনে ও শব্দবিন্যাসে কিঞ্চিৎ অসাবধানতা দৃষ্ট হয়, তথাপি ভাষা সুন্দর ও সুমধুর। আশা করি, আপনি অনুশীলনের দ্বারা সময়ে বঙ্গদেশের একজন প্রথম শ্রেণীর কবি হইবেন। রোগ যন্ত্রণায় আর লিখিতে পারিতেছি না।

(Sd.) শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

---

* The learned poet further remarks thus ;—

"I do not think, I have been able to do full Justice to your books."

বিজ্ঞাপন।

কবিবর শ্রীযুক্ত মৌলবী এ, এম্, এম্, হামিদ আলী-প্রণীত
পুস্তকাবলী নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার
নিকট প্রাপ্তব্য।

১। Students' hand Book of Persian Language. ।০

২। কাসেম-বধ-কাব্য। (কাপড়ের বাঁধাই) ... ॥৵০

(প্রাইজ্ ও লাইব্রেরীর জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত।)

৩। ভ্রাতৃবিলাপ-কাব্য। ৶০

৪। জয়নলোদ্ধার-কাব্য। (কাপড়ের বাঁধাই) ... ॥৵০

ঐ ঐ (কাগজের মলাট) ... ॥০

(প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত।)

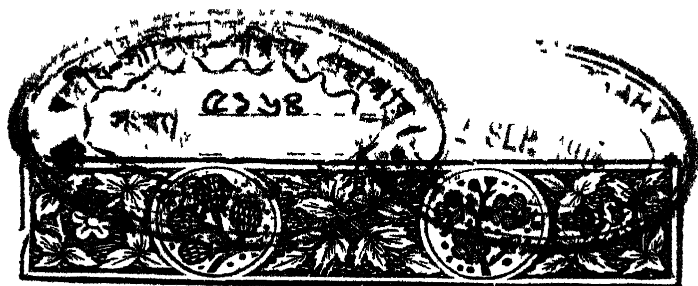
৫। কবিতাকুঞ্জ ... ... ।৵০

৬। সোহ্‌রাব্-বধ-কাব্য। (কাপড়েব বাধাই) ... ১।০

ঐ ঐ (কাগজের মলাট) ... ১৲

শ্রীআবু-নচর মহাম্মদ কমালদ্দিন হায়দর C/o মৌলবী এ, এম্, এম্ হামিদআলী, গ্রাম সুলতানপুর, পোঃ আঃ জানালীহাট ; *Via* রাউজান, চট্টগ্রাম।

N. B. বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী, পুস্তকাগার ও মহিলাদের জন্য সকল পুস্তকই (কাপড়ের বাঁধাই ছাড়া) অর্দ্ধ মূল্য।



কাসেম-বধ-কাব্য

বা

শাহাদতে ইমাম কাসেম। (আঃ)

প্রথম সর্গ।

গ্রীষ্ম ঋতু সমাগত,—প্রখর কিরণে
প্রভাকর সারাদিন তাপিল মহীরে।
—দগ্ধিল অপূর্ব্ব বিশ্ব-সৃষ্টি সুকোমল।
স্বকৃত দোষের তরে পবে অনুতাপি'
সলজ্জ মলিন মুখে, দুঃখিত হৃদয়ে,
লুকা'ল সুন্দর দেহ পশ্চিম গগনে।

অপ্রতিভ হেরে হেন নায়ক প্রবরে,
দুঃখিত অন্তরে শীঘ্র মুদিল নয়ন,
সুনির্ম্মল জলে পদ্ম, স্থলে সূর্য্যমুখী ;
—দোঁহে সমপ্রেম্মাকাঙ্ক্ষী, দোঁহে সমদুঃখী।
দুঃখিতা দোঁহার দুঃখে প্রফুল্ল কৌমুদী,
স্নেহ-আলিঙ্গন দিল প্রকৃতি বালায়
বিমল সুষমা দানে ;—কাতর সতত
পরদুঃখে, পরশোকে, পরের বিষাদে।
হেমাঙ্গি সঙ্গিনি ! অয়ি ! মধুর কল্পনে !
মধুর ভাবেতে এস মধুরতাসনে,
মধুময় কর মম হৃদয়-কমলে ;
গড় মধুচক্র তথা মধুপূর্ণ ভাবে ;
বিতরণ কর মধু বঙ্গের পাঠকে
মধুর লিখনী-হস্তে মধুময় ভাষে।
এস অয়ি মধুময়ি !—কি ব'লে সম্বোধি ?
না জানি ভকতি-স্তুতি, না জানি মিনতি।
না হই মধুরভাষী, মধু-ব্যবসায়ী।
বরণ করেছি মাত্র সখিত্বে তোমায় ;
খেলেছি মধুর খেলা তোমার সহিত
ক্ষণকাল তরে সুখে ; জাননা কি তুমি,

সাহিত্যের সুমধুর রঙ্গমঞ্চে পুনঃ
কি মধুর অভিনয় করিবারে চাহি ?
মুখ ফু'টে শিশু কথা যদিও না পারে
কহিতে মায়ের কাণে বাক্যে মধুময়,
তবুও জননী কি গো না পারে বুঝিতে,
মধুমাখা মুখে ভাষে কি মধুর ভাব ?
তাই বলি, প্রিয় সখি ! চল মোরা যাই
কর্ব্বলা প্রান্তর মাঝে ফোরাতের কূলে,
নবীবংশ-কুলবালা-হৃদি-জ্বালা দেখি,
জুড়াই হৃদয়-জ্বালা হেরিয়ে সে জ্বালা
ক্ষণ তরে ;—গাই সুখে নূতন সঙ্গীত
নবতানে, নবরাগে, নবীন স্বরেতে ;
পিঞ্জরে বিহঙ্গ যথা ভু'লে কারা-দুঃখ
গায় সুললিততানে সঙ্গীত মধুর।
রজত-আসনে শোভে এজিদ নৃমণি
দমস্কের রাজরূপে রাজ-অন্তঃপুরে।
নানাবিধ সাজ, সজ্জা নয়নরঞ্জন
মনোহর, মনোরম, কক্ষ সুসজ্জিত
নৃপবর এজিদের অতুল গৌরব
ঘোষিছে নীরবে সদা নীরবতা সনে।

সুবর্ণ প্রাচীরে কত রতন খচিত
অতীত, প্রবল, অতি নৃপতি মূরতি
সুন্দর,—সুন্দর ভাবে মোহান্ধ এজিদে
বলিছে সতত ;—এই পার্থিব গৌরব
পরাক্রম, বাহুবল, সম্পদ, বিভব
কিছু নয়, মোহময় সব ক্ষণস্থায়ী ;
রমণীযৌবন যথা ;—জলবিম্বপ্রায়।
নীরব, নিস্তব্ধ সবে নিদ্রার ক্রোড়েতে
ঘুমা'য়ে ভুলে'ছে সুখ-দুঃখ জগতের
ক্ষণ তরে ; যথা শিশু ছে'ড়ে ধূলাখেলা
ঘুমায় জননী-কোলে সুখে-স্বচ্ছন্দেতে।
বিরহ-অনলে-দগ্ধ প্রাণ কিন্তু এক
জ্বলিতেছে মুহুর্মুহুঃ স্মৃতিবায়ু-বেগে,
দহ্যমান গৃহ যথা মন্দ সমীরণে।
সুকোমল শয্যা তাই পৃষ্ঠে এজিদের
বিঁধিতেছে শেলসম,—অধীর সতত।
বিরহ, বিচ্ছেদ-রাজ্যে নাহি অধিকার,
আধিপত্য কোন কালে বিশ্রাম, নিদ্রার।
পরম হিতৈষী বন্ধু অমূল্য রতন
মন্ত্রিবর মরোয়ান সুহৃদের মত

সঙ্গ-ছাড়া হয় নাই বিপন্ন প্রভুর,
—প্রভুভক্ত ভৃত্য রূপে আছে দাঁড়াইয়া।
প্লাবন-পীড়নে নদ হইয়ে কাতর
হ্রাসয় পীড়ন-কষ্ট ঢালিয়ে প্রবাহ
দুই কূলে ; দগ্ধ প্রাণ প্রকাশে তেমতি
আপন হৃদয়-জ্বালা সুহৃদ-সকাশে
লাঘব মানসে। তেঁই ভেঙ্গে নীরবতা
কহিলা এজিদ অতি বিজড়িত স্বরে
সম্বোধিয়ে সচিবেরে ,—"হায় কি কুক্ষণে
হেরেছিনু অপরূপ সে রূপমাধুরী
আভাময়, জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণচন্দ্র যথা
—সেই কর্ণভূষণের মনোহর দোলা,
যে দোলনে দুলিতেছে এখনো সবেগে
আমা হেন সম্রাটের মস্তক সতত ;
আবর্ত্তে ঘোরয় যথা স্রোতস্বতীজল :
সে দিন হইবে কবে, যে দিন হেরিয়ে
পুনঃ সেই দোলা আমি জুড়া'ব নয়ন ?
স্বার্থ-প্রসবিনী আশা ভাসা'য়ে আমায়
ঘটনা-স্রোতের সনে কোথা নিক্ষেপিবে,
পারি না বলিতে সখে ! লভিব কি আমি

জয়নব্-রতনে (আহা অমূল্য জগতে,
লোভনীয়া, বাঞ্ছনীয়া অতুলিতা ভবে)
বিনাশিয়ে কাল-সর্পে শাবক সহিতে ?
সবে মাত্র বীরসিংহে অতীব কৌশলে
ধরাশায়ী করিয়াছি তব বুদ্ধিবলে।
যা'রা আছে, তা'রা কেহ নহে কোন অংশে
(বীরত্ব প্রকাশে, কিংবা শত্রু বিনাশনে)
হেয়, তুচ্ছনীয়, অজ্ঞ তাহার তুলনে।
অতএব, মন্ত্রিবর ! আমার এ আশা
দুরাশা নিশ্চয়, কভু নারিব লভিতে
জয়নব্-রতনে, ইহা জানিও নিশ্চয় ;
আশার ছলনে আমি ভুলেছি মন্ত্রিন্ !
তৃষ্ণাতুর মরুভূমে মরীচিকাচ্ছলে
ভুলে যথা। মরোয়ান ! তুমি হে আমার
বিপদে সুহৃদ প্রিয় ; পরামর্শ কালে
সুদক্ষ চতুর বুধ ; স্নেহময়ী মাতা
আদরে, যতনে, স্নেহে ; সেবা-শুশ্রূষায়
পতিব্রতা সতী নারী ; সান্ত্বনার কালে
সহোদরা সম তুমি ;—ডান হস্ত মম।
বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, জ্ঞান, সাহস, বিক্রম

তুমিই আমার। বল, কবে উপশম
হইবে এ যন্ত্রণার ; লভিব কখন
জয়নব্-রতনে—বল, বল হে মন্ত্রিন্!"
মৃদুস্বরে উত্তরিয়ে অমাত্য চতুর
সচিব-যুক্তিতে দিলা সান্ত্বনা প্রভুরে ;—
"নিবেদিবে কি হে নৃপ, তোমার চরণে
এ অধম দাস ? তুমি বিজ্ঞতম অতি ;
সুশোভিত, সুসজ্জিত জ্ঞানকুসুমের
মহামূল্য মাল্যে ; প্রভো! কি না তুমি জান ?
দমস্কের সিংহাসন গৌরব-অন্বিত
তব পদার্পণে তথা। আনন্দে মেতেছে
ধনী, দুঃখী, রোগী, শোকী প্রজাবর্গ যত
সৌভাগ্য-গগণ-পট-উদয়-অচলে
হেরে তোমা হেন রবি উদিত সতেজে।
বিরহ, বিচ্ছেদ, শোক, দুঃখ আঁধারের
পরে, সদা দেখা দেয় এ ভব মণ্ডলে
মিলন, আহ্লাদ, সুখ, উজল আলোক।
প্রতি কাজে শুভ চিহ্ন আছে সুনিশ্চয়।
দয়াময় বিশ্ব-পিতা ধবল উষায়
প্রেরণ করয় পূর্ব্বে অরুণোদয়ের

জগদুদ্ধারের শুভ চিহ্নের স্বরূপে
রজনী তিমির হ'তে। মনোরথ তব
পূর্ণ হইবার চিহ্ন অতি পরিস্ফুট।
—ওই দেখ কুফাধিপ জেয়াদ শঠের
অতি ভক্তি প্রদর্শনে ইমাম হোসেন
ভুলিয়াছে,—আসিয়াছে কর্ব্বলা মরুতে।
অতএব, এ সময় তাঁহার পতন
সুনিশ্চয় জানিবেন, ওহে মহীপাল!
কেন না, যেখানে 'অতি' তথা অধোগতি।
যে ঔষধে মহারোগ হয় দূরীভূত,
করিলে সেবন তায় পরিমাণে 'অতি',
প্রাণ-পাখী উ'ড়ে যায় তাহারি প্রভাবে
শরীর-পিঞ্জর হ'তে। রাজত্ব, প্রণয়,
ধন, নারী এ সংসারে অতীব ভীষণ।
এর অনুরোধে নর না পারে করিতে
(এর জন্য আমরাও কি না করিয়াছি?
—জোব্‌বারের সুকোমল হৃদয়ে আঘাত।
—অকালে প্রণয়-তরু-মূলেতে কুঠার?
চিরানন্দ হাসনেরে বিষদানে বধ।
এ হেন পাপের কর্ম্ম, শুন হে নৃমণি!

চক্ষু-রত্ন থাকিতেও কোন মন্ত্র-মোহে
মোহান্ধ হইয়ে প্রভো ! করিলাম ; পুনঃ
ভবিষ্যে সঙ্কল্প কিবা স্মর মনে মনে ?)
নাহি হেন কোন কর্ম্ম। যত অঘটন
ঘটিয়াছে ধরাতলে, তাহার কারণ
করি যদি অন্বেষণ, পাইব নিশ্চয়
(অতীতের ইতিহাস নিরখ খুলিয়ে)
এর কোনটিরে তথা। হেন রাজত্বেরে
আমাদের পরামর্শে আব্‌দুল্লা জেয়াদ
(ভণ্ডামীর সাজে সে'জে পরম ধার্ম্মিক)
জলাঞ্জলি দিয়ে চাহে প্রদান করিতে
ইমাম হোসেনে, অতি ভক্তি প্রদর্শিয়ে।
বিজ্ঞজন ভুলে কভু অতীব ভক্তিতে ?
"অতি ভক্তি চোরচিহ্ন" জগতে বিদিত।
স্বার্থ-দাস মানব কি পারে তেয়াগিতে
আপন স্বার্থেরে ? আহা ! হয় সুনিশ্চয়
(বিধির বিধানকাছে ; —অলঙ্ঘ্য সতত।)
চক্ষু থাকিতেও অন্ধ মোহান্ধ মানব।
নবীবংশ চিরকাল বিদিত জগতে
বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, অতি ভাগ্যবান্।

তাই হেন নীতি-বিদ্, ইমাম হোসেন
ভুলেছে যখন চক্রে কুফা-অধিপের,
তবে তিনি হে রাজন্! অন্ধ সুনিশ্চয়
ঈশ্বর আজ্ঞায়। তব হৃদয়-ঈশ্বরী
হৃদয় রঞ্জন (প্রভো!) নয়ন রঞ্জন
করিবে অতীব শীঘ্র ;—নিবেদন মম।"
নীরবে শুনিলা রাজা প্রিয় সুহৃদের
আশান্বিত বাক্য যত। কতক্ষণ পরে
ছেড়ে এক দীর্ঘশ্বাস কহিতে লাগিলা ;—
"মরোয়ান! শুভক্ষণে তোমাকেই আমি
পাইয়াছি সখারূপে। যবে আলোচনা
করি মনে মনে তব সান্ত্বনা-বাক্যের,
এ আঁধার হৃদে ক্ষীণ আশার আলোক
যদিও দেখিতে পাই, তথাচ নিশ্চয়
পারিনা বলিতে বন্ধো! ভাগ্যবৃক্ষে মম
ফলিবে সে সুখময় মনোবাঞ্ছা-ফল!
কেন না, যুদ্ধের ফল গর্ভে ভবিষ্যের ;
ভাগ্যলক্ষ্মী জয়-মাল্য গলায় কাহার
করিবে প্রদান, তাহা বলা নাহি যায়।
স্মরিতে কি নাহি পার শোচনীয় ভাবে

পরাজয় মদিনায় মোদের সৈন্যের ?
বিশেষতঃ কালসর্প দুরন্ত দংশক
স্বভাবতঃ নম্র শির যদিও সতত,
পেয়ে তাড়া, কিন্তু যবে, মহা ক্রোধভরে
ঊর্দ্ধফণা বিস্তারিয়ে তাড়ায় তাড়কে,
সে সময়ে পরিত্রাণ তার হস্ত হ'তে
হয় অসম্ভব, ইহা জানিও নিশ্চয় ।
তাই বলি, বিষ দানে যদিও হাসনে
বধ করিয়াছি মোরা অতীব কৌশলে,
কিন্তু তাঁর প্রিয়ানুজ, আত্মজ কাসেম,
অনুজ-আত্মজগণ একে একে সবে
মহা বলে বলীয়ান্ । কেন না, সিংহের
শিশু হয় সিংহ সম বীরত্ব প্রকাশে ।
এই হেতু জয়মাল্য যদি তাহাদের
গলায় শোভিত হয় দুর্ভাগ্য বশতঃ
তবে হে চতুর বুধ ! কালফণী প্রায়
সক্রোধে তাড়া'য়ে মোরে সিংহাসন হ'তে
জয়নব-লাভাশার চিরস্মরণীয়
প্রতিশোধ প্রদানিতে করিবে শৈথিল্য,
তার নিশ্চয়তা কি হে ? এ হেতু তোমায়

সতর্কে যতনে ধীর পাদ বিক্ষেপণে
চলিয়ে সাধিতে হবে শত্রুর বিনাশ।”
নতভাবে মন্ত্রিবর যুড়ি’ দুই কর
মৃদুস্বরে ভূপতিরে কহিতে লাগিলা ;—
ধন্য তব যুক্তি, ধন্য তব বুদ্ধিমত্তা,
পরিণাম চিন্তা ধন্য ;—সূক্ষ্মদর্শী তুমি !
যা কহিলে মহীপতে ! সে সব বারতা
প্রতিবাদশূন্য,—তবে শুন নিবেদন ;—
বাহু-বলে যুদ্ধ সদা জয় নাহি হয়।
বিনাশিতে অরিদল অতি আবশ্যক
উপকরণাদি যাহা, কৌশল তাহার
প্রধানাঙ্গে বিবেচিত, জান হে নৃমণি !
যে কাজ অসাধ্য সদা বীরত্ব-বিক্রমে
তাহাও সম্পন্ন হয় কৌশল-কল্যাণে।
মদমত্ত হস্তী, বন্য সিংহ নর-ত্রাস,
সুলোলুপ নর-রক্তে ভল্লুক সতত
পরাজিত সুকৌশলে ;—তারে যাদুকর
অধীনতা-শৃঙ্খলেতে করিয়ে আবদ্ধ
খেলে পোষা পাখী মত—এ হেতু এবার
অভেদ্য কৌশল আমি করেছি সতর্কে

আলম্বন। নাহি সাধ্য সে কৌশল-জাল
ভেদ ক'রে শত্রুগণ পায় পরিত্রাণ।
ঐ দেখ প্রবাহিনী ফোরাত-কূলেরে
কি কৌশল সহকারে দমস্ক-বাহিনী
করিয়াছে অবরোধ ;—অভেদ্য প্রাচীর !
যেই স্রোতস্বতী-জল পশু-পক্ষী সবে
নির্ব্বিঘ্নে করিয়া পান করিছে শীতল
স্ব স্ব পিপাসিত প্রাণে ; শত্রুগণ তাহে
কি সাধ্য লভিতে ? প্রভো ! সেনাপতিবর্গে
আদেশিয়ে সর্ব্ব-অগ্রে নদী অবরোধ
করিয়াছি, পূর্ব্বে তথা শত্রু প্রবেশের।
অতএব জলাভাবে মদিনা-অধিপ
ক'দিন যুঝিবে সঙ্গে দমস্কসৈন্যের ?
নবীবংশ মহারথী, সুপ্রসিদ্ধ বলী,
বীরেন্দ্র কেশরী সবে যদিও, তথাচ
সবংশে নির্ব্বংশ হবে কর্ব্বলা প্রান্তরে
জলাভাবে ;—নিবেদিল চরণে অধম।"
স-উৎসাহে মৃদু হাস্যে হাসিয়ে এজিদ্
সম্ভাষি' সাদরে, যত্নে কহিলা সচিবে ;—
"এস প্রিয় ! স্নেহভরে আলিঙ্গি তোমায়।

(এত বলি ! মন্ত্রি-কর করিলা মর্দ্দন।)
কি কৌশল-খেলা মরি ! খেলেছ এবার ;
ধন্য হে খেলক তুমি, ধন্য খেলা তব
ধন্য মায়াজাল তব, ধন্য চাতুরালী !
দেখ সখে ! এই কথা থাকে যেন মনে,
জয়নব্-বিহনে আমি সদা ম্রিয়মাণ।
রাজপুরী, রাজভোগ, রাজার সম্মান,
রাজসভা, রাজসজ্জা, রাজ্যের সৌন্দর্য্য,
সকলি আমার কাছে সে রত্ন-অভাবে
আভাশূন্য, শোভাশূন্য, যথা বনস্থলী
কুসুম-রতন বিনে শীত ঋতুকালে।
জয়্নবে নিরাশ হ'য়ে ত্যজিতে সংসার
জলাঞ্জলি দিতে আমি নবীন জীবনে,
নবীন যৌবনে প্রিয়, নবীন আশায়
একদা প্রস্তুত সখে ! হ'য়েছিনু দুঃখে।
একথা বিদিত তব, তাই প্রিয় বুধ !
পাঠাও দ্বিগুণ সৈন্য কর্ব্বলা প্রান্তরে,
প্রদর্শিয়ে দমস্কের অতুল গৌরব,
বিরহ-রাহুরে নাশি' উদ্ধার করিতে
রাহুগ্রস্থ দমস্কের নবীন অরুণে।"

যে আজ্ঞা বলিয়ে বুধ নমিয়ে রাজনে
(নব পল্লবিত শাখা বন্দে যেইরূপ
নোয়াইয়া স্বীয় শির মন্দ সমীরণে)
বাহিরিলা ধীরে ধীরে সে কক্ষ হইতে,
কীটদষ্ট কুসুমেরে রাখিয়ে কাননে।





দ্বিতীয় সর্গ

কর্ব্বলার সেই মহা মরু ভয়ঙ্কর
এই কিহে ? এই সেই সুপ্রসিদ্ধ স্থান ?
যেই স্থানে—কি বলিব – বলি বা কেমনে ?
—বলিতে সে শোকবার্ত্তা মোস্লেম-হৃদয়
বিষাদ-সাগরে ডুবে—কাঁদে অহরহঃ !
যেই স্থানে মদিনার যোদ্ধা শত শত
বিসর্জ্জিল আত্মপ্রাণ ইমামের তরে ;
এজিদ অবিচার-লীলাভূমি যেই স্থান
নবীবংশ-রক্তস্রোতে হইয়া রঞ্জিত
বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দর্শক নয়নে
ধরেছিল, – করেছিল রোদন নীরবে

—নবীন লেখক আজি বিষণ্ণ হৃদয়ে
সহস্র বর্ষের সেই দুঃখের কাহিনী
বর্ণিবে,—গাঁথিয়ে তাহে কাব্যরত্ন-হারে
পাঠকের গলে দিবে প্রীতি-উপহার।
স্বেচ্ছাবিহারিণী দূতি! এস সঙ্গে মম,
হইওনা ভীতা এই মরু দরশনে।
এ কি! এ কি!—ইতস্ততঃ,—কেন বা হবে না
এ যে ভয়ঙ্কর স্থান! উহু! কি ভীষণ?
ভীষণতা-তাপে এর লেখনী বিশুষ্ক।
—দর্শক-নয়নবাণ মুহূর্ত্তে নির্ব্বিঘ্নে
(যবে হেরে চারিদিক) পহুছে, দিগন্তহ
চুম্বন করিছে যথা বালুকা-প্রাচীর।
মধ্যবর্ত্তী স্থানে অতি ভীষণ প্রান্তর
ধূ ধূ করিতেছে; দেখ স্থানে স্থানে কত
বালিরাশি স্তূপাকারে ঘোষিছে সতত
হাহা-রবে ভীষণতা ভীষণ মরুর!
চারিদিকে শব্দ এক মিশে' বায়ু-সনে
ধ্বনিতেছে "হায়! হায়!" প্রকৃতি সুন্দরী
ভবিষ্য বিপদে যেন নবীর বংশের
কাঁদিতেছে বিলাপিয়ে "হায়! হায়"-রবে।

কল কল স্বরে ওই ফোরাত-প্রবাহ
তপ্ত বালি-তাপে তাপি' যেন কেঁদে কেঁদে
দ্রুতবেগে মিশিবারে অম্বুরাশি সনে
চলেছে সাগর পানে—বিরাম আগারে।
স্বভাবের সৌন্দর্য্যের যা কিছু ভূষণ,
তা' সবার প্রতিনিধি স্বরূপে হেথায়
ভূগর্ভ বালুকাময় এই স্রোতস্বতী
করে' ভেদ বক্রভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া
হইতেছে প্রবাহিত। ভাবুক-নয়ন-
আনন্দদায়ক বস্তু কিছুই না দেখি।
—নাহি সাজে মহীরাণী মনোহর সাজে
বিবিধ ভূষণে ;—নব পল্লবিত শাখা-
ভালে নাহি শোভে কভু খদ্যোতের দল
মণিময় সমুজ্জ্বল সিঁথিরূপে হেসে।
মৃগাক্ষী যুবতীদল গজেন্দ্রগমনে
স্ব স্ব প্রিয় নায়কের করপদ্ম বেঁধে
স্বমৃণালভুজে সুখে মধুর মাসেতে
নাহি চলে, শুক্লপক্ষে আকাশে যখন
বিরাজিয়ে পূর্ণচন্দ্র অত্যুজ্জ্বল ভাবে,
ধরণীর পদমূল করয় চুম্বন

বিমল কিরণ দানে। শবাহারী জীব
না বিবাদে নিশাকালে প্রতিপক্ষ সনে।
এ সংসার মায়াস্থল বড়ই ভীষণ।
ভীষণ,—ভীষণতর লীলা বিধাতার!
বিজ্ঞ হইলেও নর না পারে মুছিতে
ললাট-লিখন! আহা! ওই তথা হের
ইমাম হোসেনে ষষ্টি সহস্র সৈনিক
পুরুষ সহিতে ভুলে' কুফার সরণি
জনপ্রাণীহীন এই মাঠে উপনীত।
তাঁর সৈন্যদের মধ্যে অনেকে নির্ব্বিঘ্নে
যাইতে সক্ষম ছিল কুফা-নগরীতে।
কিন্তু হে পাঠক! মোরা অজ্ঞ, অকিঞ্চন,
ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষুদ্র জীব, ক্ষুদ্র ভাবাপন্ন।
কেমনে বুঝিব লীলা বিজ্ঞ বিধাতার?
—কি কারণে তাঁরি আজ্ঞা হোসেনে সসৈন্যে
তাড়া'য়ে এনেছে হেথা ধ্বংস করিবারে;
সাগর-তরঙ্গে যথা তাড়া'য়ে সমীর
করয় বিলীন ধীরে নির্দ্দিষ্ট স্থানেতে।
কাল-স্রোতে ভাসমান মদিনা-অধিপ
পাইলা গমনে বাধা পথে এক স্থানে

(যথা ভাসমান তৃণ তটিনী-তটেতে।)
—প্রবেশিল ভূমিগর্ভে স্বীয় অশ্বপদ।
তে কারণে অশ্ব হ'তে নেমে' চতুর্দ্দিক
নিরখিলা স্থির নেত্রে চিন্তিত হৃদয়ে।
কিছুক্ষণ পরে নৃপ সম্বোধি' সকলে
কহিলেন মিষ্টভাষে স্বরে উৎকণ্ঠিত ;—
"মম প্রিয় সহচর ! সঙ্গী জীবনের,
সৈন্যবর্গ, সৈন্যাধ্যক্ষ শুনহ তোমরা,
ভুলেছি' আমরা ; হায় এ কি মহাভুল !
এ কি ঈশ্বরের লীলা ! এ কি খেলা তাঁর ?
—কুফাপথে আসিয়াছি এই মরুভূমে।
মম অশ্ব-পদ এই হঠাত এখানে
প্রবেশে' মাটিতে বাধা গমনে মোদের
প্রদানিল কি কারণে, বুঝিছ কি তাহা ?
বিধাতার কি উদ্দেশ্য ইহাতে নিহিত ?
গূঢ়তর তত্ত্ব এর শুন তবে বলি ;—
কোন কালে মাতামহ—জীবিত যখন,
সম্বোধি' আমায় আহা ! বলেন তখন ;—
'তোমায় আজিকে ওহে নয়নের মণি,
হৃদয়ের ধন মম, আঁধারের আলো,

ভবিষ্য বিপদবার্ত্তা বলি শুন এক
ভূগর্ভেতে যেই স্থানে মৃত্তিকা রক্তিম
পাইবে দেখিতে, আর অশ্ব আরোহণে
চলিতে চলিতে পদ তোমার অশ্বের
প্রবেশিবে যেই স্থানে, সে ভীষণ স্থান
মম বংশ রক্ত-স্রোতে হইবে রঞ্জিত।
বিধির এ বিধি বৎস !—নহে লঙ্ঘনীয়।
দেখ' সে বিপদ-কালে অধীর কখন
হইও না ক্ষণ তরে ; অচল, অটল
থাকিবে সতত। সেই বিপদ-সময়ে
স্মরিবে ঈশ্বরে সদা বীরকুলোত্তম।'
"তাই, অনুমানি, এই মরু ভয়ঙ্করে
ফলিবে ভবিষ্যবাণী মহা পুরুষের।
কিন্তু ওহে বীরবৃন্দ ! মম এই বাক্যে
ধৈর্য্যচ্যুত না হইবে, ভাবী কষ্ট ভেবে।
(মদিনা-নিবাসী কবে বিমুখ দেখা'তে
ইস্‌লামের পরাক্রম, প্রচণ্ড প্রতাপ,
শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য-গুণ বিপদের কালে ?
খনন করিয়ে মাটি চল দেখি এবে,
সত্য কি বিপদজালে মোদেরে ফেলেছে

তাড়াইয়ে কালব্যাধ, যথা মৃগপালে
তাড়া'য়ে ফেলায় ফাঁদে কিরাত অজ্ঞাতে ?"
নীরবিলা মহামতি এতেক বলিয়ে।
এক তানে বীরবৃন্দ 'জয়, জয়'-নাদে
কাঁপাইয়ে নভস্থল কহিতে লাগিলা ;—
"ধর্ম্মগুরু-কন্যা, পূজ্য মহাত্মা আলীর
হৃদয়ের ধন, ওহে নয়নের তারা !
এসেছি আমরা সবে তব সঙ্গ লয়ে
সুহৃদ্, বান্ধব, প্রিয় পরিজন সহ
ছায়া-প্রায় ভ্রমিবারে বিপদে, সম্পদে
তব সাথে—তাড়াইতে দুঃখ-পঙ্গপাল
ও কোমল অঙ্গ হ'তে, স্নেহময়ী মাতা
যেরূপে তাড়ায় যত্নে হস্ত সঞ্চালনে
মশকদলেরে হ'তে দেহ প্রসূতের।
ভীরুতা, নম্রতা, রণে পশ্চাৎপদতা
জানি না আমরা কভু বিপদের কালে।
কিন্তু বিধি যদি বাম,—দুর্ব্বল আমরা
যুঝিতে সে আজ্ঞাসনে—কবে বিমুখিতে
প্রবাহে পে'রেছে কেবা নিজ ভুজবলে ?
ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে এ তুচ্ছ জীবন

বিসর্জ্জিব অকাতরে, যেমতি পতঙ্গ
নির্ব্বাণে জীবনদীপ দীপ-প্রীতি ভরে।
—আত্মবলি-দান দৃশ্য দেখা'ব জগতে।"
এত বলে' সৈন্যবৃন্দ স্ব স্ব অশ্ব হ'তে
অবতরি, সেই স্থানে, বাসস্থান তরে
শিবির নির্ম্মাণে সবে হইলা প্রবৃত্ত।
সৈনিক পুরুষ এক ইমাম-আদেশে
খনিলে ভূগর্ভ পরে মৃত্তিকা রক্তিম
পাইলা দেখিতে; তাই মদিনা-অধিপ
শিহরিলা মনে মনে—ভয়ের সঞ্চার
নির্ভয় হৃদয়ে হ'ল—বলিতে লাগিলা ;—
"হা বিধাতঃ! কি কারণে মম পরিজনে
দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ এনেছ এখানে ?
ভয়াবহ স্থান এই, শূন্য জন-প্রাণী,
না আছে সম্ভব কভু লভিবারে জল
বিন্দু পরিমাণে হায় এ হেন মরুতে।
মম সহগামী সৈন্য, জীব, জন্তু যত
অতি ক্লান্ত, শ্রান্ত সবে চলে' দিবানিশি।
জলাভাবে কি প্রকারে বাঁচিবে এসব।
তবে কি, হে দয়াময়, মৃত্যু সবাকার

নির্দ্ধারিত এই স্থানে ? না জানি, কি দোষে
দোষী এরা, দয়াময় ! তোমার সমীপে ?
আমা হেন পাপি-পাপ করেছে পরশ
তা সবারে বুঝি ওহে পাপীর আশ্রয় !”
এই রূপ স্তুতি করে’ কহিলা সম্বোধি’
ভৃত্যবর্গে ;—“যাও তবে তোমরা সকলে,
সন্ধানে প্রবৃত্ত হও পানীয় জলের ।
অবশ্য কোথাও হেথা আছে সুনিশ্চয়
বিশুদ্ধ পানীয় জল ;—জগত-নিয়ম,
তমোময় খনি-গর্ভে হীরক, কাঞ্চন
জনমে সতত ; আর গহন বিপিনে
আঁধারের পাশে শোভে সৌরকররাশি ।
তাই বলি, এইরূপ মরু ভয়ঙ্কর
রাখিয়ে আপন বক্ষে সুনির্ম্মল জল,
অপার মহিমা সেই মহিমাময়ের
ঘোষণা করিয়ে স্পষ্ট বুঝা’বে সুন্দর,
‘মরুভূমে প্রবাহিণী’—নহে আশ্চর্য্যের ।”
ইমাম-আদেশ পে’য়ে মুহূর্ত্তে চৌদিকে
ছুটিলা অনেক ব্যস্ত জল-অন্বেষণে,
খুঁজিতে লাগিলা সবে—অধীর তৃষ্ণায়—

মণিহারা ফণী যথা খোজে স্বীয় রত্নে।
ক্রীত দাস-দল এক বহুদূর স্থানে
দেখিল নিশ্চল কত মানব-মুরতি,
দাঁড়া'য়েছে সারি সারি ধীর, স্থির ভাবে।
আশার সঞ্চার আহা! নিরাশ হৃদয়ে
হইল সবার। একে সম্বোধি' অন্যেরে
কহিলা জড়িত স্বরে ;—শুন ওহে ভ্রাতঃ ;—
"ওই যে মূরতি সব দে'খিছ সম্মুখে,
নরাকারে যদি তা'রা না হয় পাষাণ,
পিপাসা-কাতর প্রাণে করিবে শীতল,
তৃষ্ণাতুর চাতকেরে যথা বারিধারা—
নতুবা দেখা'বে পথ জলের সন্ধানে।
—কেমনে বাঁচিয়া আছে বিনা জলে তা'রা ?"
এতেক বলিয়ে সবে অতি দ্রুতবেগে
চলিতে লাগিল হর্ষে, ক্ষণকাল পরে
বিমল ফোরাত-জল পাইল দেখিতে।
—দ্বিগুণ হইল তৃষ্ণা পানীয় জলের।
হঠাৎ গমনে কিন্তু বাধা প্রদানিয়ে
নরাকার মূর্ত্তি যত নিবা'ল তাদের
আশা শূন্য হৃদয়ের আশার আলোক,

(যে মুহূর্ত্তে জ্বলেছিল অতি ক্ষীণভাবে।)
—আলেয়ার আলো যথা,—উদয়ে বিলীন।
নিশ্চল মূরতি বৃন্দ ভাঙ্গিয়া জড়তা
পরিচয় প্রদানিল স্ব স্ব বাক্‌শক্তির।
—উলঙ্গিয়ে স্বীয় অসি সবে সমস্বরে
কহিল কর্কশ ভাষে ;—"শুন্ রে পথিক !
জানি মোরা কেরে তোরা, কিসের কারণে
সহ্য করে' পথ-শ্রান্তি এহেন মরুর,
কি আশার ছলে ভুলে' হেথা এসেছিস্।
কিন্তু বৃথা সেই আশা, না পূণিবে কভু,
যৌবনের আশা যথা বৃদ্ধ নায়কের।
সশরীরে যারে ফিরে' ; দ্বিরুক্তি করিলে,
ধুলায় লুণ্ঠিত হ'বে ও দেহ সুন্দর।
প্রাণ-পাখী উড়ে যাবে, যথায় পিপাসা
দ্বেষ, হিংসা পরিতাপ, আক্ষেপ, বিগ্রহ
বিলাপ, বিরহ নাই—মিলনে বিচ্ছেদ।
বল্ গিয়ে তোদের সে মদিনা-অধিপে ;—
'দমস্কের নবরাজ এজিদ-আদেশে
রক্ষিত হ'তেছে এই স্রোতস্বতী-জল।
এই যে দেখিস্ হেথা এত সৈন্য শ্রেণী.

এদের একটী মাত্র থাকিতে জীবিত,
না পারিবি লভিবারে একবিন্দু জল।
অতএব যা রে ফিরে', বল্ ইমামেরে,
তিনি যেন এসে হেথা মিশা'য়ে এ জলে
মোদের শোণিত ধারে—লোহিত বরণে
করে পান তাহে স্বীয় দেখা'য়ে বীরত্ব।
না ভাবিস্ কোন কালে জয়্‌নব্ রূপসী
জ্বালা'য়ে হৃদয় সুধু দমস্ক-রাজের
ক্ষান্ত হ'বে,—নিবাইবে অমঙ্গলারূপী
সুখের প্রদীপ সদা যাইবে যে স্থানে
(রাজপুত্র এজিদের মস্তিষ্ক বিকৃতি !
—জোর্ব্বারের শান্তিময় জীবনে অশান্তি ;
হাসনের দুরদৃষ্ট,—হলাহলে বধ।
হোসেনের এ বিপদ—ভবিষ্য সঙ্কট !)
তাহার প্রভাবে হায় ! এই মরুভূমে
কে ক'বে, কাঁদিবে কত সকরুণ স্বরে
পতিহারা বনিতা বা পুত্রহারা মাতা ?"
ভৃত্যবর্গ শুনে' এই প্রতিকূলাদেশ
বজ্রাহত ব্যক্তি প্রায় দাঁড়া'ল তথায়।
ক্ষণকাল পরে তা'রা পাইয়া চেতনা,

বৈরিবাক্য-প্রত্যুত্তরে বলিল গম্ভীর ;—
"শুন্ রে পাষাণ প্রাণ, নিলর্জ্জ কাফের !
সিংহ কি ডরায় কভু শৃগালের পালে ?
বীরকুল-চূড়ামণি, বীরেন্দ্র কেশরী
মদিনার অধিপতি এই নদীজলে
রঞ্জিবে তোদের রক্তে, এ কি অসম্ভব ?"
অতঃপর দাসবৃন্দ চলিল যে স্থানে
বিরাজিছে নরনাথ আপন শিবিরে ;
নিবেদিল করযোড়ে শুষ্ক কণ্ঠস্বরে ;—
মহাত্মন্ ! দুরবস্থা শুনুন মোদের ;—
অতি কষ্টে সুনির্ম্মল জলের সন্ধান
করিতে সক্ষম মোরা হয়েছি এক্ষণে ;
কিন্তু সেই জল নহে বাধা বিঘ্ন শূন্য।
এজিদের সৈন্যশ্রেণী ঘিরিয়াছে তাহে,—
কণ্টক গোলাপে যথা। সে সৈন্য-প্রাচীর
না ধ্বংসিলে ভুজবলে নারিব লভিতে,
বিন্দুমাত্র জল কভু সে নদী হইতে।
অপমান বাক্যবাণে বিঁধিল মোদের
পিপাসা কাতর প্রাণে ; তাড়া'ল নির্দ্দয়।"
এতেক বলিলে ভৃত্য কুফা হ'তে দূত

এসে উপনীত হ'লা ইমাম-সমীপে ;
বলিলা নিরাশ-স্বরে ;—"শুন হে নৃমণি,
কুফাধিপ জেয়াদের চক্রান্তে মোস্লেম্
বিপদ-সাগরে মগ্ন হইয়েছিলেন।
প্রাণপণে রক্ষা হেতু যুঝিয়ে, দেখা'য়ে
পরাক্রম ইস্‌লামের ; সৈন্যসহ শেষে
রণভূমে চিরতরে লভিলা বিশ্রাম।
নরাধম আবদুল্লা এজিদের সনে
ষড়যন্ত্রে হ'য়ে লিপ্ত সবংশে বধিতে
নবীবংশে, আপনারে কুফা-সিংহাসনে
করেছিল আবাহন ; (সাজিয়ে ধার্ম্মিক
ডে'কেছিল আপনাকে দিতে স্বরাজত্ব)
রক্ষা করিয়াছে বিভু আপন কৃপায়
আসন্ন বিপদ হ'তে আপনাদিগকে।
দৈবাদেশে একমাত্র আমি বেঁচে আছি
শুনা'তে এ দুঃসংবাদ রাজ-সন্নিধানে।
হায় ! হতভাগা ! আমি কেন না মরিনু
সে রণ-প্রাঙ্গণে, সুখ লভিনু স্বর্গের ?"
দূত-মুখে শুনে' এই অপ্রিয় কাহিনী,
গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলা ইমাম।

কতক্ষণ পরে এক ছে'ড়ে দীর্ঘ শ্বাস
কহিলা জড়িত কণ্ঠে ;—"রে সন্দেশবহ,
স্বপ্নসম মানি তব বিচিত্র বারতা।
—মোসে্লমের মত বীর, কি প্রকারে হত
হইলা শৃগাল-যুদ্ধে ? নাহি চাহে মন
বিশ্বাস স্থাপিতে তব এরূপ সম্বাদে।"
এতেক বলিলে আঁখি স্বর্গীয় রতন
বর্ষিল অজস্রধারে চিহ্নর স্বরূপে
পবিত্র প্রণয়, ভালবাসা বিশুদ্ধের।
সম্বরি' হৃদয়-শোক,মুছে' চক্ষুজ্বল
কহিলা মুহূর্ত্ত পরে ;—"হায় কি কুক্ষণে
জেয়াদের চক্রে ভুলে' প্রিয় সুহৃদেরে,
করিনু প্রেরণ আমি কুফা-নগরীতে।
রে দুর্ম্মতি কুফাধিপ ! অর্থ-লোভে মত্ত
হইয়ে করিলি আজি কি অধর্ম্ম কাজ ?
জলাঞ্জলি দিলি তুই ধরম-রতনে !
বিশ্বাস-ভঞ্জন-শাস্তি অবশ্য পাইবি
বিধি হস্তে ইহকালে, কিম্বা পরকালে।
হা বিধাতঃ ! শুনিবারে এই শোচনীয়
বার্ত্তা হেন প্রতিকূল সময়ে আমার
প্রস্তুত ছিলাম নাহি ; হলাহল সহ

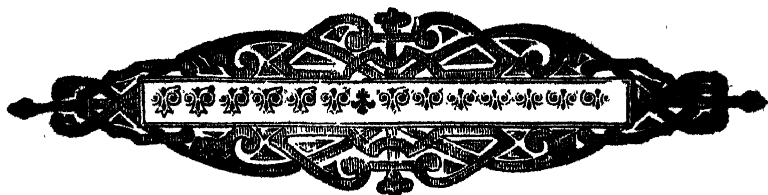
উথলিল চারিদিকে বিপদ-সাগর।
দয়াময়! তব ইচ্ছা সদা বলবতী
ভাসায়ে' দিয়াছি দেহ সে ইচ্ছা-প্রবাহে।
যাহা কর, তাহা ন্যায়, তাহাই সঙ্গত
এ দাসের পক্ষে; কিন্তু প্রিয় শিশুকুল
নির্দোষ, নিষ্পাপ সবে, বারি-বিন্দু-দানে
রক্ষ তাহাদের প্রাণ, ওহে রক্ষাকর্ত্তা।
কি বলিবে এ অধম, কিবা নিবেদিবে
তোমার চরণে বিভো! বাক্‌শক্তিহীন
জীব-মনোগত ভাব তুমি যত বুঝ,
মানব-রসনা তাহা পারে কি বর্ণিতে?
কি কাজ আমার তবে, হ'য়ে প্রতিনিধি
সে অবোধ প্রাণীদের, অভাব গোচর
তোমার চরণে করি হে অন্তর্য্যামিন্!"
এইরূপে মহামতি সকরুণ-স্বরে
করিতে আছিলা স্তুতি, হেনকালে তথা
কাঁদিয়ে সহর্‌বাণু মুকুতা-মণ্ডিত
শরীরে মুকুতাদল সৃজিয়ে সুন্দর
দুগ্ধ-পোষ্য-শিশু ল'য়ে অঙ্কে আপনার
মরাল-গমনে এসে সুমধুর স্বরে

কহিলা কাতর-কণ্ঠে ;—"ওহে হৃদয়েশ !
সুকোমল প্রাণ হেন কেমনে বাঁচবে
বিনা দুগ্ধে,—খাদ্যাভাবে শুখা'য়েছে স্তন্য ।
(জলস্পর্শ করি নাই পঞ্চ দিবানিশি ।
ভ্রান্তভাবে ঘুরি, এই মরু ভয়ঙ্করে
ক্লান্ত, শ্রান্ত সবে আজ দৈব-বিড়ম্বনে ।)
বিধাতার এ কি লীলা, কেমনে বুঝিব ?
হ'ল কি কৃপণ আজি জননীর স্তন
স্বীয় সুতে দুগ্ধ-দানে ?—বাঁচা'তে অক্ষম
অপার, অতুল স্নেহ প্রসূতিকুলের
আপন সন্তানে ? হিয়া মোর কি কঠিন ।
—কেমনে করিছে সহ্য এরূপ যন্ত্রণা ?
এহেন কোমল পুষ্প পারে কি সহিতে
অকাল নিদাঘে ?—হায় ! এর কি উপায় ?
নীরবিলা সুহৃদয়া, পিককুলেশ্বরী
নীরবে যেমতি ডেকে সরস বসন্তে
নব পল্লবিত শাখে । কহিলা ইমাম ;—
"যা কহিলে প্রিয়তমে ! সত্য সমুদয় ।
নহি উদাসীন আমি জলের উপায়ে ।
ধৈর্য্য ধর, স্মর সদা বিভু দয়াময়ে ।

পে'য়েছি সন্ধান হেথা ফোরাত-নদের ;
কিন্তু তাহে বাধা এক অতি ভয়ঙ্কর।
দাসী-সুত এজিদের সৈন্য-শ্রেণী তাহে
ঘিরিয়াছে সুকৌশলে ; বিনা যুদ্ধে জল
অসম্ভব লভিবারে। সেনাপতিবর্গে
আদেশিয়ে যাইবারে মদিনা নগরে
প্রবৃত্ত হইব যুদ্ধে,—যা থাকে কপালে।"
অতঃপর অবিলম্বে সৈন্যাধ্যক্ষগণে
"আহ্বানিলা, সম্বোধিয়া কহিলা সাদরে ;—
"কৈশোরের সঙ্গি ! মম ভক্তি-শ্রদ্ধা-যোগ্য
মহা মহারথি যত, আপনারা সবে
যান চ'লে মদিনায় ; মম ভাগ্যদোষে
সবান্ধবে এ মরুতে জলের অভাবে
মরিবেন,—নহে মোর হেন অভিপ্রায়।
যুঝিব একাকী আমি করিতে উদ্ধার
ফোরাত-জলেরে হ'তে বৈরি-অবরোধ।"
যুক্ত-করে বীরবৃন্দ বিনীত বচনে
নিবেদিলা ;—"ইতিপূর্ব্বে আমরা সকলে
বলিয়াছি স্ববক্তব্য রাজ-সন্নিধানে।
নহি মোরা কাপুরুষ, বিলাসিতাপ্রিয় ;

৩—

শক্রুরে দেখা'ব পৃষ্ঠ এ কেমন লাজ,
এ কেমন রীতি, নীতি ? এ কি শিক্ষা, দীক্ষা ?
গর্ত্তে কি লুকায় ফণী অবহেলি' মণি !
প্রস্তুত আমরা সদা রাজাজ্ঞা পালনে ;
দৃষ্টি-বাণাপেক্ষা দ্রুত ধাইব সত্বর
ইঙ্গিত পাইলে সবে অরি-বিনাশনে।
অতএব মহীপতে ! দেহ আজ্ঞা এবে,
যাই দেখাইতে মোরা স্ব স্ব ভুজবল,
রণ-বিদ্যা, রণবল, রণের কৌশল।"
   উত্তরিলা নরনাথ ;—"নবি-পরিজনে
কিনিলা হে স্নেহ-পণে তোমরা,—স্বস্থানে
লভগে বিশ্রাম সবে পথের শ্রান্তির।
যা' কর্ত্তব্য করা যাবে পরামর্শ পরে।"
এত বলে' বিদায়িলা সেনাপতিবর্গে,
তুষ্ট করে' যথাবিধি শিষ্ট আচরণে।



তৃতীয় সর্গ।

—:০:—

নীরব, নিস্তব্ধ সবে কর্ব্বলা-প্রান্তরে,
মহা ঝটিকার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমতি।
যুদ্ধের পতাকা-রাজি উভয় পক্ষের
শিবিরেতে শূন্য মার্গে কাঁপিছে সতত
এজিদ্‌-অত্যাচার-ভয়ে. ঘোষিছে নীরবে
ভবিষ বিপদ-বার্ত্তা ভয়াকুল হৃদে
নবীর বংশের সেই মরু ভয়ঙ্করে।
উভয় পক্ষের সৈন্য সুগম্ভীর ভাবে
যুদ্ধের আদেশ তরে আছে দাঁড়াইয়া।
দিনকর-কর যত হ'তেছে প্রখর,
প্রাণিকুল অনুভব করিছে ততই
জলের অভাব সেই মরুভূমিমাঝে!

শুখাইছে কণ্ঠ, সবে অধীর তৃষ্ণায়,
—মীন যথা জল বিনে রবিকর-স্পর্শে।
অনেকেই এ অভাব করিছে গোচর
মহামতি ইমামের সকরুণ স্বরে।
আশ্বাসিছে মিষ্ট-বাক্যে নৃপকুলোত্তম
পিপাসা-কাতর সৈন্যে ; ঈশ্বরে নির্ভর
করিবারে উপদেশ দি'ছেন সতত।
ইমামের সৈন্য সনে মদিনা হইতে
সঙ্গে ল'য়ে মায়ে, নব তরুণী ভার্য্যায়
এসেছিল বীর এক নামেতে ওহাব।
বীরপ্রসবিনী মাতা, বীরকুলোদ্ভবা
(রমণীর কুলে জন্ম যদিও তাহার)
বীরত্বে, বীরেরগুণে, বীরের ভূষণে
ভূষিতা আছিলা। সেই নারী-কুলোত্তমা
দেখা'তে প্রস্তুত ছিলা, হেমাঙ্গিনীকুলে
সৃষ্টি করে নাই বিভু, বসে' অন্তঃপুরে
বিঁধিতে প্রণয়ি-প্রাণে কটাক্ষের বাণে,
তুষ্টিবারে প্রাণনাথে স্বধু মিষ্ট-বাক্যে।
—বরং বিপদ-কালে অসি হস্তে পাশে
দাঁড়াইয়ে স্বদেশের বীরমদে মে'তে

বিনাশিয়ে অরি-কুল দ্বিগুণ করিয়ে
উৎসাহ, সাহস, বল, বীরত্ব, বিক্রম—
বিপদ, সম্পদ-অংশী হইতে স্বজন
তাঁহাদের এ ভূতলে অর্দ্ধাঙ্গিনী রূপে।
বীরাঙ্গনা নারী তেঁই হ'য়ে বিগলিতা
দুর্ব্বিষহ শোকে, দুঃখে, যন্ত্রণা, বিষাদে
মহামতি ইমামের, দেখিয়ে সুযোগ
প্রদানিতে পরিচয় এহেন সময়ে
স্বীয় হৃদি মহতের, বীরত্ব ধর্ম্মের ;
বলিলা সম্বোধি' স্বীয় প্রিয় সন্তানেরে ;—
"কেমনে হে বীরপুত্র !—কেমনেরে তুই !
হেরিয়ে অসহ্য জ্বালা নবীর বংশের
নীরবে বসিয়াছিস্ ধীর, স্থির ভাবে ?
জানিস্‌নে কি রে ওহাব ! যারে যে ক্ষমতা
দিয়েছে বিধাতা, যদি উপযুক্ত স্থানে
সে না ব্যবহারে তাহা, সে ক্ষমতা প্রতি
ব্যভিচার করা হয় বিচারে বিভুর।
—পরকালে ধৃত হয় সে দায়িত্ব তরে।
সিংহী-সুত সিংহ হ'বে বীরত্ব, বিক্রমে,
স্বভাব-ধরম এই ;—কি কারণে তোরে

রেখেছিনু এ জঠরে ? লালন-পালন
মহা সমাদরে করে' লক্ষ্যি' কোন লক্ষ্য
বয়ঃপ্রাপ্ত করে' হেথা ইমামের সনে
আসিয়াছি জন্মভূমে দিয়ে জলাঞ্জলি ?
তোর ও হৃদয় কিহে না দ্রবে শুনিয়ে
স্তনাপায়ী শিশুদের করুণ নিনাদ,
হাহাকার ভয়ঙ্কর, ধ্বনি ক্রন্দনের ?
যদি হে বিরত তুই দেখাইতে আজ
সুমাতৃ-মাহাত্ম্য-গুণ সুপুত্রের বেশে
সুপুত্রের কর্ম্মে, আর সুপুত্র কীর্ত্তিতে,
তবে বল্, যাই আমি বীরাঙ্গনা-সাজে
ধ্বংস করে' বৈরিদল উদ্ধার করিতে
ফোরাত-কূলেরে, কিম্বা এ তুচ্ছ জীবন
উৎসর্গিতে ইমামের রাজীব চরণে ।"
ওজস্বিনী ভাষে শুনে' এ উৎসাহ-বাণী
বীর জননীর মুখে, বীরেন্দ্র ওহাব
দাঁড়াইলা ক্রোধভরে, ফণী নম্রশির
দাঁড়ায় সক্রোধে যথা ফণা বিস্তারিয়া
পাইয়ে শত্রুর সাড়া ;—শোণিত-প্রবাহ
ছুটিল ত্বরায় প্রতি শিরায় শিরায়,

বরিষার জল যথা উচ্চভূমি হ'তে
সিন্ধুর উদ্দেশে ছুটে অতিদ্রুতবেগে।
কৃতাঞ্জলি-পুটে মায়ে কহিলা ওহাব ;—
"ওহে মাতঃ! পৃথিবীস্থ সকল নদের
একই উদ্দেশ্য শুভ, একি অভিলাষ।
—সকলেই হইবারে বিলীন সাগরে
মহানন্দে ছুটে দ্রুত ; কিন্তু ধীরে ধীরে
বক্র ভাবে যায় যেই ঘুরিয়া, ফিরিয়া
বিলম্বে সাধিত হয় তার মনোরথ।
মদিনার যোদ্ধা যত সবে এই স্থানে
ইমামাজ্ঞা পালিবারে, যত্নে সাধিবারে
সাধ্যমত উপকার নবীর বংশের
আছয় সজ্জিত। আমি অগ্রে সকলের
তোমার আদেশে মাতঃ হইতে আদর্শ
বিসর্জ্জনে প্রিয় প্রাণ ধর্ম্ম-মমতায়
নহি অনিচ্ছুক ; তবে রাজাদেশ তরে
আছিলাম অপেক্ষায়। অবিলম্বে আমি
যাইতেছি রণ-ক্ষেত্রে নাশিতে কাফেরে।"
এই ব'লে বীরর্ষভ সে'জে বীর-সাজে
আরোহিলা স্বীয় অশ্বে ;—প্রিয়তমা পত্নী

অশ্রুপূর্ণ নেত্রে —(যথা শিশিরাক্ত পর্ণ
পদ্মের) দাঁড়া'য়ে তথা চুম্বিলা সাদরে
ওহাবের ছল ছল আঁখি দুটী ; মরি !
শোভিল অমূল্য-রত্ন সুন্দর কপোলে।
তুচ্ছ শত কোহেনুর সে মণির কাছে !
হে মানব, স্বার্থ-দাস কেমনে বুঝিবে,
এক বিন্দু অশ্রু সতী নারীর আপন
পতির উদ্দেশে কত মূল্যে মূল্যবান ?
কহিলা রূপসী ধীরে মৃদুমন্দ নাদে ;—
"জীবিতেশ ! তুমি এবে রণ-ক্ষেত্র-যাত্রী।
কি বলি বিদায়ি আজ। (হায় কি প্রকারে
বিদায়ি তোমারে আমি) জল বিনে মীন,
পারে কি বাঁচিতে নাথ ! কিন্তু নহি মূর্খা ;
কর্ত্তব্যের অনুরোধে আত্মসংযমনে
পরাজিতে ভালবাসা জানি সুনিশ্চয়।
এ কোমল হস্ত নহে কাতর ধরিতে
অসি যুদ্ধে ফুল্ল-চিত্তে হ'লে আবশ্যক।
যাও তবে প্রিয়তম, দল বৈরিদল
মদমত্ত করী যথা দলে পদ্মবন—।
দয়াময়-আনুকূল্য রক্ষুন তোমায়,

এই ভিক্ষা মাগে দাসী তাঁহার চরণে।"
প্রত্যুত্তরে মিষ্ট বাক্যে প্রেয়সী জায়ায়
সান্ত্বনিয়ে, প্রণমিয়ে পদে জননীর
ওহাব সুমতি গেলা যথায় ইমাম
বসে'ছেন চিন্তাযুক্ত আপন শিবিরে।
—ভাবিছেন, সর্ব্ব অগ্রে সমরে কাহারে
পাঠা'বেন, হেনকালে কৃতাঞ্জলি-পুটে
নমিয়ে ইমাম-পদে কহিলা ওহাব ;—
"এরূপ চিন্তায় নৃপ ! কি হইবে ফল ?
অনুমতি তরে দাস সে'জে রণ-সাজে
আছে দাঁড়াইয়ে হেথা, আজ্ঞা কর এবে
উদ্ধারি ফোরাত-কূল, নিবারি পিপাসা
জীব প্রাণি-সমূহের ; যতই বিলম্ব
ঘটিতেছে, অমঙ্গল তত ঘনীভূত।
জলাভাবে মরিতেছে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে
কোমল প্রাণ, শিশু কিংবা পশু নিরবোধ"
"যে'তে যুদ্ধে যদি তব একান্ত বাসনা
যাও তবে বীর ! বিভু সহায় তোমার"।
ল'ভে অনুমতি, মনে স্মরিয়ে ঈশ্বরে,
করিলেন কশাঘাত শিক্ষিত অশ্বেরে।

প্রভুর ইঙ্গিতে অশ্ব ছুটিল আনন্দে
নাচিয়া নাচিয়া, যথা বাষ্পীয় যান
সুনীল লহরী সনে—পবন-তাড়নে !
রণক্ষেত্রে পঁহুছিয়ে দমস্ক সৈন্যেরে
সম্বোধিয়ে স্বরে বীর জলদ গম্ভীর
কহিলা ;—"রে দুরমতি নারকী কাফের
পিপীলিকা ডানা পা'য়ে চাহে উড়িবারে।
বিনাশের হেতু কিন্তু সেই ডানা তার ;
জানে না কি এই কথা দুর্ব্বৃত্ত এজিদ ?
রাজত্ব-পালক ল'য়ে কাহার উড়িতে
চাহে ? তার পিতা যাঁর দাসত্ব-শৃঙ্খল
আজীবন গলে পরে' গৌরব-অন্বিত
নিজকে ভেবেছে মনে, তাঁর বংশধরে
কষ্ট দিতে চাহে দুষ্ট ধ্বংস হইবারে।
আয় তবে বীর কেবা আছিস্ দাঁড়া'য়ে
মদিনা-যোদ্ধার বল দেখ্ পরীক্ষিয়ে।
কিন্তু, যদি ভয় মনে অকাল মৃত্যুতে,
ছে'ড়ে দিয়ে নদীকূল পালা স্বীয় দেশে
নীরব কি হেতু সবে, কেন এ বিলম্ব ?
সাধিতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝে যেই জন

সময়ের মূল্য, তারে কৃতী, বিজ্ঞ বলি।
এস তবে, দেহ রণ, বিলম্ব না সহে।”
একথা বলিয়ে বীর ঘুরিতে লাগিলা
চক্রাকারে অশ্ব সহ নির্ভীক হৃদয়ে।
এজিদের সৈন্য হ’তে অতি দীর্ঘকায়
বলিষ্ঠ সৈনিক এক এসে দ্রুত বেগে
মহাদর্পে সম্বোধিয়ে কহিলা ওহাবে ;—
“বিলম্ব দেখিয়ে তুই ভেবেছিস্ মনে,
নাহি তোর সম বীর সৈন্যে আমাদের।
উদ্ধারিবে নদীকূল তেঁই বিনা বিঘ্নে ?
অবিলম্বে ভে’ঙ্গে যাবে কিন্তু সে স্বপন ;
এ অসির জ্যোতিঃ তব ধাঁধিবে নয়ন।
অজানা, অচেনা তুই ; কি যশঃ লভিব
রাজ-সন্নিধানে আজি সেধে’ তোর বধ
অকালে ? হইলি কেন বিরাগী যৌবনে ?
(আহা কাঁদাইবি তুই কোন্ অবলায় ?
সুখের সংসার হায় ভাসা’বি কাহার ?)
তাই উপদেশ মম, হে যুবা-সৈনিক,
যারে চলি’ স্ব শিবিরে, পাঠা’গে যুঝিতে
আমার সহিতে হেথা মদিনা-অধিপে।”

"নির্লজ্জ কাফের ওরে! তোর এ স্পর্দ্ধা
কে পারে সহিতে? ছোট মুখে বড় কথা!
ধরিতে চাহিস্ চাঁদে হইয়ে বামন?
প্রভু কেন দিবে রণ ভৃত্য-বর্ত্তমানে?
কেন এ বাসনা তোর, করে'ছিস কভু
অনুভব লাঘবতা এ পদাঘাতের?
ওহাবের পদে কিহে নাহি হেন বল,
পাঠা'তে সমর্থ হয় শমন-সদনে
একাঘাতে বীর যোধে? এই ধর্ দেখ্।"
বলিয়ে সজোরে বলী আঘাতিলা শিরে
ক্রোধ ভরে; অশ্বসহ দ্বিখণ্ড হইয়ে
বলিষ্ঠ সৈনিক সেই দিল গড়াগড়ি
ভূতলে; ছুটিল বেগে শোণিত-প্রবাহ
রঞ্জিয়ে বালুকারাশি। হেরে' এই দৃশ্য
বিপক্ষ শিবির হ'তে এসে সৈন্য এক
দিল রণ; বিনাশিলা তাহারে বীরেন্দ্র।
এইরূপে একে একে সত্তর কাফেরে
পাঠাইলা যমালায়ে বীর-কুলর্ষভ,
বৈরি-দল-হৃদে হ'ল ভয়ের সঞ্চার।
সাহস করিয়ে কেহ নাহি সম্মুখিল

বীর-কেশরীরে সেই রণ-রঙ্গভূমে !
তা' দেখিয়ে নেতৃবর্গ পরামর্শ করে'
আদেশিলা সকলেরে, ওহাবের প্রতি
নিক্ষেপ করিতে শর অব্যর্থ সন্ধানে।
অতঃপর সৈন্যবৃন্দ অতীব কৌশলে
চারি দিক হ'তে শর করিল বর্ষণ
নির্ভীক যুবার প্রতি ; অসি সঞ্চালনে
উপেক্ষিলা শরবৃষ্টি অতি দক্ষভাবে।
কিন্তু, দু একটী শর তথাচ নিক্ষিপ্ত
হইয়ে বিঁধিল সেই অঙ্গে সুকোমল।
বহিল শোণিতধারা অদ্রি' পরিচ্ছদ।
অবশ হইলা বীর অতি রক্তপাতে।
ক্রমেই অচল দেহ, ক্রমে শক্তিহীন।
অন্তিম অবস্থা শেষে বুঝি' স্বীয় মনে
জননীর পাদ-পদ্ম স্মরিলা কাতরে ;
ঈশ্বরে নির্ভর করে' কায়মনোপ্রাণ
উৎসর্গিলা ইমামের রাজীব চরণে !
অধীর হইলা পরে স্মরিয়ে জায়ায়।
তাই শিবিরাভিমুখে শিক্ষিত অশ্বেরে
করিলা ইঙ্গিত, দ্রুত লইয়া প্রভুরে

অশ্বশ্রেষ্ঠ পহুঁছিল শিবির-সম্মুখে।
দাঁড়াইলা ত্রাস্ত ভাবে ওহাব-জননী ;
পুত্রের অবশ দেহ করিয়ে পরশ,
বিলাপিয়ে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিলা অধীর।
সুতের নিধনে বামা পাগলিনী প্রায়।
হৃদেশের মৃতদেহ বিক্ষত হেরিয়ে
প'ড়িলা মূর্চ্ছিতা হ'য়ে ওহাব-রঞ্জিনী।
কিছুক্ষণ পরে ধনা চেতনা পাইয়ে
বিলাপিলা, নিনাদিলা সকরুণ স্বরে
পতির বিরহে, যথা বসে' শূন্য নীড়ে
কপোতী বিলাপে, যবে নির্দ্দয় কিরাত
বিনাশয় সহচরে। শুনে' সে বিলাপ
হোসেনের পরিজন, সৈন্য, সৈন্যাধ্যক্ষ
মদিনার নিমগন হইলা সকলে
বিপদ-সাগরে ; শোকে কাঁদিলা অধীর
তিতি, অশ্রুজলে। সেই রোদনের ধ্বনি
ভেদিয়ে গগনমার্গ সুরবালাদলে
শুনাইল দুখ-বার্ত্তা ওহাব-জায়ার,
—কুলের অবলা সবে কাঁদিলা নীরবে।
ভক্ত সুহৃদের বধে ইমাম হোসেন

হইলা অধীর ; গাজি রহমান্ নামেতে
বীর চূড়ামণি এক এসে অনুমতি
তরে দাঁড়াইলা করে' যুক্ত দুই কর !
"ঈশ্বর সহায়—যাও, দল বৈরিদল।"
আশীষিলা মহামতি, ছুটাইলা অশ্ব
ফোরাতের পানে, রণে প্রবেশিয়ে বলী
বিনাশিলা বহু সংখ্য বিপক্ষ সৈন্যেরে।
এজিদ্-বাহিনী কিন্তু অসংখ্য, অজেয়
একের স্থান অন্যে এসে করয় পূরণ,
সাগর লহরী যথা। ক্রমে বীরমণি
হইলেন ক্লান্ত, শ্রান্ত, শর-বরিষণে।
যুঝিয়ে তথাচ বলী বহুক্ষণ পরে,
আত্মপ্রাণ সমর্পিলা বিভু দয়াময়ে।
প্রাণ-পাখী উড়ে' গেল যথা এজিদের
হিংসা, অবিচার নাই,—প্রণয়ে নৈরাশ্য।
অতঃপর জাআফর, আর আর যত
মহাযোদ্ধা মদিনার একে একে সবে
যমালয়ে পাঠাইয়ে সেনা লক্ষাধিক
এজিদের, রণভূমে লভিলা বিশ্রাম,
অনন্ত কালের তরে, প্রাণবায়ু উড়ে'

গেল চলে দেহ হ'তে। অয়ি সুরবালে!
খোল দ্বার, খোল, খোল, খোল ত্বরা করি'
অনন্ত স্বর্গের, স্থান দেও সকলেরে
সমাদরে সুরপুরে, কেননা ইহাঁরা
অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়াছে ভবে
সাধিতে কল্যান-হিত নবীর বংশের;
দিয়ে বলি আত্মপ্রাণ তাঁহাদের পদে
রেখেছে অক্ষয় কীর্ত্তি এই মহীতলে।





চতুর্থ সর্গ ।

—ঃ০ঃ—

মধ্যাহ্নের প্রভাকর আরক্ত নয়নে
এজিদের সৈন্যবৃন্দে করিছ সতর্ক ;
কহিছে সরোষে;—"ওহে পাষাণ-হৃদয়
নরাকার মূর্ত্তি যত হ'রে সাবধান !
প্রতিবিধানিবে বিভু মহা বিচারেতে
—নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার নবীবংশ প্রতি—
সহস্র ভানুর তাপে জ্বলিবি নিশ্চয় ।
দেখ্ ভেবে পারিবি কি সহ্য করিবারে
সেই মহা রৌদ্রতেজ ; তাই হ'য়ে ক্ষান্ত
অবিচারে, উদ্ধারের দেখ্ পন্থা এবে
সে মহা বিপদ হ'তে, থাকিতে সময় ।"

৪—

বাজিছে তুমুল বাদ্য উভয় শিবিরে
বীর-হৃদি সউল্লাসে নাচিয়া উঠিছে
শুনে সেই রণবাদ্য ; ডমরুর ধ্বনি
কালফণী শুনে' নাচে আহ্লাদে যেমতি।
ইমাম-শিবিরে সদা হাহাকার-রব
বিন্দুমাত্র জল তরে হইয়ে উত্থিত
করিতেছে প্রকৃতির শ্রবণ বধির।
চারিদিক নিরখিয়ে তেঁই মহামতি
বলিলা জড়িত কণ্ঠে ;—"হায় কি কুলগ্নে
সবন্ধু-বান্ধবে, ছে'ড়ে পবিত্র মদিনা,
করেছিনু যাত্রা আমি কুফা-অভিমুখে !
এক বিন্দু জল তরে এই মরুভূমে
বহিল রক্তের স্রোত ; হারা'লাম হায় !
প্রসিদ্ধ বীরেন্দ্রগণে, তথাচ হ'লনা
ফোরাতের কুলোদ্ধার বৈরি-হস্ত হ'তে।
শুষ্ককণ্ঠ না ভিজিল প্রাণিসমূহের।
অনুমতি তরে আর নাহি কোন বীর
দাঁড়াইয়ে মম পাশে ; যাইব এখনি
রণভূমে ; আন অশ্ব অতি ত্বরা করি'।
এতেক বলিলে নৃপ ; কৃতাঞ্জলিপুটে

দাঁড়াইয়ে মহামতি ইমাম কাসেম,
নিবেদিলা মৃদুস্বরে পিতৃব্য-চরণে ;
"আজ্ঞা কর তাত ! দাসে নাশিতে সমরে
দাসীসুত-সৈন্যবৃন্দে ; কেবা হেন বীর
আছে সেই বাহিনীতে, যাহার সহিতে
যুঝিবারে যাইবেন সমর-প্রাঙ্গণে ?
যুঝে কি শৃগাল-সনে সিংহ নরত্রাস ?
উদ্ধারিব নদীকূল তব আশীর্ব্বাদে,
হে পিতৃব্য দেহ আজ্ঞা, বিলম্ব না সহে।"
প্রত্যুত্তরে নরনাথ গদ্‌গদ্ স্বরে
আলিঙ্গি' সাদরে, স্নেহে কহিলা কাসেমে ;—
"কেমনে হে পুত্রবর,—কেমনে তোমায় !
এ বিপুল সৈন্য সনে যুঝিতে পাঠা'ব ?
কে ফেলে অমূল্য নিধি অতল সাগরে ?
নব মুকুলিত পদ্ম আনন্দ-সরসে
তুমি হে আমার বাছা—হৃদয়-কাননে
সুকণ্ঠ গায়ক পিক, সমগ্র ঋতুতে।
তব মুখচন্দ্র হেরে জুড়া'ছি নয়ন ;
যে দিবস হ'তে হায় ! করেছে বঞ্চিত
দয়াময় প্রভু মোরে ভ্রাতৃ-স্নেহ হ'তে।

উজলিবে মম বংশ তব গুণালোকে।
মদিনার ভাবী রাজা তুমি হে সুবোধ ;
শোভিবে তোমার শিরে উজল মুকুট
আমার অভাবে ; রাজ-ধরম পালন
করিবে ; সতত স্নেহে রক্ষিবে স্বজনে।
যাইবারে প্রয়োজন নাহি রণভূমে ;
ছাড়হ যুদ্ধের সাজ, পুত্র-রত্নোত্তম !”
“হে তাত ! তোমার আজ্ঞা মম শিরোধার্য্য।
কিন্তু ভেবে দেখ মনে, শিবির-সম্মুখে
অরিবৃন্দ রণসাজে আছে সুসজ্জিত।
বীরসুত, বীর আমি, বীরকুলোদ্ভব,
বীর-ধর্ম্মে কি প্রকারে দিব জলাঞ্জলি ;
উপেক্ষিব রণ-আহ্বানে ; বসিব অলস ?
কালসর্প স্ববিবরে পারে কি থাকিতে
স্থিরভাবে, শুনে যবে ধ্বনি ডমরুর ?
পাঠাইতে রণে মোরে কেন ইতস্ততঃ
আমি কি ডরাই কভু দাসীসুত-সৈন্যে ?”
“যাইবে একান্ত যদি ফোরাত-উদ্ধারে
লভ অগ্রে অনুমতি তব জননীর ,
কেননা, তাঁহার তুমি অন্ধের যষ্টিকা।

দরিদ্রের ধন, বৎস ! নয়নের মণি।
তাঁর অনুমতি বিনা না পারি পাঠা'তে
সমরে তোমায় আমি, বীরকুলর্ষভ।"
পিতৃব্য-আদেশক্রমে মহাত্মা কাসেম
জননী-শিবিরে গিয়ে অনুমতি তরে
দাঁড়া'লেন, জানা'লেন স্বীয় অভিলাষ।
পুত্র-মনোগত ভাব শু'নে বীরজায়া
কহিলা কাতরস্বরে নেত্রে ছলছল ;—
"আঁধার হৃদয়ে মোর তুই রে বাছনি
একমাত্র ক্ষীণালোক স্বরগীয় পিতৃ-
অবর্ত্তমানেতে তব ; তাই প্রিয়ধন
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠা'তে তোমায়
এ কাল সমরে ; কবে অমূল্য রতনে
অযতনে দীন ? কিন্তু বিদরে হৃদয়
প্রাণি-সমূহের শুনে ঘোর আর্ত্তনাদ
পানীয় জলের তরে—ঘৃণায শরীর
জ্বলে সদা, স্মরি যবে হেন অত্যাচার
নবী-পরিজন প্রতি ; শোণিত-প্রবাহ
শিরায় শিরায় ছুটে আমি অবলার।
কর্ত্তব্যের অনুরোধে, তেকারণে আজ

বাধ্য হ'য়ে বলিতেছি ;—যাও সিংহসুত
দেখাও বীরের বীর্য্য, আক্রম শত্রুরে
শৃগালের পালে যথা সিংহ নরত্রাস ;
পিতৃ-হত্যা-প্রতিশোধ লওগে সুবোধ ;
দয়াময় প্রভু তোরে রক্ষুন বিপদে ;
অভাগীর এই ভিক্ষা তাঁহার চরণে।"
জননী-আদেশ ল'ভে হইলা উদ্যত
যাইবারে রণভূমে ; হেন কালে তথা
ইমাম হোসেন এসে কহিলা কাসেমে—
"যাইও না এ মুহূর্ত্তে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল।
স্মরণে উদিত এক বিষয় জটিল।
যে সময়ে পূজ্যাস্পদ সহোদর মোরে
অনাথ করিয়া যান চলে স্বর্গধামে,
সে সময়ে করে' মোরে বদ্ধ প্রতিজ্ঞায়
জলপূর্ণ নেত্রে ধীরে বলিয়েছিলেন ;—
'প্রিয়তমাত্মজ শুন, বলি হে তোমায়
বহুদিন হ'তে মোর ছিল অভিলাষ,
একি সরোবরস্থিত দুইটি কমলে
গাঁথিতে কুসুম-হারে—হেরিতে উল্লাসে
মুকুতা মুকুতা সনে কিবা শোভা ধরে।

কিন্তু বিধি হ'লা বাম, বঞ্চিলা আমায়
হৃদয়-পোষিত সেই অভিলাষ হ'তে।
তাই অনুরোধ, তব নয়ন-রঞ্জিকা
সুশীলা সরলা বালা বিবি সখিনায়
গাঁথিয়ে বিবাহ-সূত্রে কাসেমের সনে
নব দম্পতীর সুখে জুড়া'বে নয়ন।
"অগ্রজের মনোভাব বুঝিয়ে তখন
আমার সম্মতি তাহে প্রফুল্ল অন্তরে
জানাইয়ে হ'নু আমি বদ্ধ প্রতিজ্ঞায়।
তে কারণে, এ সময়ে নিষেধি তোমায়
যে'তে রণে না পালিয়ে তাঁর সে আদেশ!
কেননা, যুদ্ধের ফল অজানা, অজ্ঞাত।
কি জানি পাছে বা আমি থাকিহে আবদ্ধ
ভ্রাতৃ-প্রতিজ্ঞায়! তাই আইস হেথায়,
স্নেহ-প্রতিমায় মম অর্পি' তব করে
অগ্রজের সে আদেশ করিগে পালন।"
অতঃপর হাসন্‌বানু বাক্যে ইমামের
অনুমোদনিয়ে পুত্রে কহিলা সাদরে ;—
"শুন বৎস, এ আদেশ আমার স্মরণ
হ'তেছে এখন ; তাই কর্ত্তব্য তোমার

করিয়ে গ্রহণ পাণি সখিনা বিবির
পিতা ও পিতৃব্যাদেশ করিতে পালন।”

এতেক বলিলে দেবী, মহাত্মা কাসেম
চাহিলা মাতার পানে নেত্রে ফেল ফেল ;
কুরঙ্গ-কিশোর যথা কুরঙ্গিণী পানে
হেরে, স্নেহ-আবাহন শুনয় যখন।
—বুঝিতে অক্ষম হ'লা মাতৃ-বাক্যমর্ম্ম।
জাগিয়ে স্বপন যেন দেখিলা দিবসে।
ছুটিল আনন্দ-স্রোত শিরায় শিরায়।
আহ্লাদ-তরঙ্গ যেন বিষাদ-সাগরে
মজ্জমান জনোপরি বহিল অজ্ঞাতে
ক্ষণ তরে ; যেই হেতু শৈশব হইতে
একত্র খেলন, বাস, মিলন, বশতঃ
সৌহৃদ্য, প্রণয়, ভালবাসা বিশুদ্ধের
বীজ অঙ্কুরিত যাঁর হ'য়েছে অজ্ঞাতে
—তেকারণে যেই আশা পোষে'ছে হৃদয়ে
বহু যত্নে যৌবনের প্রারম্ভ হইতে ;
মোহিনী মূরতি যাঁর হৃদয়-মন্দিরে
স্থাপিয়ে পূজেছে সদা নিভৃতে নীরবে,
মাতা ও পিতৃব্য-মতে সে আশা-লতায়

কলিতে চলিল আজি মনোবাঞ্ছা ফল।
অকস্মাৎ সে বালায় পরিণয়-সূত্রে
গাঁথিবেন,—পাইবেন অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে,
হেন শুভ সমাচার যুবক-হৃদয়ে
অনির্ব্বচনীয় সুখ সহস্র বিষাদে
সৃজনে অক্ষম?—তত্ত্ব নিগূঢ় ইহার
বুঝিবে সে জন, বিক্রয় করে'ছে যেজন
নবীন যৌবনে কোন তরুণী-সকাশে
সঙ্গোপনে বিনামূল্যে অমূল্য হৃদয়।
তাই এ নবীন যুবা নব আশা-ছলে
কল্পনা-দূতীর সনে ভ্রমি' বহুক্ষণ
বলিতে লাগিলা ধীরে স্বীয় মনে মনে;—
"দুখ-অগ্নি-ভস্মীভূত ব্যক্তিকে যদিও
এইরূপ সুসংবাদ-মৃদু-সমীরণ
শীতলিতে ক্ষণ তরে সমর্থ তথাচ,
বীর-সুত, বীর, সদা বীরের ধর্ম্মেতে
দীক্ষিত, শিক্ষিত আমি; হ'ব পরাজিত
পবিত্র প্রণয়, ভালবাসা-সন্নিধানে?
ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে মে'তে হইব বধির
তৃষ্ণাতুর প্রাণি-বৃন্দ ঘোর আর্ত্তনাদে,

অরিদল-রণবাদ্যে, রণের আহ্বানে ?
হইব অক্ষম আমি আত্মসংযমনে ?
এই কি সাজে আমায় ? হাসন-নন্দন,
পৌত্র আলির আমি !—তাহা কি সম্ভবে ?
কিন্তু এই কি বিপদ আজি উপস্থিত ?
—গুরুজনাদেশ হায়। লঙ্ঘি কি প্রকারে !
কি কর্ত্তব্য এ সময়ে ?—জনক-প্রদত্ত
সে কবচ—(দেখিবারে অন্য পৃষ্ঠ যার
বিপদ-সময়ে খুলে' ; তাহার ইঙ্গিতে
চলিবারে ভবিষ্যতে দিছিলেন মোরে)
দেখিব খুলিয়ে আজ এ ঘোর সঙ্কটে ?"
কবচের অন্য পৃষ্ঠ এতেক বলিয়ে
দেখিলা ত্বরায় সুধী, সুন্দর অক্ষরে
হেরিলা লিখিত তাহে ;—"অতীব সত্বর
করহ গ্রহণ পাণি বিবি সখিনার।"
কবচের এ ইঙ্গিতে স্বীয় অশ্ব হ'তে
অবতরনিয়ে হ'লা প্রস্তুত সত্বর
করিবারে সুসম্পন্ন বিবাহ-উৎসব
শত বিষাদের মাঝে কর্ব্বলা-প্রান্তরে।
বিপদ-তারিণিদূতি ! অমৃত ভাষিণি

কল্পনে! আইস ডাকি কাতরে তোমায়;
মজ্জমান জন যথা অতল সাগরে
অদূরে হেরিয়ে তরি আরোহীর দলে
ডাকে উচ্চরবে ঘন সকাতর স্বরে।
—কেননা, সঙ্কটে আজি পড়েছি বিষম।
যে স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য সমুদয়
অঙ্কিছে আমার হৃদে মূর্ত্তি বিষাদের;
রমণী, পুরুষ, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ যথা
ভাসমান শোক-নীরে; হ'তেছে উত্থিত
আর্ত্তনাদ, হাহারব জলবিন্দু তরে;
যেই খানে অহরহঃ কাঁদিছে অধীর
পতিগতা বনিতা বা স্নেহশীলা মাতা,
সেই স্থানে কি প্রকারে কহ লো কল্পনে!
করিব আনন্দ-ধ্বনি নিরানন্দ কালে?
ফোটে কি কমল কভু যামিনী সম্পাতে
সাধে শতবার যদি তাহে শিলিমুখ?
—কিন্তু তব কৃপালাভে অনেকে লভেছে
অমরতা কাব্যোদ্যানে; সুচিকণ মালা
গেঁথেছে কবিতা-পুষ্পে;—গৌরজন যাহে
অতি যত্নে গলে পরে' সুগন্ধে বিভোর।

নন্দন-কানন হ'তে হয়েছে সমর্থ
আনিবারে পারিজাত-কুসুম মরুতে।
আক্ষেপ, আহ্লাদ, ক্রোধ তাঁদের আদেশ
করিয়াছে শিরোধার্য্য, বহেছে উজান
স্রোতস্বতী-জলস্রোত তাঁদের ইঙ্গিতে।
কবিকুল সহচরি! তাই হে কল্পনে!
এস করি পরিণত উচ্চ ভেরী-রবে
বিবাহ-উৎসব-বাদ্যে, ভাসাই সকলে
কাল্পনিক সুখনীরে ক্ষণকাল তরে।
গৃহদাহি দাবানল বায়ুবেগে যথা
সত্বর ছড়া'য়ে পড়ে নিকটস্থ স্থানে,
অতি শীঘ্র কাসেমের বিবাহ-সম্বাদ
সেইরূপে প্রচারিত হইল প্রত্যেক
শিবিরে; সকলে এই নব সমাচার
শুনিল স্বপনে যেন, ক্ষণেক নীরবে
চাহিল এ ওর পানে—সম্বোধি' কহিল;
"বিধাতার একি লীলা, একি অভিনয়?
কে শুনে আনন্দ-রব নিরানন্দ কালে?"
শুনিলা সখিনা দেবী বার্ত্তা অভিনব;
নীরব নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়া'লা ক্ষণেক!

মরজীবনের এই আনন্দ-দায়ক
নব পরিবর্ত্তন সম্বাদে তাঁহার
শির বিলোড়িত হ'ল,—সুন্দর কপোলে
মুক্তা বিনিন্দিত বিন্দু শতদল দলে
শোভিল সুন্দর ভাবে ; তারা-রত্ন যথা
গগন-ললাটে শোভে সন্ধ্যাসমাগমে।
ক্রমেই সে মুক্তাদল বর্দ্ধিতা হইয়ে
মিশিল অশ্রুর সনে,—হইয়ে বিলীন
ত্বরায়, শিখা'ল এই ভব জীবনের
সুখ, দুঃখ, ধন, মান, মিলন, বিচ্ছেদ,
(আলেয়ার আলো, যথা) সবি ক্ষণস্থায়ী
দু একটি অশ্রুবিন্দু অজ্ঞাতে পড়িল
গণ্ডদেশ বহিয়ে সে স্বর্ণ-প্রতিমার।
শোকাশ্রু, কি আনন্দাশ্রু মীমাংসা ইহার
সুবিজ্ঞ নায়ক বসে' করিবে বিরলে।
নবীন যৌবনা ধনী নব কল্পনায়
পরিণয়—পরণয়—ব্রত স্বামীসেবা—
দাম্পত্য-জীবনসুখ, প্রেম দম্পতীর—
বুঝিতে এ সব অর্থ চেষ্টিলা নীরবে
বহুক্ষণ পরে বালা মুছে' আঁখি-জল

বলিলা ;—“যখন বিভু এহেন বিষাদে
এই শুভ সমাচারে প্রফুল্লিলা মোরে,
অবসান হইয়াছে তবেই মোদের
তমোময় দুঃখনিশা ; হ’বে সুপ্রভাত।
শু’নেছি দুঃখের পর, কেননা, সতত
দেখা দেয় সুখালোক এ ভবমণ্ডলে।
দৈব-বিড়ম্বনা হেতু এই মরুভূমে
অসহ্য যাতনা ভোগ করে’ছি সকলে।
তাই অনুমানি, বিধি হইলা সদয়
আমা সবাকার প্রতি—রণজয়ী হ’য়ে
ফোরাতের জলে এবে করিবে শীতল
তৃষ্ণাতুর যোধ যত স্ব স্ব দগ্ধ প্রাণ।
শান্তি-বায়ু বহিবে, এ কাল সমরের
হ’বে অবসান ; আহা! কামিনীকুলের
শুনিবনা সকরুণ ক্রন্দন-বিলাপ।
মানুষ মানুষপ্রতি এহেন নির্দ্দয়!
—কুণ্ঠিত স্বার্থান্ধ হ’য়ে জলবিন্দু দানে!
অস্ত্রাঘাতে বধিতেছে তৃষ্ণাতুর জীবে!
ঈশ্বরের অনুগ্রহে হ’বে কি নির্ভুল
সরল চিত্তের মম সরল ধারণা?

এই সুখ-অট্টালিকা-ভিত্তি কি আমার
ক'রেছে গ্রথিত বিধি সুদৃঢ় গাঁথ্‌নীতে ?
জ্যেষ্ঠ তাত-পুত্র বীর কাসেম সুহৃদ
বাল্য-সখা, ক্রীড়া-সখা, প্রিয় ভ্রাতা মম ।
লালিত, পালিত যার সহিতে একত্রে
হইয়াছি বাল্যাবধি একই ভবনে ;
যাঁর মধুমাখা বাক্য শ্রবণে আমার
বর্ষয় অমৃতধারা বীণা-বাণী যথা ;
যাঁর চন্দ্রানন হে'রে হৃদয়ে আমার
অজ্ঞাতে বাজিয়া উঠে সুখে তন্ত্রীচয় ;
যাঁর মনোরম-মূর্ত্তি চাহে পূজিবারে
নিভৃতে পরাণ মম, সরসি যেমতি
(আহা ! কে না ভালবাসে মনোমুগ্ধকরী
মানসরোবর-স্থিত স্বর্ণ কমলেরে ?)
পূজয় আনন্দচিত্তে কৌমুদী-রতনে ;
পবিত্র প্রণয়-মূর্ত্তি সেই সহচর
চির সহচর হ'বে মম জীবনের ;
—ধর্ম্ম কাজে হ'বে সদা মম সহকারী,
এর চেয়ে সুখ আর এ মর জাবনে
কি আছে দাসীর ? ওহে সর্ব্বশক্তিমান্‌

দয়াময় বিশ্বপতে! ছল'না আমায়
দিয়ে এ অমূল্যরত্ন! আহা কি যন্ত্রণা!
বামেতর আঁখি মোর কি হেতু নাচিছে?
অমঙ্গল ঘটিবে কি মোর পরিশেষে?
বঞ্চিত হ'বে কি এই সুখালোকে দাসী,
হেরিতেছে যাহে আজ ঘোর অন্ধকারে,
পথিক বঞ্চিত যথা আলেয়া-আলোকে?"
এইরূপ আন্দোলন সরলা সখিনা
করিতে আছিলা স্বীয় সরল হৃদয়ে।
ভবিষ্য জীবন-পট উজল আলোকে
দেখিতে পাইতেছিলা কভু আলোকিত।
অতি বিভীষিকাময় ছবি শত শত
বিচরিতে সেই পটে কখন হেরিয়ে,
শিহরিতেছিলা সেই সৌন্দর্য্য-প্রতিমা।
হেনকালে বামা কত বৃদ্ধা এসে তথা
হইলা প্রস্তুত নব বধূর ভূষণে
সাজাইতে সখিনায়। সে অঙ্গনা-দলে
রসিকা আছিলা যারা মধুর যৌবনে,
বিঁধিলা সখিনা-প্রাণে পরিহাস-বাণে।
কিন্তু সেই রসিকতা, হাস্য, পরিহাস

আছিল নীরস যথা হাস্ত পীড়িতের।
অতঃপর কেশগুচ্ছ আজানু-লম্বিত
বিনাইয়া স্থচিকণ বেণী ফণীরূপী
বাঁধিলা ; স্থাপিলা ভালে আরব-দেশীয়
মণিময় সীঁথি ; পরে স্থবর্ণ খচিত
কর্ণ আভরণ দ্বয় শোভিল শ্রবণে।
—কঙ্কণ মৃণাল ভুজে, হীরকের হার
উরসে, মুকুতাবলী, নিতম্বে মেখলা,
চরণে নূপুর। রূপ দ্বিগুণ বাড়িল
চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া সেই সরলা বালার
এই সব আভরণে, মণি-আভা যথা
সৌরকর পরশনে। কি দিব তুলনা
অতুলিতা ভবে, এই রূপ-জ্যোতিঃ সনে ?
—স্বরগের পূর্ণ শশী এ মুখ সুষমা।
কোকিল গঞ্জিনী ধনী, নিশ্বাসে তাহার
গোলাপের গন্ধ, যার ঘ্রাণে অমরতা
অনুভব করে নর ;—গজেন্দ্রগামিনী।
বিদ্যুৎবরণী এই খনি সৌন্দর্য্যের
মুক্তা-বিমণ্ডিত সাজে সজ্জিতা হেরিয়ে
কে বলিবে "তিলোত্তমা" কল্পনা-প্রসূতা ?

ও দিকে ইমাম স্বীয় পাত্র-মিত্র সনে
ধর্ম্মের বিধান মতে যথাসময়েতে
গাঁথিলা বিবাহ-সূত্রে কাসেমের সনে
প্রিয়তম দুহিতায়। কিছুক্ষণ পরে
অঙ্গনা-শিবিরে গিয়ে কাসেমে লইয়ে
সম্বোধিয়ে মৃদুস্বরে নব দম্পতীরে
"ছিল আশা মম হৃদে" কহিলা নৃমণি,
"সুসম্পন্ন করে' এই বিবাহ-উৎসব
মদিনায় সবান্ধবে যথা সমারোহে
এ পোড়া হৃদয়-জ্বালা জুড়া'ব হেরিয়ে
তোমরা দুজনে সুখী। কিন্তু প্রিয়াত্মজে!
দৈব-বিড়ম্বনা হেতু এই রূপে (হায়!
রাজবালা, রাজপুত্র, রাজকুলোদ্ভব
এই কি আছিল আহা তোমাদের ভালে?)
সমাধা করিতে হ'ল এই শুভ কর্ম্ম।
কিন্তু, শুন, এ কারণে হ'বে না তোমরা
মনঃক্ষুণ্ণ। জগদীশ সকল সময়ে
পাইবারে মানবের যোগ্য ধন্যবাদ।
—শিক্ষিত তোমরা, বৎস! অতীব সুবোধ।
—প্রয়োজন উপদেশে? ভবিষ্যে বিধাতা

মঙ্গল করুন, এই আশীর্ব্বাদ মম।”
এই ব’লে মহামতি সজলনয়নে
গেলা চ’লে তথা হ’তে। প্রৌঢ়া দাসী কত
নব দম্পতীর সুখ করিয়ে কামনা
কহিলা কোমলকণ্ঠে ভুবন মোহিয়া ;—

(১)

“সুমতি দম্পতি! আজি হইলা মিলিত
নব ভাবে ; নব আশে
নব অনুরাগ-পাশে
বাঁধা গেলা দোঁহে সুখে দোঁহার সহিত !

(২)

শোভিল কোমল করে প্রফুল্ল নলিনী
আহা মরি! কিবা শোভা,
কিবা রূপ মনোলোভা
—মলিন অপ্সরা স্বর্গে, গগনে রোহিণী।

(৩)

কে না জানে ;—(স্বভাবের অলঙ্ঘ্য বিধান।)
ফুটন্ত কুসুম যথা,
শিলীমুখ ঘোরে তথা
—গুঞ্জরিয়ে ‘গুন্ গুন্’ করে মধু পান।

(৪)

সুকোমল চারুলতা হইয়ে বৰ্দ্ধিতা
মলয় পবনে যবে
হেলয়,দুলয় , তবে
সুদৃঢ় আশ্রয়ে তাহে বৰ্দ্ধয় বিধাতা।

(৫)

বিনাশিয়ে শত্রুদল, পালে' মিত্রকুল
থাক সদা ধনে-মানে,
চাহ দোঁহে দোঁহা পানে
প্রেম ভরে প্রাণ যবে হইবে আকুল।

(৬)

যুব-যুবতীর এই শুভ সম্মিলন
হেরে' আজ শুভক্ষণে,
এই বিষাদের দিনে
শীতলিল দগ্ধপ্রাণ, জুড়া'ল নয়ন।"

অতঃপর দাসীবৃন্দ নব দম্পতীরে
গেলা ল'য়ে মহানন্দে নির্জ্জন শিবিরে ;
সমর্পিলা অলি-হস্তে কুসুম-কলিকে।

———*———



পঞ্চম সর্গ।

——:*:——

তৃতীয় প্রহর দিবা, নিদাঘ-ভাস্কর
অনল-প্রবাহ বর্ষি' ক্লান্ত কলেবর।
শ্যামল-পল্লব-শিরে সহস্র কিরণ
স্বর্ণসিংহাসন পাতি' বিশ্রাম-মানসে,
ধারণ করে'ছে দৃশ্য অতি মনোহর।
বিষাদ-যুগল মূর্ত্তি কা'রা দাঁড়াইয়ে
চেয়ে আছে পরস্পরে নীরবে, নিস্পন্দে ?
—বাক্যহীন, শব্দহীন আখি ছল ছল ;
কি যেন বলিতে চাহে ;—কথা নাহি সরে।
ইনি কি সখিনা দেবী ? এ মুরতি তাঁর ?
—জ্যোতিতে জিনয় যেই রূপ মাধুরিমা

মধ্যাহ্নের প্রভাকরে, স্নিগ্ধতা-তারল্যে
পূর্ণশশধরে, দুই গুণে পরিণত
আদর্শা রমণী-গুণে,—যুবতীকুলের
ললামস্থানীয়া,—সেইরূপে রূপময়ী ?
নির্ম্মল-অন্তরা সেই নবীনা সরলা ?
অতুলিতা ভবধামে নারী কুলোত্তমা ?
—বীরত্ব, বিক্রমে যেই মহাত্মা কাসেম
অদ্বিতীয় ;—এজিদের সৈন্যবৃন্দ যাঁহে
অদূরে হেরিয়ে ভয়ে, ত্রাসে পলাতক,
কুরঙ্গ পলায় যথা কেশরী দর্শনে ;
—হৃদি-বিদারক এই মূর্ত্তি তাঁহাদের,
পরিণয়হার আজি পরে'ছে যাঁহারা ?
—কুটিল সংসার-স্রোতে ভেসে'ছে অজ্ঞাতে !
সত্য এ ধারণা, তবে বার্ত্তাবহ দূতি !
কহ, উভয়ের চক্ষে কেন জলবিন্দু ;
কেন নিরানন্দ দোঁহে আনন্দদায়ক
বিবাহ-বাসর-ঘরে ? মৃদুমন্দ স্বরে
ওই শুন, কি বলিছে ইমাম কাসেম
সম্বোধিয়ে প্রেয়সীরে ;—"কেন প্রাণেশ্বরি !
নীরবে বিমর্ষভাবে আছ দাঁড়াইয়ে,

দিতেছ না হাঁসিমুখে আমারে বিদায় ?
হ'ব কি অক্ষম আমি যে'তে রণভূমে
হেরে তব ফুল্ল মুখ—বিকচ কমল
তপন-কিরণে যথা ; দ্বিগুণ হইত
বীরত্ব, বিক্রম, বল, সাহস আমার
এজিদ্‌বাহিনী-নাশে, বিদায়িলে তুমি
আনন্দ হৃদয়ে, যেতে সমর-প্রাঙ্গণে !
—ধন্য, সেই লীলাময়, যাঁর লীলাচ্ছলে
মুহূর্ত্তের তরে তব পরিণয়-হার
পরিয়াছি গলে আজ ! দেখহ ভাবিয়ে,
প্রাণবায়ু যদি মোর উড়িয়ে যাইত
এই মিলনের পূর্ব্বে শত্রুঅস্ত্রাঘাতে,
কি যন্ত্রণা ভোগিতাম অন্তিমে নীরবে ?
(আহা ! পোষিয়াছি আশা কত এ হৃদয়ে
বাল্যাবধি, জানে তাহা অন্তর্য্যামী যিনি ।)
বিধি অনুকূল যদি, দলি' শত্রু-দল
খুলিব হৃদয়-দ্বার, দেখা'ব যতনে,
সখিনে ! তোমায় আমি কত ভালবাসি,
এ ক্ষতহৃদয়ে স্থান তব, কোন স্থানে ?
এ বিদায় যদি কিন্তু (হায় কি প্রকারে

আনিব কুকথা মুখে ?—বিদরে হৃদয় !)
দুর্ভাগ্য বশতঃ হয় শেষও প্রথম,
তব সাথে তবে প্রিয়ে ! মিলিব যথায়
মিলন-স্পৃহা নাই, প্রণয়-আকাঙ্ক্ষা।
তাই বলি, প্রিয়তমে ! আইস বারেক
আলিঙ্গি তোমায় চিরজীবনের তরে।”
এতেক বলিয়ে সুধী চুম্বিলা সাদরে
অশ্রুমাখা চন্দ্রানন বিবি সখিনার,
চুম্বে যথা মুগ্ধ অলি অরুণ-উদয়ে
শিশিরাক্ত গোলাপের কোমল কোরকে।
নবীন যৌবনা ধনী স্বামীর সোহাগে
হ’য়ে আত্মহারা সুখে প্রেম-বিগলিতা
বীণা-বিনিন্দিত স্বরে কহিলা প্রাণেশে ;—
“প্রাণনাথ ! (এই দাসী কি বলে’ ডাকিবে
তোমায় হে সৌম্যমূর্ত্তি পবিত্র প্রেমের ?)
কি প্রকারে প্রকাশিবে আছে যত কথা
লুকায়িত এ হৃদয়ে ? কোন্‌টি প্রথমে
আরম্ভিব ? আছে কি হে ভাষা এইরূপ,
যাহার সাহায্যে দাসী সুকোমল প্রাণা
জানাইবে তোমা স্থানে হৃদয়-বেদনা ?

পড়ে কি হে মনে নাথ, শৈশবের সেই
লীলা-খেলা, ক্রীড়া যত—কপট কলহ,
মান, অভিমান, ক্রোধ, পাঠের সময়ে
স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণ, মীমাংসা সুন্দর
প্রশ্ন জটিলের ; দেখ আছে কি হে মনে,
পরস্পরে স্বার্থশূন্য সাহায্য—বিশুদ্ধ
অনুরাগ, আকর্ষণ নীরবে অজ্ঞাতে !
জীবিতেশ ! পার কি হে স্মরিতে এখন,
গণেছি উভয়ে কত তারা বসে' ছাদে,
শুক্লপক্ষে শশী যবে উদিয়ে আকাশে
শীতলিত বিরহীর তাপিত হৃদয়ে
সুস্নিগ্ধ কিরণ দানে,—দেখিত কৌতুকে
উঁকি মারে' কোন্ স্থানে প্রণয়ি-যুগল
প্রাণের লুকান কথা বলিছে বিরলে।
(আহা কোথা সেই সুখ—সেই বাল্যখেলা ?)
কে জানিত শৈশবের সেই ভালবাসা
যৌবনে উভয় প্রাণে দহিবে এরূপে ?
কে জানিত উভয়ের মনোরথ হ'বে
পরিপূর্ণ, এই ভাবে এই মরুভূমে ?
ধন্য সেই লীলাময়, ধন্য খেলা তাঁর,

যাঁর লীলাগুণে আজ তব এই দাসী
আশা-নৈরাশ্যের স্রোত মাঝে ভাসমানা।
—সম্মুখে তুমুলযুদ্ধ, যার ফলাফল
অজানিত, অনিশ্চিত; (কেমনে বলিব,
কি লিখে'ছে বিধি মোর এ পোড়া কপালে ?)
ওই শুন প্রাণকান্ত ! বিপক্ষশিবিরে
বাজিছে সমর-বাদ্য দ্বিগুণ উৎসাহে,
কাল্পনিক জয়লাভে ;—বিলম্বে মোদের।
এহেন সময়ে যদি হই পরাজিত
পবিত্র প্রণয়-কাছে—না হই সমর্থ
আত্মসংযমনে ওহে বীরকুলর্ষভ,
অযোগ্যা বনিতা তব বলিবে জগৎ
সখিনায়।—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ
দেখুক অপূর্ব্বভাব মুখে সখিনার ;
শুনুক অপূর্ব্বকথা অপূর্ব্ব সময়ে।
—যাও হে বীরেন্দ্র শীঘ্র ; আক্রম শৃগালে ;
উদ্ধার ফোরাতকুল, কর শীতলিত
পিপাসা-বিদগ্ধ প্রাণে প্রাণিসমূহের।
স্বীয় স্বার্থ উৎসর্গিয়ে পরের কল্যাণে
বিদায়িল ফুল্লচিত্তে সখিনা কাসেমে।"

নীরবিল বীণাকণ্ঠ, নীরবে যেমতি
সুমধুর পিকরব সরস বসন্তে
নব পল্লবিত শাখে ;—অশ্বে সুসজ্জিত
আরোহিলা এক লম্ফে বীরচূড়ামণি।
সখিনার অন্তস্থল কাঁপিল সবেগে।
—প্রেম-প্রতিমার পানে নেত্রে অনিমিষ
নিরখিলা দৃষ্টিবাণ যায় যত দূর ;
চক্ষু-অগোচর যবে হইলা, তখন
আকাশের পানে চাহি' ধীরে আরাধিলা ;—
"জীবন-যৌবন, মান সম্ভ্রম রক্ষার
ভার সমর্পিলা যাঁরে আজ দয়াময় !
দেখিও অকালে যেন সর্ব্বহন্তা কাল
তাঁহারে না করে গ্রাস ;—সুকোমল লতা
মম জীবনের জীবে যেই তরুরাজে
রক্ষিও তাহায় কাল-ঝটিকা হইতে ;
—অকালে না হয় যেন ভূমি-বিলুণ্ঠিত ;
এই ভিক্ষা মাগে দাসী তব সন্নিধানে।
জীবন-সর্ব্বস্ব ধন তোমার চরণে
করিলাম সমর্পণ এ ঘোর বিপদে
হে ত্রিদিব-অধিপতে !—হইনু নিশ্চিন্ত।

—সুকোমল প্রাণা বালা ; স’ব কত জ্বালা ?”
অতঃপর শূন্য হৃদে পশিয়ে শিবিরে
মুছিলা আঁখির জল,—কাতরা বিরহে
কাঁদিলা নীরবে, যথা প্রমীলা সুন্দরী
বিদায়িয়ে ইন্দ্রজিতে সৌমিত্রি-বিনাশে
(কিংবা যথা ইন্দুবালা বীর রুদ্রপীড়ে
হারাইয়ে কেঁদে’ছিল বিবশা স্বগৃহে ।)
কেঁদে’ছিল শূন্য মনে প্রাণপতি তরে।
ওদিকে কাসেম গিয়ে সমর প্রাঙ্গণে
জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিলা গর্জ্জিয়ে ;—
‘প্রিয় জীবনের ভার বহনে অক্ষম
যে আছে তোদের মাঝে হে নারকিগণ !
কিম্বা প্রকৃতির আছে যত সাজ-সজ্জা
হেরিয়ে তাহায় মন না মজে যাহার ;
—বিরাগী সংসার প্রতি, পাঠা’রে তাহারে
যুঝিতে আমার সনে ;—কি কাজ বিলম্বে ?
কেন ইতস্ততঃ, বৃথা কেন কালক্ষয় ?
ওই দেখ্ প্রভাকর পশ্চিম গগনে
পড়ে’ছে ঢলিয়ে ; আয়, দেখি কয় যোধে
পাঠা’তে সমর্থ হই, শমন-সদনে

দিনমণি-অস্ত-পূর্ব্বে ?—ওই চেয়ে দেখ্
আপন গন্তব্য পথে কত দ্রুতগামী ?
—অনিচ্ছুক অপবিত্র শোণিত দর্শনে।
আয়, দেখি আয়, তবে না সহে বিলম্ব।”
এতেক বলিয়ে বীর অধীর ক্রোধেতে ;
গরজিলা সিংহনাদে ঘুরিয়া ফিরিয়া।
কোষ হ'তে খুলে' অসি, শত্রুরে দেখা'য়ে
উত্তেজিত হ'য়ে পুনঃ কহিতে লাগিলা ;—
“দেখ্ রে দুর্ব্বৃত্তগণ ! কিরূপ লোলুপ
তোদের শোণিত তরে মম এই অসি ?
'দেখ এর জ্যোতিঃ মিশে' রবিকর সনে
ঝলমলিছে কি সুন্দর, ধাঁধিছে তোদের
দীপ্তিহীন নেত্রে, পরে অপরূপ ভাবে
শোভিবে, রঞ্জিত হ'য়ে তোদের শোণিতে।
কোন্ বীর-হিয়া নাহি উঠেরে নাচিয়া
রঞ্জিতে কাফের-রক্তে এহেন অসিরে ?”
কেশরী-গর্জ্জনে যথা ভীত মৃগপাল,
বিপক্ষের সৈন্যবৃন্দ কাসেম-গর্জ্জনে
জড়সড় ভয়ে, ত্রাসে—সাহসে নির্ভর
করে' কেহ না আসিলা সমর-প্রাঙ্গণে।

এজিদের সৈন্যাধ্যক্ষ চতুর ওমর
কাসেমের পরাক্রম, যুদ্ধের কৌশল,
চতুরতা, নির্ভীকতা, মহাতেজস্বিতা
জানিত সকলি, তাই চিন্তি' অনেকক্ষণ,
বাহিনীর মহাযোদ্ধা বর্জ্জখ কাফেরে।
কহিলা সম্বোধি' ;—"ওহে বীরকুলোত্তম,
ওই যে কেশরী-সুত আহ্বানিছে রণে
দমস্কের সৈন্যবৃন্দে,—গর্জ্জিছে গম্ভীর ;
আছে কেবা হেন বীর সৈন্যে আমাদের
মিটা'বে এর রণসাধ ;—নাশিয়ে, অচিরে
রাজপুরস্কার-লাভে হ'বে কৃতকার্য্য ?
সকলেই ভীতচিত্ত এ মূর্ত্তি দর্শনে,
কাল সর্প আবির্ভাবে ক্ষুদ্রপাখী যথা।
জানিও বর্জ্জখ্ এর নিধনের সনে
মদিনা-গৌরব-রবি হ'বে অস্তমিত ;
অর্দ্ধ যুদ্ধ জয় হবে দমস্ক-পতির।
তেকারণে, এ আদেশ করি তোমা প্রতি ;—
যাও হে প্রবীণ যোধ, বহুদর্শী বীর,
বিনাশ এ শত্রুসুতে ;—দেখাও সকলে
শিখিয়াছ আজীবন দেশ-দেশান্তরে

সমর বিজয়ী বিদ্যা, শত্রুধ্বংসী খেলা।
উপেক্ষার হাস্যে হেসে' বক্তার্খ দুর্ম্মতি
প্রত্যুত্তরে ওমরেরে কহিলা সম্বোধি' ;—
"নাহি সাধ্য, অবহেলি তোমার আদেশ।
কিন্তু বলি, শুন মম হৃদয়-বেদনা।
যে সুনাম অর্জ্জিয়াছি যত্নে আজীবন
স্বদেশে-বিদেশে যুঝি' খ্যাতির সহিতে
আদর্শ বীরের সনে, তার পুরস্কার
এই কি হে সেনাপতে! বালকের সনে
আদেশ যুঝিতে মোরে ?—কি লজ্জা! কি ঘৃণা !!
বীরবৃন্দ এই কথা শুনে' না হাসিবে ?
অতএব বুঝিবে কি তব এ প্রস্তাবে
কি ব্যথা পে'য়েছি মনে ?—দেখা'ব কেমনে ?"
কহিলা ওমর ;—"শুন, হে বীরভূষণ
সামান্য শত্রুও নহে পাত্র উপেক্ষার
প্রকৃত বীরের কাছে ;—হেয়, তুচ্ছ জ্ঞান
করে না নীতিজ্ঞ, রণ-শাস্ত্রবিশারদ
প্রতিপক্ষে কভু। এই বালক নির্ভীক
জান কি হে জন্মিয়াছে কোন্ মহাকুলে ?
—ভুবন বিজয়ী বীর-শোণিতে গঠিত

ও শরীর। বিষাকর সর্পের শাবক
সর্প সমতুল্য হয় নির্দ্দয় দংশনে।
বাঁচে কি হে প্রাণিকুল উহার দংশনে ?
আছে তথা তারতম্য ক্ষুদ্রে ও বৃহতে ?
স্বচক্ষে দেখিতে যদি হে বীরকুঞ্জর !
কাসেমের পরাক্রম, বীরত্ব, সাহস,
রণ-বিদ্যা, রণ-বুদ্ধি, রণ-নীতি যত
তবে দ্বিধা না করিতে দিতে তারে রণ।
তোমা হেন প্রবীণের প্রমুখাৎ শুনে'
মম-বাক্য-প্রতিবাদ হ'তেছি লজ্জিত।'
"সত্য যদি এ বালক ধরে হেন শক্তি,
দাঁড়া'তে সমর্থ হয় বীরের সম্মুখে ;
তবে মোর চারি পুত্র আছে বর্ত্তমান।
বীরেন্দ্র কেশরী সবে শত্রু সংহারণে
পাঠাও কনিষ্ঠ পুত্রে বধিতে ইহারে।"
"আচ্ছা এ প্রস্তাবে তব হইনু সম্মত।
যাও হে বর্জ্জখ-পুত্র, আক্রম বালকে
দেখাও বীরের বীর্য্য, রাখ পিতৃদর্প।"
"যে আজ্ঞা" বলিয়ে দুষ্ট ছুটাইল অশ্ব
কাসেমের পানে দ্রুত ; মুহূর্ত্তেক পরে

নিষ্কোষিয়ে স্বীয় অসি কহিল গম্ভীর—
"নবীন সমরশিক্ষা-প্রার্থী! আস্ফালন,
স্পর্দ্ধা, গরিমা কেন? মিটিবে এখনি
রণসাধ তব। এই নবীন বয়সে
প্রাণের মমতা কেন ত্যজিলি অক্লেশে?
কাঁদিবার নাহি কি হে কোন জন-প্রাণী
এ সংসারে তোর্ তরে? নিবারণ কেন
না করিল দিতে ঝাঁপ এ রণ-সাগরে?
কি সুন্দর কচি মুখ! অলক্ত অধর!
কেমনে হানিব অস্ত্র ও কোমল অঙ্গে?
শিহরে শরীর হেন দুষ্ট কল্পনায়!
কে ছেঁড়ে গোলাপ-পর্ণ,—নয়ন-রঞ্জন,
মনোবিমোহন, সদা সুগন্ধ-আকর?
"বাকচতুরতা রাখ্ নির্লজ্জ কাফের!
এখনি নিঃশেষ হ'বে তোর পরমায়ু।
কেশরীর গ্রাস হ'তে প্রাণী রক্ষা পায়?
এজিদের এ বিপুলবাহিনীর মাঝে
কি বিশেষ গুণে তুই পথ-প্রদর্শক
নরকের পানে হ'লি আপন দলের?
তোর মত যুবকের জীবন প্রদীপ

নিবা'ব অকালে, হায় কাঁদা'ব নির্দ্দয়
তরুণী ভার্য্যায় তব, মনে এ আক্ষেপ !
যাক্,—পরিচয় বল, কর্ অস্ত্রাঘাত।
(অজানা যোদ্ধায় বধি' কি আনন্দ মনে ?)
—প্রথমে কা'কেও আমি না করি প্রহার।
এতেক বলিলে বীর, ক্রোধভরে বর্ষা
নিক্ষেপিল দক্ষভাবে বর্জ্জখ-সন্তান।
ব্যর্থ করি' বর্ষাঘাত ঢাল-সঞ্চালনে,
আঘাতিলা প্রতিপক্ষে বীরেন্দ্র বর্ষায়।
অশ্ব হ'তে ভূতলে পড়িল অচিরাৎ
বিধর্ম্মী, বর্জ্জখ-সুত, অসি মণিময়
কেড়ে ল'য়ে তাহা হ'তে চতুরতা-গুণে
পাঠাইলা একাঘাতে শমনভবনে
যুবক যোদ্ধায় বীর মুহূর্ত্তেক মাঝে।
বহিল শোণিতধারা রঞ্জি' বালিরাশি।
গর্জ্জিলা ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র,—ডাকিলা বিপক্ষে।
বর্জ্জখের অন্যতম পুত্র এসে এক
প্রদানিল প্রত্যুত্তর,—আঘাতিলা বীরে !
ব্যর্থ হ'ল সেই অস্ত্র সুশিক্ষা-প্রভাবে
চালাইলা স্বীয় বর্ষা বীরেন্দ্র কাসেম।

—পৃষ্ঠদেশ হ'ল পার, ছুটিল শোণিত।
বেঁধে সেই ক্ষতস্থান বজ্জ'খ সন্তান
করিল অসি-আঘাত অতীব কৌশলে।
কিন্তু, তার শিক্ষা, দীক্ষা মানিল পরাস্ত
মহামতি ইমামের রণ-বিদ্যা-কাছে।
—ঘুমা'ল ভ্রাতার পাশে দ্বিখণ্ড হইয়ে
চিরতরে। বজ্জ'খের অন্য পুত্রদ্বয়
দিল রণ একে একে সংহার-মূর্ত্তিতে।
বিধির নির্ব্বন্ধ হায় কে পারে বুঝিতে?
ভ্রাতৃ-অনুগামী হ'ল শোকার্ত্ত হৃদয়ে
তারা দোহে। পুত্রবৃন্দ-পরিণাম হেরে'
সিংহ নরত্রাস যথা আক্রমে সক্রোধে
শিশুহা ব্যাধেরে দ্রুত, তেমতি বজ্জ'খ
ধাইল কাসেম পানে অনুমতি বিনা।
গভীর জলদমন্দ্রে কহিল গর্জ্জিয়া ;—
রে বালক ভেবেছিস্ পলা'বি নির্ব্বিঘ্নে
বধে' চারি পুত্রে মোর? সর্পের বিবরে
যে অজ্ঞান দেয় হাত ; তার পরিত্রাণ
কোথায়? যে খ্যাতি এরা দেশ-দেশান্তরে
অর্জ্জিয়াছে আজীবন, তার প্রতিদান

এই কি হে দৈব-হস্তে ? হা কি বিড়ম্বনা !
না, না, কেন নিন্দি দৈবে ? তোর বধোপায়
করেছে ইহাতে,—মম ক্রোধে জাগা'য়েছে।
—বালকের প্রতি পাছে প্রকাশি মমতা।
(কে আছে বধিতে তোরে আমি বিনা হেথা ?
—উপেক্ষার পাত্র নহে হাসন-নন্দন !)
কিন্তু এ দুর্নাম মোর ঘুষিবে জগত
চিরকাল,—অনাহারে ক্লান্ত বালকের
প্রসিদ্ধ বর্জ্জখ-হস্তে নিধন সাধন !”
বারিদ-প্রতিম-স্বনে কহিলা কাসেম ;—
“শোকাকুল পুত্রশোকে ওহে বৃদ্ধযোধ,
কেন কালক্ষয়, এই বৃথা বাক্যব্যয় ?
নহি আমি হেন অজ্ঞ, শুন্‌রে দুর্ম্মতি !
যার ব্যবস্থার দোষে হইবে সহিতে
পুত্রের বিচ্ছেদ-জ্বালা তোকে অনেকক্ষণ।
অবিলম্বে পাঠাইব তোকে পুত্রপাশে।
অস্ত্রখেলা দেখা দেখি বারেক প্রথমে।”
লবণ প্রক্ষেপে যথা ক্ষতদেহ-জ্বালা
দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে, তেমতি বর্জ্জখ
হত পুত্র-বেদনায় জ্বলিয়া ভীষণ,

মহা ক্রোধভরে বর্ষা করিল নিক্ষেপ ;
শিক্ষিত যুবক তাহে দক্ষতা-প্রভাবে
ব্যর্থ করিলেন স্বীয় চর্ম্ম সঞ্চালনে,
ক্ষিপ্রহস্তে বর্ষাঘাত করিলা সজোরে।
বিক্ষত হইল দেহ প্রবীণ যোদ্ধার ;
বেঁধে সেই ক্ষত স্থান হইল প্রবৃত্ত
মল্লযুদ্ধে, যথা দুই মত্ত করিরাজ
আক্রময় পরস্পরে ইরম্মদবেগে,
তেমতি ধরিলা দোঁহে সাপটি দোঁহায়।
কেহ কারে নাহি জিনে সমানে সমান।
বীরপদভরে ত্রাসে কাঁপিল কর্ব্বলা।
—আঁধারিল ধূলিপুঞ্জ অম্বর প্রদেশ।
বাখানিল শত্রুপক্ষ নবীন যোদ্ধার
রণশিক্ষা, রণদীক্ষা, সাহস অসীম।
"শাবাস্, শাবাস্-" ধ্বনি হইল উত্থিত।
পরিশেষে অসিযুদ্ধ চলিল সতেজে।
দেখিল দর্শকবৃন্দ অস্ত্রের চাক্‌চিক্য
ধাঁধিছে নয়নে, যথা মেঘরাশি মাঝে
বিদ্যুতের খেলা ; রব ঝনন্ ঝনন্,
অস্ত্রাঘাত-প্রতিঘাত শুনিল শ্রবণে

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে এজিদ-বাহিনী
যা' দেখিল, শিহরিল, কাঁপিল সভয়ে
—বর্জ্জখের ছিন্নশির দ্বিখণ্ড হইয়ে
পড়িল ভূতলে। যথা জাঙাল ভাঙ্গিলে
বাধা-বিঘ্ন অতিক্রমি' মহা কোলাহলে
ছুটে জল মহাবেগে; কিংবা বনবাসী
ঊর্দ্ধশ্বাসে মহাতঙ্কে পলায় চৌদিকে
ভীমাকৃতি মদকল করিরাজে হেরে,
তেমতি দমস্কসৈন্য ছুটিল মুহূর্ত্তে
বাঁচা'তে অমূল্য প্রাণ; ভীতচিত সবে
যমাকৃতি বীরর্ষভ কাসেমের ভয়ে।
পলাতক মৃগপালে কিরাত যেমতি
তাড়ায়, তেমতি বীর বিজিত সৈন্যেরে
তাড়াইলা,—সংহারিলা যাকে যেই অস্ত্রে
পাইলা আয়ত্তাধীনে। ভীম প্রভঞ্জন
বহে যবে মহাতেজে, মহীরুহচয়
রাশি রাশি উৎপাটিত হ'য়ে বনমাঝে
স্তূপাকারে শোভে যথা বিচিত্র শোভায়,
সৈন্যের খণ্ডিত শব শোভিল সেরূপ
যুদ্ধক্ষেত্রে। চারিদিকে বিকট চীৎকার

দ্রবিল দর্শকহৃদি হইয়ে উত্থিত।
ফোরাতেরকূল প্রায় হ'ল প্রাণিশূন্য।
ওমর, সমুর, শঠ আবদুল্লা জেয়াদ
প্রমাদ গণিল মনে ;—চিন্তিল সভয়ে।
নূতন বাহিনী এক দমস্ক হইতে
এমন সময়ে এসে দিল দরশন ;
সাহায্যে দাঁড়া'ল সেই বিক্ষিপ্ত সৈন্যের।
ফিরে' পা'ল হারা বল সৈন্যাধ্যক্ষগণ।
অতঃপর সবে মিলে' হ'তে চারিদিক
ঘিরিল ইমাম-সুতে, কুরঙ্গ-শাবকে
ঘিরে ব্যাধদল যথা। অব্যর্থ সন্ধানে
নিক্ষেপিল বাণ, বীর অতি দক্ষভাবে
উপেক্ষিলা শরবৃষ্টি চর্ম্মচঞ্চালনে।
কিন্তু বিধাতার লীলা কে পারে বুঝিতে ?
বিঁধিল একটি শর অতি তীক্ষ্ণ ভাবে
(সখিনার অন্তঃস্থল কাঁপিল অজ্ঞাতে—
পতিগতা সতীচক্ষে পড়িল পলক।)
ও কোমলঅঙ্গে হায় ; শোণিত-প্রবাহ
ছুটিল, রঞ্জিল যত শব স্তূপাকার।
অনাহার, অনিদ্রা বশতঃ অবসন্ন

ছিলা বীর, ক্লান্ত হ'লা যুঝে' অনেক্ষণ ;
অবশ হইল দেহ, ক্রমে শক্তিহীন।
মদিনা-পঙ্কজ-রবি হায় অস্তগামী !
শরীর-অবস্থা তাই বুঝে' পরিশেষে
সুশিক্ষিত অশ্ববল্গা দিলেন ছাড়িয়া।
প্রভুরে লইয়ে অশ্ব পঁহুছিল দ্রুত
শিবির-সম্মুখে। শু'নে অশ্ব-পদ-ধ্বনি
সখিনা দেবীর প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া ;
চাহিলা বাহির পানে, শিহরিলা ধনী
শোণিতাক্ত কলেবর হেরে হৃদীশের
বিস্তারিয়া ভুজদ্বয়, দিয়া আলিঙ্গন
নামাইলা অশ্ব হ'তে কাসেমে ত্বরায়।
প্রবে'শে শিবিরে বীর, রেখে দেহ-ভার
স্নেহশীলা দয়িতার সুশীতল কোলে,
সজলনয়নে চে'য়ে চন্দ্রাননী পানে
কহিলা জড়িতকণ্ঠে ;—"অয়ি প্রাণেশ্বরি !
শোণিত-রঞ্জিত এই পরিচ্ছদ মম
দেখ চে'য়ে, শোভিয়াছে কি বিচিত্র ভাবে ?
বীরের বিবাহ-সাজ এ নহে কি প্রিয়ে ?
ফুরাইল হায় ! আজ দৈবলীলা-গুণে

হৃদয়ে পোষিত যত্নে ছিল যত আশা।
জীবন-প্রদীপ মম নেভ নেভ হায়!
এ পোড়াহৃদয়-ব্যথা কেমনে জানাই
তোমা স্থানে ;—(সংসারের সুখেতে বঞ্চিত—)
তাপিত, তৃষিত প্রাণে বিমল, সুমিষ্ট
সরোবর-কূল হ'তে চলিল কাসেম।
কার্ না বিদরে প্রাণ ল'তে চিরতরে
বিদায় এহেন ভাবে প্রাণবাঞ্ছা হ'তে ?
(আছে কেহ হতভাগ্য ভবে এইরূপ ?)
কিন্তু এ আক্ষেপ মনে, এই দেহ দানে
ফোরাতের কূলোদ্ধার হ'য়েও হ'ল না,
জীব-প্রাণিসমূহের তৃষ্ণা না মিটিল ;
মূঢ়মতি এজিদের দণ্ড সমুচিত
প্রদানিতে না পারিনু মম এই হস্তে ;
অসির আঘাতে তারে দ্বিখণ্ড করিয়ে
খাওয়াইতে না পারিনু শৃগাল-কুকুরে !
লোভিল শৃগাল হ'য়ে কেশরী ললনে।"
অতঃপর হাহাকারি' মহা শোকাবেগে
প্রবেশিলা সে শিবিরে ইমাম হোসেন,
সহরবানু, হাসন্‌বানু, পুরাঙ্গনা যত।

বিহঙ্গমদল যথা আহত শাবকে
হে'রে শোকে আর্ত্তনাদ করয় অধীর,
মহাশোকে শোকাকুল নবী-পরিজন
কাঁদিলা তেমতি সবে,—করুণ নিনাদ
হইয়ে উত্থিত শূন্যে ভেদিল আকাশ।
কাঁপিল সভয়ে বিশ্ব ;—জননীর কোলে
চমকি' উঠিল শিশু, কাঁদিল অধীর
বিশ্বচরাচর যত ; স্বরগীয় দূত-
বৃন্দ স্বর্গে হাহাকারি' কাঁদিলা করুণ।
আকুল ত্রিদিববাসী নবীবংশ-দুঃখে।
প্রণমিয়ে গুরুজনে সুধী মধুভাষী
বিদায় লইলা শেষে মৃদুমন্দ স্বরে।
কমল-অমৃত-ভোগ ছাড়িয়ে শিশির
যেমতি বিলীন হয় অরুণ-উদয়ে
সখিনা-কোমল-কোল-সুখভোগ ত্যজি'
সেইরূপ মহামতি ইমাম কাসেম
পুণ্যাত্মা হইলা লীন অনন্তের সনে।
পতিগতা সতী-ভাগ্য-বৃক্ষ ভূলুণ্ঠিল
কালের পীড়নে তথা হায়রে অকালে।
সুকোমল লতা যথা হইয়ে জড়িত

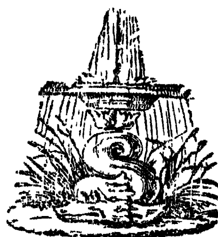
তরুকুলেশ্বর সনে ঝটিকা-আঘাতে
হয় ভূপতিত, দেবী স্বীয় বক্ষোপরি
প্রাণপ্রতিমায় ল'য়ে হইলা শায়িত।
বহিল আঁখির জল অবিরল ধারে।
সম্বরি' হৃদয়শোক রুদ্ধকণ্ঠ-স্বরে
প্রেম-প্রতিমায় লক্ষ্যি' কহিলা মৃদুল ;—
"নাথ! প্রাণেশ্বর, ফাঁকি দিলে কি সত্যই
অধীনীরে চিরতরে ? কিন্তু না পারিবে—
অনল, অনিল, নাথ! দুস্তর সাগর,
দুরূহ পর্ব্বতশৃঙ্গ, বন অন্ধকার,
ভীষণ প্রান্তর শূন্য, অশনি গর্জ্জন
নারিবে রোধিতে কভু তব কিঙ্করীরে!
তুমি যথা দাসী তথা—স্বরগে, নরকে
আকাশে, পাতালে, কিবা অতল সাগরে।
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, জীবপ্রাণী যত
'সখিনা কাসেমময়',—দেখিবে, ঘোষিবে
অনন্ত কালের তরে সন্তপ্ত হৃদয়ে।
হে সমীর! দ্রুতগামী যাও চারিদিকে,
সখিনার দুঃখবার্ত্তা বল সকলেরে।
হে অরুণ! ম্লান মুখ কি হেতু তোমার,

কেন দ্রুতগামী আজি অস্তাচল পানে ?
লজ্জিত এ দৃশ্য হেরে' তাই লুকাইবে ?
দুর্ঘটনা দেখিয়াছ কত ভবধামে
জীবনে, দেখেছ কভু হেন শোচনীয়
পরিণাম ? যে মুহূর্ত্তে সুখ-অট্টালিকা
নির্ম্মিত ;—বিধ্বস্ত সেই সময়ে আবার
কালের করালে। অয়ি সন্ধ্যে ! তারাময়ি !
আইস, আবর শীঘ্র প্রকৃতিপুঞ্জেরে।
—ব্যথিত হ'তেছে সব মম ব্যথা হেরে।
ও কি, অয়ি নিশিদূতি ! তোমার ললাটে
শোভিতেছে তারাকারে অতি স্নিগ্ধভাবে ?
তারা ও কি ?—মহাভ্রম—সুরবালা-আখি-
জলবিন্দু ভেদিয়াছে সপ্তলাকাশ।
আমার বৈধব্যদশা হেরিয়ে কাঁদিছে
তারা সবে দগ্ধচিত্তে ! অয়ি ভালবাসে !
এই কি হে প্রতিদান তব ভবতলে ?
এই যদি প'রিণাম,—মানব কি হেতু
বাসে ভাল পরস্পরে ? (মাকাল-আকারে)
রঞ্জিত মোহিনী শক্তি ল'য়ে কি কারণে,
জন্মেছিলে ভবতলে নাশিতে অকালে

নবীন নবীনাকুলে বিচ্ছেদ-অনলে ?
না, না, ভুল, তাহা নহে, মম ভাগ্যদোষে
লিখে'ছিলা শোচনীয় এই পরিণাম
অভাগীর ভালে বিধি ; নতুবা জগতে
সকলে আমার মত আছে কি অসুখী ?
হে প্রভো, জগত পিতঃ অনাদি, অনন্ত,
সর্ব্বজ্ঞ ; সর্ব্বত্র তব মহিমা ঘোষিত ;
সর্ব্বশক্তিমান্ তুমি ; এই কি আছিল
তোমার মনেতে বিভো ! দশা এ দাসীর
হেরে' তুমি সুখী, তাহা কেমনে বলিব ?
—দুঃখবিনাশন তুমি, একি রীতি তব ?
অচল অটল যদি নবীবংশ-দুঃখে,
—না উথলে যদি তব দয়ার-সাগর,
এই নিবেদন তবে শুন অভাগীর ;—
ভালবাসা-প্রতিদান থাকে যদি কিছু,
কায়মনে যদি দাসী বেসে' থাকে ভাল
কাসেমে বিশুদ্ধচিতে ; সতীত্ব-মহাত্ম্য
থাকে যদি এ জগতে, সুপবিত্র-কুলে
যদি জনমিয়া থাকি ; সে মহাকুলের
সতী-কুল-মান-রক্ষা যদি অভিপ্রেত ;

করে' থাকি ভক্তিপূর্ণ হৃদে উপাসনা,
জীবনে সঞ্চিয়া থাকি যদি পুণ্য কিছু ;
তবে ওহে লীলাময় ! আত্মায় দাসীর
ল'য়ে যাও যেই স্থানে প্রাণকান্ত মম
লভিছে স্বর্গের সুখ ; জুড়াইছে জ্বালা,
হিংসা-দ্বেষ, ভালবাসা, প্রণয়-প্রেমের ;
সাঙ্গ কর এ মুহূর্ত্তে ভবলীলা মম।"
এতেক বলিয়ে সতী সতৃষ্ণ নয়নে
চাহিতে চাহিতে মূর্ত্তি প্রেম প্রতিমার
মুদিলা নয়নদ্বয় চিরতরে, যথা
প্রদোষ কমল হেরে' অস্তগামী ভানু
মুদয় নয়ন ধীরে সন্তপ্ত-হৃদয়ে।
সতী-প্রাণপাখী উড়ে' গেল স্বর্গধামে।
—সুবর্ণ-কমল-দেহ লোহিত জলেতে
রঞ্জিয়ে অপূর্ব্ব শোভা করিল ধারণ।
রে দুরন্ত কাল ! তোর প্রভাবেই আজ
গগন-রতন শশী ভূতলে লুণ্ঠিত।
নবী-দৌহিত্রের-চক্ষু-মণি মহামূল্য
লইলি কাড়িয়ে হেন নিষ্ঠুর ভাবেতে
(শকুনি নির্দ্দয় যথা মৃতজীব-চক্ষে)

কার না বিদরে প্রাণ চির রাহুগ্রস্ত
শারদ-শশীরে হেরে' ;—জগত-আনন্দ।
নির্দ্দয়তা, নিষ্ঠুরতা সনেতে তুলনা
তোর নাহি হয় কা'রো বিশ্বলীলা-স্থলে।
—জননীর অঙ্কস্থিত সুপ্ত শিশু-কান্না,
সম্বল-সহায়হীন জনক-নিনাদ,
নব প্রণয়ি-যুগল-করুণ উচ্ছ্বাস,
উদ্‌ভ্রান্ততা, হা হুতাশ, জ্বালা ভয়ঙ্কর
নাহি রোধে গতি তব ;—বধির শ্রবণ।





ষষ্ঠ সর্গ।

—০—

পোহাইল বিভাবরী,—প্রভাতীয় গান
পাখীকুল মৃদুস্বরে গাইয়ে সুন্দর,
জাগাইল, সুকোমল বাসর-শয্যায়
নবীন তরুণ মুগ্ধ নায়ক-নায়িকে।
—দহিল বিচ্ছেদানলে অকালে দোঁহায়।
প্রকৃতি সুন্দরী (আহা ! মলিন বদনা)
অবসান প্রায় হেরে' দুঃখের শর্ব্বরী ;
মনোহর অত্যুজ্জ্বল মাল্য গলে পরে'
মহানন্দে ফুল্লচিতে প্রীতিকর হাসে
হাসাইল জগতের জন-প্রাণী সবে।
স্ব স্ব কাজে ব্যস্ত ভাবে ধাইল সত্বর
অবরোধে কুলবধূ, মাঠেতে কৃষক,

রাজালয়ে কর্ম্মচারী, যোদ্ধা রণক্ষেত্রে ;
কুরঙ্গ-কুরঙ্গী বনে, বিহঙ্গ কুলায়,
পর্ব্বত-কন্দরে সিংহ, গর্ত্তে কাকোদর।
নব দম্পতীর শোচনীয় পরিণাম
নিরীক্ষণ করে' ব্যথা পাইয়ে অন্তরে
সারা রাত কেঁদে যেন ধীরে দুঃখভরে
দেখা দিলা প্রভাকর রক্তিম নয়নে।
শোণিতাক্ত বালিরাশি, শব স্তূপাকার
ধারণ করেছে দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর
রণভূমে। স্থানে স্থানে আহত যোদ্ধার
মুমূর্ষু নিনাদ, শূন্যে ঘোর আর্ত্তনাদ
হ'তেছে উত্থিত সদা ;—ফোরাত-প্রবাহ
রঞ্জিয়া সৈনিকরক্তে অতি দ্রুতবেগে
ছুটেছে সাগর পানে ;—ভয়ে এজিদের।
নবী পরিজন যত কণ্ঠাগত প্রাণ
নাহি শক্তি কাঁদিবার, কাতর তৃষ্ণায়।
ভুলে'ছে ক্রন্দন-ধর্ম্ম চক্ষু সবাকার।
—নাহি জল চক্ষে কারো, অথচ কাঁদিছে।
ফাটিছে প্রকৃতি-বক্ষ এ দৃশ্য হেরিয়ে।
বায়ু-সনে মিশিতেছে রব "হায়! হায়!"

মহাশোকে শোকাকুল মহাত্মা হোসেন (আঃ)।

নবদম্পতীর সেই হৃদি বিদারক
পরিণাম দরশনে উদভ্রান্ত প্রায়।
কিছুক্ষণ পরে হেরে' শিবির বাহিরে
আহত পতিত দেহ আত্মজদ্বয়ের
ব্যথিত হৃদয় হ'ল বিদ্ধ ভয়ঙ্কর
প্রতিকূল দৃশ্যবাণে,—কাঁদিলা অধীর।
অপত্য করুণাসিন্ধু ভেদি' গভীরতা
হ'ল আলোড়িত ; ক্ষীণ স্বরেতে কহিলা ;
"বিধাতঃ ! এ বিশ্ব-সৃষ্টি তব মায়া-জাল ;
তুমি মতি, তুমি গতি, তুমি রক্ষাকর্ত্তা।
তুমি গড়, তুমি ভাঙ্গ,—তরাও সকলে
বিপদে। কে আছে বিভো ! বিপদ-নাশন ?
আলি আক্‌বরের, প্রিয় আস্‌গরের এই
রুধিরাক্ত কলেবর দেখা'লে এ ভাবে ?
(ভ্রাতার-বিয়োগ-শোকে হইয়ে অধীর
আমার অজ্ঞাতে এরা গিয়াছিল রণে
নাশিতে দমস্ক-সৈন্যে)। যন্ত্রণা বাড়া'তে
পাঠা'য়েছ ইহাদেরে ক্ষতদেহে হেথা ?
ব্যাধ-শরাহত শিশু লইয়ে যেমতি

কুরঙ্গ-কুরঙ্গী কাঁদে, সেরূপ মোদেরে
কাঁদাইলে,—না টলিল তব সিংহাসন
সখিনা-ক্রন্দনে, তার বিষম বৈধব্যে !
সমূলে নির্ব্বংশ করা নবীবংশ ভবে
যদি অভিপ্রায় তব, ছিলনা উপায়
অন্য কোন,—সাধিবারে এ হেন উদ্দেশ্য ?
দুর্ব্বল মানব পারে সহ্য করিবারে
হেন কষ্ট, হেন শোক, দৃশ্য ভয়ঙ্কর ?
হা পুত্র ! হা প্রাণাধিক, স্নেহের প্রতিমা
এই পরিণাম ল'য়ে জন্মেছিলে ভবে ?
বালক তোমরা, তবে আমি বর্ত্তমানে
কি কারণে গিয়াছিলে কাফের-বিনাশে" ?
বলিতে বলিতে দোঁহে আপন অঙ্কেতে
লইলা তুলিয়ে, শির চুম্বি' উভয়ের
বাঁধিলা যতনে ক্ষত স্থান ক্ষিপ্রহস্তে ।
নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ মহা ঝটিকায়
উপেক্ষে চেষ্টায় যথা, ইমাম-যতন
হ'ল বৃথা ; ক্ষণ পরে গদগদ স্বরে
কহিলা আস্‌গর ;—"তাত ! ফোরাত-উদ্ধার
হ'ত, লভিতাম যদি বিন্দুমাত্র জল ;

এ বৃথা জীবন তরে নাহি কোন খেদ ;—
—বধে'ছি অনেক সৈন্য ;—মৃত্যু অনিবার্য্য
জলাভাবে।—কেঁদে কেঁদে অবলার মত
শিবিরে মরিব কেন ? বীর-ব্রতে হত
এ তব পুত্রের তরে নাহি কর শোক,
হে পিতঃ ! চরণে তব এই ভিক্ষা মম।"

এই বলে' গুরুজন, পিতৃ-মাতৃ-পদে
প্রণমিয়ে ভক্তিভাবে, মুদিলা নয়ন
চিরতরে। নাহি ছিল আলি আক্‌বরের
বাক্‌শক্তি ; ভাই-ভগ্নী-বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা
না পারি' সহিতে উড়ে' গেল প্রাণপাখী
ছাড়িয়ে নশ্বর দেহ, অনন্ত ভবনে।
কাঁদিলা সহরবানু হাহাকার রবে।
সাত বরষের শিশু জয়নল্ আবেদীন
ধুলায় লুণ্ঠিত হ'ল,—যাতনা অসহ্য।
শিবিরবাসিনী সবে কাঁদিলা বিষাদে।

কহিলা ইমাম লক্ষি্য' সহর বানুরে ;—
"কে বুঝে বিধির লীলা এ বিশ্ব-ভবনে ?
তাঁর অনুমতি বিনা ক্ষুদ্র বালিকণা
নাহি নড়ে। বৃথা আর অন্য কোন যোধে

নাহি পাঠাইবে রণে, স্নেহের অয়নলে
রাখিবে যতনে অতি ; চক্ষু-অগোচর
করিবে না কোনকালে ;—মাতামহবংশ
হইবে নির্ব্বংশ ভবে তাঁহার নিধনে।
বিধির নির্ব্বন্ধ হেতু যদি রণস্থলে
মহা পুরুষের বাক্য ফলে, তা হইলে
অনুমান এই মম ;—তোমরা সকলে
বন্দিভাবে প্রেরিত হইবে দমস্কে।
(হায় কি অদৃষ্ট—বিধি এই লিখেছিলা
নবী-পরিজন-ভালে,—বিদরে হৃদয় !)
অপমান, দুঃখ, শোক, লাঞ্ছনা, নিগ্রহ
চরমে উঠেছে, এবে হ'বে অবসান।
ধীরচিত্তে ধৈর্য্য ধরে' থাকিবে ক্ষণেক।
—অলঙ্ঘ্য বিধির বিধি ; হনুফা-নগরে
আছে বৈমাত্রেয় ভাই মহাম্মদ হানিফ।
এই দুর্ঘটনা-বার্ত্তা যদি কোন সূত্রে
পায়, তবে এজিদেরে শাস্তিয়ে আহবে
উদ্ধারিবে নবীবংশে, বসা'বে জয়নলে
মদিনার সিংহাসনে—ঘুচিবে সঙ্কট।"
বলিতে বলিতে বীর সাজিতে লাগিলা

বীর-সাজে ; শিরস্ত্রাণ শেষ প্রেরিত
মহাপুরুষের শিরে স্থাপিলা, আলির
কবচ বাঁধিলা ভুজে, আর কটি-বন্দ
দাউদের (আঃ) কটিদেশে, ঊর্দ্ধপানে চাহি'
বিনম্র বচনে পরে কহিলা আরাধি' ;—
"দয়াময় ! কৃপাচক্ষে নিরখ বারেক
মম পরিজন প্রতি, হইল পূরণ
নির্ব্বন্ধ তোমার, বিভো !—অলঙ্ঘ্য সতত।
সম্মান, সম্ভ্রম-রক্ষাভার সমর্পণ
তোমারে করিয়ে আজ চ'লেছি সমরে।
দয়ার উদ্রেক হয় পাষাণ হৃদয়ে
তোমার ইচ্ছায়, তাই শত্রুর অন্তরে
করুণা সঞ্চার হ'বে তব আনুকূল্যে,
প্রদর্শিবে যথোচিত সম্মান, সম্ভ্রম
মম পরিজন প্রতি, নহে অসম্ভব।
কে মারে রক্ষিলে তুমি, বিশ্বের রক্ষণ !"
এইরূপ স্তুতি করি' ইমাম হোসেন (আঃ)
আরোহিলা এক লম্ফে দোল্‌দোলোপরি।
(হারা'লা নয়ন-মণি দেবী সহরবানু)।
মহা ঝটিকার কালে নীড়-শূন্য পাখী

আশ্রয় লইলে কোন তরুর কোটরে,
সহসা হেরিয়ে তাহে ভূমি-বিলুণ্ঠিত
চারিদিক অন্ধকার হেরে যেইরূপ ;
নবী-পরিজন যারা ছিলা এতক্ষণ
ইমামের রক্ষাধীনে, হেরিলা তাহারা
চারিদিক অন্ধকার ;—আকাশ ভাঙ্গিয়ে
পড়িল মস্তকে যেন ;—কি হ'বে উপায় ?
মুহূর্ত্তেকে পঁহুছিয়ে সমর-প্রাঙ্গণে
কহিলা ইমাম গর্জ্জি' জলদ গম্ভীর ;—
"কে আছিস্ বীর আয় ; হেন ইচ্ছা কার,
জীয়ন্তে ব্যাঘ্রের গ্রাসে পশিবে অক্লেশে ?
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, বিশ্ববাসী সব
দেখিবে হোসেন-ধৈর্য্য, বীর্য্য, সহিষ্ণুতা,
প্রতাপ, বিক্রম, বল, সমর-কৌশল।
বহা'য়ে রক্তের স্রোত আজ কর্‌বলায়
বন্ধু-পরিজন-বধ-জ্বালা জুড়াইব।"
দোল্‌দোলের পদধ্বনি করিয়ে শ্রবণ ;
এজিদের সৈন্যদল কাঁপিল সভয়ে ;
পলায়ন-পথ সবে চিন্তিল নীরবে।
(বিমুখে শমন-দূতে হেন সাধ্য কার ?)

ওমর চিন্তিয়ে মনে তাই কিছুক্ষণ,
কহিলা সাদরে, যত্নে, রহমান কাফেরে ;—
"মহাবীর বরজখ নাই ইহধামে ;
নূতন বাহিনী মাঝে পাইয়ে তোমায়
আশার সঞ্চার মম হৃদয়ে হ'য়েছে।
বর্জ্জখের স্থলে তাই হ'য়ে অভিষিক্ত,
যে শিরের পুরস্কার আছে লক্ষ টাকা,
কাটিয়ে তাহায় হও রাজপ্রিয়পাত্র।"
মহাদর্পে এক লম্ফে অশ্বে আরোহিয়া
পঁহুছিয়ে রহমান ইমাম-সম্মুখে
কহিলা ;—"হে ব্যাধ-জালস্থিত নরসিংহ !
লভিব কি কোন যশঃ তোমারে বধিয়ে ?
—(কি সাধ্য পলায় ব্যাঘ্র,—আনায় যখন ?)
কিন্তু লক্ষ টাকা-লোভ নারিনু করিতে
সম্বরণ ; যেই হেতু শোকে, দুঃখে ক্লিষ্ট
যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ, দুর্ণাম জগতে।
যাহা হ'ক কর অগ্রে অস্ত্র নিক্ষেপণ।
—বহুক্ষণ পুত্রশোক হ'বে না সহিতে।"
"প্রথার লঙ্ঘন যদি করিতাম, ওরে
নারকী কাফের ! তবে নারিতি বলিতে

এত কথা ; তাই অগ্রে কর্ অস্ত্রাঘাত।
তোর্ অভ্যর্থনা তরে নরক সজ্জিত।”
মহাক্রোধে ক্রোধান্বিত কাফের দুর্ম্মতি
করিলা ইমাম-শিরে অসির আঘাত।
ঢাল হ’তে বাহিরিল অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ।
প্রত্যাঘাতে মহামতি করিলা দ্বিখণ্ড
বলিষ্ঠ দাম্ভিক সেই প্রতিপক্ষযোধে।
চাহিলা শত্রুর পানে, জনপ্রাণীশূন্য
হেরিলা ফোরাত-কূলে, তাই দোল্‌দোলেরে
এজিদের সৈন্যাবাসে চালা’লা ত্বরায়।
সিংহ-আবির্ভাবে যথা কুরঙ্গের দল
ভয়ে, ত্রাসে, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায় সত্বর ;
তেমতি দমস্ক-সৈন্যে দেখিলা ‘পলা’তে
ল’য়ে স্ব স্ব প্রিয় প্রাণ। তাড়া’য়ে তাদেরে
নাশিলা ইমাম দুই হস্ত সঞ্চালনে
অসি বর্ম্ম, নেজা, তূণ চর্ম্মের সাহায্যে।
বহিল রক্তের স্রোত, মিশিল ফোরাতে।
শোভিল বিচিত্র ভাবে শব স্তূপাকার।
পলায়নে পটু যারা আছিল স্ববলে,
শুধু তাহারাই রক্ষা পা’লা যম হ’তে।

হইলে বিপক্ষ-সৈন্য রণ-ক্ষেত্র, পরে
দোল্‌দোলের পৃষ্ঠ হ'তে অবতরনিয়ে,
নামিলা ফোরাত-নদে তৃষ্ণা নিবারিতে
স্বচ্ছতা জলের হেরে হইল বাসনা
নদীর সমগ্র জল করিবারে পান।
লইলা দু হাতে বারি, হেরিলা দর্পণে
অতীত দুঃসহ যত ঘটনা-নিচয়।
—জীবপ্রাণিসমূহের জল-আর্ত্তনাদ.
সুহৃদবর্গের প্রিয়, আত্মজবৃন্দের
কাতরতা জল তরে; —জলাভাবে বধ।
হস্তস্থিত স্বচ্ছ জল-দর্পণে এ সব
হেরিলা স্পষ্টভাবে,—দ্বিগুণ জ্বলিলা
কাসেম, সখিনা আর আক্‌বর, আস্‌গর-
বিয়োগ জনিত শোকে, নিক্ষেপিলা দূরে
হস্তস্থিত জলরাশি; কহিলা কাঁদিয়া;—
"আহা! এই জলতরে কি যন্ত্রণা ভোগ
করিয়াছে প্রাণিগণ, বন্ধু, পরিজন।
এখনো শিবিরে ঘোর হাহাকার ধ্বনি
হ'তেছে উত্থিত এই জলবিন্দু তরে।
আমার পিপাসা তবে এতই অধিক,

করিব তাদের অগ্রে আমি জলপান ?
ধিক্ মোরে—পিপাসায়—ধিক্ এই জলে।"
বলিতে বলিতে হস্ত পদ প্রক্ষালিয়া
এসে কূলে উপাসনা ক'রে ভক্তিভাবে
চাহিলা আকাশ পানে ;—কে বলিবে, কি ?
হইলেন অন্যমনা, খুলে' নিক্ষেপিলা
শিরস্ত্রাণ, কটিবন্ধ আর সে কবচ।
—যে পবিত্র পরিচ্ছদ অস্ত্রের অস্পর্শ।
নিক্ষেপিলা দূরে ঢাল, অসি, নেজা, তীর।
—চলিতে লাগিলা ধীরে ফোরাতের কূলে।
এজিদের সৈন্যাধ্যক্ষ ওমর, সমুর
আবদুল্লা জেয়াদ শঠ, নেতা কতিপয়
অদূরে আশ্রয়-স্থান হ'তে এই সব
আচরণ ইমামের করে' নিরীক্ষণ,
নীরস্ত্র অরির পানে ধাইলা সত্বর।
—চলিলা সতর্কে সবে তাঁহার পেছনে।
করিলা নিক্ষেপ বাণ ওমর, জেয়াদ
হ'ল ব্যর্থ সেই শর ; তেঁই ক্রোধভরে
বর্ষিলা একটি শর পাপিষ্ঠ সমুর।
হায় রে, কে বুঝে ভবে, ভব-স্বামি-মায়া।

কি কারণে, কি ঘটায় কবে কোন স্থানে ?
গ্রীবাদেশ ভেদ করে' কোমল দেহের
গেল বাণ, রক্তধারা বহিল অজ্ঞাতে।
তথাচ ইমাম সেই অন্যমনা ভাব।
—সেই ধ্যান, সেই ভঙ্গী, সে রূপ চলন !
দুই চক্ষুজল হায় ছুটিল সবেগে
দোল্‌দোলের হেরে' স্বীয় প্রভুর দুর্ভাগ্য।
কে বলে, পশুর হৃদে নাহি ভালবাসা,
কৃতজ্ঞতা, স্নেহ, যত্ন, মমতা বিশুদ্ধ ?
—যে বলে সে মূঢ় ;—বলি, মানব-সমাজে
এই সব গুণশূন্য হৃদি পশু-হেয়।
কিছুক্ষণ পরে সেই ক্ষত স্থানে হাত
সঞ্চালনে মহামতি পাইলা দেখিতে
সদ্য রক্ত ; অকস্মাৎ নির্ভয় হৃদয়ে
ভয়ের সঞ্চার হ'ল,—শিহরিলা মনে।
বাণ-বিষ কার্য্যকর হ'লে পরিশেষে
ভূতলে পতিত হ'লা ইমাম হোসেন,
শারদ চন্দ্রিমা প্রায় উজলি' চৌদিক।
হায় রে, যে কোমলাঙ্গ শোভিত সুন্দর
মদিনার সিংহাসনে, দেবী সহরবানু

সযত্নে সেবিয়ে যাহে তৃপ্তি না লভিত,
সেই দেহ ভূলুণ্ঠিত ফোরাতের কূলে!
কে বলিবে পরিণাম কোথায় ইহার ?
—কি আছে বিধির বিধি সুবিধি সতত।
—ক্ষুদ্রবুদ্ধি, কি প্রকারে বুঝিব সে তত্ব ?
কহিলা ওমর, লক্ষি' আবদুল্লা জেয়াদে ;—
"হোসেনের পরমায়ূ হ'য়েছে নিঃশেষ ;
যাও তবে, কাটি' শির লভ লক্ষ টাকা।
—জয়্‌নবে প্রদান করে' এজিদের করে,
হও তার প্রিয় পাত্র, প্রাণের সুহৃদ।"
প্রত্যুত্তরে দুষ্টমতি কহিলা ;—"যে পাপ
ক'রেছি হোসেন সনে বিশ্বাস ভঞ্জনে
তার প্রতিশোধ কি হে লইতে স্বেচ্ছায়
সে শিরঃ কাটিতে যাব ? অজ্ঞান সে জন,
যায় যে দাম্ভিক ভাবে সিংহের সম্মুখে।
যদি প্রাণ থাকে দেহে, না ছাড়িবে কভু
আমায়—আমার অস্ত্রে বধিবে নিশ্চয়।
তাই বলি, যাও তুমি, কাট সেই শির।"
"অর্থলোভে মত্ত হ'য়ে" কহিলা ওমর
"এজিদ-কুহকে পড়ে' ক'রেছি যে পাপ,

কষ্ট দিয়ে নানা ছলে নবীর বংশেরে,
তার প্রায়শ্চিত্ত কি হে আছে কোন মতে ?
—আমা হ'তে এই কার্য্য হ'বে না কখনো।"
"বীরত্বে তোদের ধিক্—ধিক্ বীরসাজে,
ধিক্ রে তোদের দর্পে, ধিক্ আস্ফালনে।"
বলিতে বলিতে গেলা নারকী সমুর
ইমামের শিরোদেশে—অসির আঘাতে
বিচ্ছিন্ন করিল শির দেহতরু হ'তে।
হায় রে, টলিল আর্শ, (কাঁপিল সভয়ে)
ব্রহ্মাণ্ড-পতির আজ এই ঘটনায়।
থরথরি' ভয়ে, ত্রাসে কাঁপিল বসুধা।
গরজিল ক্রোধে সিন্ধু, উথলিল জল।
স্বর্গে, মর্ত্তে্য মরামর প্রমাদ গণিল।
নিদ্রায় জননী-অঙ্কে সুপ্ত-শিশুকুল
অকস্মাৎ আর্ত্তনাদ করিল সত্রাসে।
কাঁদিল নীরবে শোকে বিশ্বচরাচর,
—ইমামের পরিণাম হেরিয়ে আধাঁর।
পতিপ্রাণা সাধ্বী নারী দেবী সহরবানু-
হৃদয় কাঁপিল হায় দুরু দুরু করে'।
হোসেনের পরিণাম হেরিয়ে দোল্‌দোল,

চলিল শিবির পানে সজল নয়নে।
অশ্বপৃষ্ঠ শূন্য হে'রে দেবী সহরবান্থ
শিহরিলা মনে ;—স্বীয় অদৃষ্ট বুঝিলা।
শোকের তুফান পুনঃ বাহিল সবেগে
হাহাকার রবে সবে কাঁদিলা অধার।
শু'নে সে ক্রন্দনধ্বনি সুরবালাগণ
হ'লা বিচলিত ; মর্ত্ত্যে পশু-পক্ষী যত
বন, উপবন, গিরি, গুহা, শৃঙ্গধর
নবী-পরিজন-দুঃখে শোক প্রকাশিলা।
কহিলা জয়্নব বিবি ;—হায় কি কুক্ষণে
অপরূপ রূপ মোর দিয়াছিল বিধি।"
—আকুল কাঁদিলা দেবী, ঝরে' অশ্রুবিন্দু
আদ্রিল সুন্দর মুখ, শিশির যেমতি
হিমানীতে পড়ি' আর্দ্রে গোলাপ-কোরকে
সম্বরি' হৃদয়-শোক সাধ্বী সুলোচনা
বলিতে লাগিলা পুণঃ বীণাবাণী-স্বরে ;—
"এ রূপের মোহে মজি' দুর্ম্মতি এজিদ!
ঘটাইলি অঘটন, কাঁদা'লি অকালে
নব সীমন্তিনীগণে ;—নবীর বংশের
প্রদীপ্ত উজল দীপ নিবা'লি অকালে।

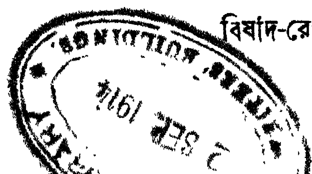
স্ম'রে বুক ফেটে যায় আক্‌বর, আস্‌গরে
সখিনা, কাসেমে,—আহা চিরানন্দ মোর।
(সুখা'ল এহেন ফুল বসন্ত-আগমে !)
হা পুত্র, হা প্রাণাধিক ! স্নেহের প্রতিমা,
স্মরিলে তোমার সেই মধুমাখা-বাণী,
ধৈরয ধরিতে নারি, হই পাগলিনী।
হা পুত্রী, সখিনে ! মোর ননীর পুতুলি,
চির সরলতাময়, দয়ার আধার।
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমাদের বিনে ?
(যেই দিন—(কি কুদিন !) পাপীষ্ঠা জায়েদা
বিষদানে প্রাণেশ্বরে বধিল, সে দিন
জানিলাম, সুখ-তরি বিষাদ-সাগরে
ডুবিয়াছে চিরতরে এই অভাগীর।
নিদাঘে সুখা'লে সরঃ জীবে কি কমল ?)
লালন-পালনে রত থেকে তোমাদের
নাথের বিচ্ছেদ-জ্বালা,—অশেষ, অসহ্য।
চেষ্টিতাম ভুলিবারে অন্যমনা ভাবে।
হায় মোর এইরূপ ! এই কেশ গুচ্ছ,
এ ভুজমৃণাল, এই কুরঙ্গ-নয়ন,
এই সুকোমল দেহ, গজেন্দ্র গমন

যত অনর্থের মূল ; বিধান ইহার
করিব ;—মাখিব অঙ্গে শীঘ্র ভস্মরাশি ;
মস্তকের কেশগুচ্ছ কাটিব, উড়া'ব
বাতাসে ; বল্কল প'রে হ'ব সন্ন্যাসিনী।
—চাহিনা স্বর্গের সুখ, নন্দন কানন,
কোকিলের কুহুরব চিত্ত-বিনোদন
(প্রতিকূল অদৃষ্ট-ফলে হয় রূপ, গুণ
অমঙ্গল, অসুখের কারণ ; যেমতি
সুকণ্ঠ পাখীর স্বর মিষ্ট, শিখিনীর
মধুময় কেকারব, পুচ্ছ মণিময়
অমঙ্গল হেতু,—তাহে মানব-সমাজ
(রূপে, গুণে, মুগ্ধ হ'য়ে ; আবদ্ধে পিঞ্জরে।)
—না থাকিব লোকালয়ে। শুন্ রে এজিদ!
ভুঞ্জিতে নারিবি তুই কদাচ এরূপ,
জ্বলিবি, পুড়িবি মূঢ়! বিরহ-অনলে।
(শৃগালের ভাগ্যে ঘটে সিংহীর মিলন ?)
শিহরে ঘৃণায় অঙ্গ,—শোণিত-প্রবাহ
দ্রুতবেগে ছুটে প্রতি শিরায় শিরায়।
জানিস্ নে রে—অজ্ঞ তুই—ঘৃণিয়ে অম্লানে
রাজরাণীত্বে রে তোর, লইনু শরণ

ইমাম-চরণ-যুগে প্রফুল্ল অন্তরে ?
তবে কেন, নররক্তে রঞ্জিলি কর্ব্বলা ?
ধর্ম্মানুগামিনী আমি ; ধর্ম্মই সহায় ;
—তোর অত্যাচার হ'তে রক্ষিবে নিশ্চয়।
ইহকালে, পরকালে নাহি সুখ তোর,
রে পাষণ্ড ! নরকুল-গ্লানি ;—অভিশাপ।
—নিরাশ্রয়া এবে ; কিন্তু কার হেন সাধ্য,
এই ছুরিকা থাকিতে করে অত্যাচার
আমা প্রতি ?—সতীত্বের প্রধান সহায়।"
নীরবিলা সহৃদয়া, যথা বীণাধ্বনি
নীরবে (ছিঁড়য় যবে বীণাযন্ত্র-তার)
বর্ষিতে অমৃত ধারা শ্রোতার শ্রবণে।
ওদিকে ইমাম-শির পাঠা'য়ে ওমর
এজিদের সন্নিধানে, কহিলা সকলে ;—
"প্রতিভাশালীর মান রক্ষে যেই জন ;
সম্মান বাড়য় তার ; ধন্য সে জগতে।
নবীবংশ পূজনীয় স্বর্গে, মর্ত্ত্যে সদা।
সংসার-কুহকে পড়ে' যেই অত্যাচার
করে'ছি তাদের প্রতি ; প্রায়শ্চিত্ত তার
নাহি কোন মতে। তাই হও সাবধান ;

অন্তরে তাদের ক্লেশ কোনই সূত্রেতে
(—জয়নবে লাভ করা উদ্দেশ্য প্রধান।)
নাহি দিবে; কটু বাক্য না বলিবে কভু;
বন্দীদেরে জলদানে করে' শীতলিত,
শিষ্ট-আচরণে তুষ্টি' পাঠাও দমস্কে।"
সৈন্যাধ্যক্ষ-আদেশেতে নবীপরিজন
প্রেরিত হইলা সবে এজিদ-সমীপে।
হায় রে! এ শোচনীয় পরিণাম হেরে
নাহি দ্রবে হিয়া কার? চিররাহুগ্রাসে
কে সুখী অরুণে হেরে?—বিশ্বের আনন্দ।
কল্পনে! আইস হেরি মানস চক্ষেতে
'শহিদ'বর্গেরে এবে শবরাশি মাঝে।
বরনা-নিবাসী নবপ্রণয়ী যুগল
শ্মশানে শায়িত যথা অদৃষ্টের দোষে,
সেইরূপ এ যুগলমূর্ত্তি কাহাদের,
আলোকিছে দশদিশ, বিদরিছে হৃদি?
কি সুন্দর ভুরুযুগ, নাসিকা-গঠন
আয়ত-লোচন-দ্বয়, মধুর যৌবন্!
কুরঙ্গ নয়ন,—অশ্রু নিবদ্ধ তাহার
হিমের পরশে, যথা শিশিরের বিন্দু

কমল-পলাশে বদ্ধ থাকে হিমানীতে !
ভালবাসা-প্রতিদান পায় নাই-ভবে,
তা'রি চিহ্ন এই অশ্রু ?—নিশ্চয় তাহাই।
শায়িত এ ভাবে হেথা কাসেম-সখিনা ?
—ঠিক অনুমান,—আহা ! বিধির নির্ব্বন্ধ !
—রোমীয় জুলিও সনে নহে তুলনীয়।
ওই দেখ স্বর্গীয় সৌরভে অকস্মাৎ
পূরিল কর্ব্বলা-ক্ষেত্র। আকাশ হইতে
সুস্নিগ্ধ জ্যোতিরশ্মি নামিছে ভূতলে।
(সার্থক জনম মম ;—জুড়া'ল নয়ন।)
বল, কেন এই ভাব ?—বুঝে'ছি হে দূতি !
—উন্মুক্ত স্বর্গের দ্বার ঈশ্বর-আজ্ঞায়।
ওই দেখ 'হুর'-বৃন্দ অনন্ত যৌবনা,
আয়তলোচনা সবে প্রফুল্লবদনা
সুসজ্জিতা, সুশোভিতা অভ্যর্থনা তরে
'শহিদ'বৃন্দের আজি অনন্ত ভবনে;
অমরাত্মগণ তাই ভবে আবির্ভূত।
সকলেই 'জানাযায়' কাতারে কাতারে
দাঁড়া'য়েছে, ভাল দেখ, সবার অঙ্কিত
বিষাদ-রেখায় ওই,—অধীর সকলে



নবীপরিজন-শোকে। ওই দেখ পুনঃ,
সম্ভাষি' সাদরে যত্নে আত্মায় সবার
যাইছে লইয়ে সবে অমর ভবনে।
'শহিদা'নের অগ্রগামী মহাত্মা হোসেনে (আঃ)
হেরিয়ে জুড়াও চক্ষু ; তাঁহার পেছনে
নব দম্পতীরে দেখ ;—কি ফুল্ল বদন !
চলন-ভঙ্গিমা, কিবা মৃদুল গমন !
পরিশেষে ওই দেখ আক্‌বর, আস্‌গরে,
—কাসেম-সখিনা সনে চলেছে আহ্লাদে
—দেখিছ কি অগণন 'শহিদ'-আত্মায়,
প্রবেশিছে সুরপুরে 'জয় জয়' রবে।'

